শাস্ত্রোক্ত চরিতাবলী।

পুরাতন নিয়ম।

PORTRAITS FROM THE BIBLE.

OLD TESTAMENT SERIES.

BY THE

RIGHT REV ASHTON OXENDEN, D. D.

LATE BISHOP OF MONTREAL.

খ্রীষ্টীয় সাহিত্য-সমিতি-কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২৩নং চৌরঙ্গী রোড,

কলিকাতা।

এ, সি, মুখার্জ্জিদ্বারা মুদ্রিত,

২২নং ওল্ড বৈটকখানা সেকেণ্ড লেন।

১৮৯৪।

PREFACE.

This book is a translation, by permission of the Publishers, of Bishop Oxenden's well known book "Portraits from the Bible."

It is a simple account of the lives of the Old Testament Saints, written in an earnest devotional style, the spiritual truths are clearly enforced, and it shows how Christ is foreshadowed and God's providence and goodness revealed in the lives of these heroes of faith.

It is well suited for general readers. Old and young may read it with interest and profit.

C. M. S. DIVINITY SCHOOL,
CALCUTTA,
December 10th 1894.

W. H. Ball.

শাস্ত্রোক্ত চরিতাবলির

সূচিপত্র।

বিষয়	পত্রাঙ্ক।

শাস্ত্রোক্ত চরিতাবলী।

আদম

বা

বঞ্চিত অধিকার।

আমাদের মহান পূর্ব্বপুরুষ, মানবজাতির আদিপিতা, এই সর্ব্বপ্রথম নর, আদমের কাহিনীতে যাঁহার স্বার্থ নাই, এমন লোক ভূমণ্ডলে কে আছে?

পাঠক, একবার মনে মনে কল্পনা করিতে চেষ্টা কর, যেন জগৎ নূতন সৃষ্ট হইয়াছে—সুন্দর, মনোহর জগৎ। যে সকল অনিষ্ট বশতঃ উহা এখন এত দুঃখক্লেশের আবাস হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কিছুই নাই; সর্ব্ব বিষয়েই দয়াময় ঈশ্বরের দয়া, প্রেম, প্রজ্ঞা ও মঙ্গলভাব প্রকাশ পাইতেছে; সকলই উঁহার অধিবাসীগণের সুখ-স্বচ্ছন্দতার উপযোগী; নিষ্পাপ জগৎ, সুতরাং দুঃখক্লেশ, শোক, জরামরণবিহীন!

এইরূপ জগতে প্রায় ছয় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর আদমকে, এবং কিঞ্চিৎ পরে, তাঁহার সঙ্গিনী হবাকে সৃষ্টি করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। ঈশ্বর প্রথমে যেন জগদ্রূপ বৃহৎ গৃহটী নির্ম্মাণ করিয়া

তৎপরে তাহা অধিকার করণার্থে আপনার প্রজাকে আনিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার বাসের জন্য একটি স্থানমাত্র দান করেন নাই, কিন্তু তাঁহার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতার নিমিত্তে যাহা যাহা আবশ্যক হইতে পারিত তৎসমস্তেই তাহা সুসজ্জিত করিয়াছিলেন।

এইরূপে তাঁহারা পরমসুখে ছিলেন ; তাঁহাদের সে সুখের বিঘ্নকর কিছুই ছিল না। তাঁহারা ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হইয়াছিলেন। সে সাদৃশ্য শরীর সম্বন্ধে নহে, আত্মা সম্বন্ধেই সাদৃশ্য, কারণ ঈশ্বর আত্মা। তাঁহাদের মন জ্ঞানালোকে পরিপূর্ণ ছিল ; তাঁহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র ছিল ; এবং ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত তাঁহাদের সমস্ত কামনার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল। পুত্র যেমন পিতার সদৃশ হয়, তেমনি তাঁহারা তাঁহার সদৃশ ছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে পবিত্র করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সম্যক্ বিশুদ্ধ থাকায় তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতে পারিতেন। সর্ব্বতোভাবে পবিত্র থাকায়, তাঁহারা ঈশ্বরের সহিত সংলাপ করিয়া সুখবোধ করিতে পারিতেন। ঈশ্বরের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ থাকায়, তাঁহার আজ্ঞা পালন করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। অপতিত, অবিকৃত, শুদ্ধপ্রকৃতি মানবের যতদূর জ্ঞান থাকা সম্ভব, ততদূর জ্ঞানবান থাকায় তাঁহারা ঈশ্বরকে জানিতে পারিতেন। তাঁহাদের পিতা ও বন্ধু বলিয়া তাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন। তাঁহার সহিত সংলাপ করিতে তাঁহাদের পরমানন্দ হইত। তাঁহাদের অধিকার স্বরূপে জগৎ তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল ; আর এদন (বা পরমদেশ) তাঁহাদের বাসস্থান ছিল। তাঁহাদিগকে চিরকাল

নিষ্পাপ, অনন্ত জীবন যাপন করিতে হইবে, এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা সৃষ্ট হইযাছিলেন। অধিকন্তু, তাঁহাদের সমক্ষে উদ্যানের মধ্যস্থলে জীবনবৃক্ষ ছিল; ইহা তাঁহাদিগকে এই উচ্চাধিকার অনন্ত, নিত্যস্থায়ী জীবনের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিত।

আদমে এমন কোন অভাব ছিল না, যাহা ঈশ্বর মোচন করেন নাই। দায়ূদের অপেক্ষা তিনি আরও উপযুক্তরূপে বলিতে পারিতেন, "সদাপ্রভু আমার পালক; আমার কিছুরই অভাব হইবে না।" যীশু যেমন এক সময়ে আপনার শিষ্য-দিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমাদের কি কিছুর অভাব হইয়াছিল?" তেমনি ঈশ্বর যদি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন, তাহা হইলে তিনি উত্তর করিতেন, "কিছুরই নয়; আমার সকলই কুলায়, বরঞ্চ উপচিয়া পড়িতেছে।" তাঁহার সুখময় জীবন এক অবিরত আশীর্ব্বাদ-স্রোতস্বরূপ ছিল, প্রাতে ও সায়ংকালে তিনি আনন্দকর স্তবস্তুতি ও উপাসনাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন।

এইরূপ নির্দ্দোষিতা ও সুখের অবস্থা কতকাল ছিল, তাহা আমরা জানি না; শাস্ত্রে তৎসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু আদম ও হবা যে উহা হারাইয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি।

আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের আদি-পিতামাতার সুখ দৃষ্টে শয়তানের হিংসা হওয়ায় সে তাহা নষ্ট করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল। উদ্যানের মধ্যে এমন একটি বৃক্ষ ছিল, যাহা তাঁহারা প্রতিদিন দেখিতে পাইতেন। ইতিপূর্ব্বে যে বৃক্ষের কথা বলা হইয়াছে, উহা সেটী নহে, উহা আর একটী বৃক্ষ, এবং

তৎসম্বন্ধে ঈশ্বর এই বিশেষ আজ্ঞা দিয়াছিলেন, "তাহার ফল ভোজন করিও না, কেননা যে দিনে তাহার ফল খাইবে সেই দিনে নিতান্ত মরিবে।" এই আদেশ মনুষ্যের আজ্ঞাবহতার পরীক্ষার্থে দেওয়া হইয়াছিল ; আর কেবল ঐ একটী বিষয় নিষেধ করায়, ঈশ্বর নিশ্চয়ই কোন গুরুতর কঠিন কার্য্য করিতে বলেন নাই।

এই নিষিদ্ধ বৃক্ষেই শয়তান এক্ষণে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সে সর্পরূপে হবার নিকটে উপস্থিত হইল। সে বৃক্ষটীর সুখ্যাতি করিতে লাগিল। উহার যে, বিশেষ গুণ আছে, সে তাহা বর্ণনা করিতে লাগিল। সে বলিল, এই বৃক্ষের ফল খাইলে তোমরা ঈশ্বরের ন্যায় জ্ঞানবান হইবে। হবা পরীক্ষকের কথা মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন। সে এক্ষণে আমাদিগকে যেরূপে ভুলায়, অবিকল সেইরূপে ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে তাঁহাকে ভুলাইতে লাগিল। সে তাঁহাকে বৃক্ষটীর নিকটে যাইয়া তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করত তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে প্রলুব্ধ করিল। পরন্তু যদিও বৃক্ষটী নিষিদ্ধ বস্তু বটে, তথাপি তাহা দেখিতে কিছুমাত্র অপ্রীতিকর ছিল না। "নারী ঐ বৃক্ষকে সুখাদ্যের উৎপাদক ও নয়নের লোভজনক দেখিল।" তৎপরে সে তাঁহাকে উহার ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিতে প্রলুব্ধ করিল। এইরূপে আপনার উদ্দেশ্য সাধন করিয়া, সে তাঁহাকে উহার গুটিকতক ফল তাঁহার স্বামীর নিকটে লইয়া গিয়া তাঁহাকে আপনার অপরাধের ভাগী হইতে প্রবৃত্তি দিতে লওয়াইয়া আপনার কার্য্য সমাপ্ত করিল।

পাপের প্রকৃতি কেমন প্রচ্ছন্ন ! তাহা সাধারণতঃ সহসা এক-

দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হয় না; কিন্তু ক্রমে ক্রমে, অল্প অল্প করিয়া দেখা দেয়, অবশেষে সম্পূর্ণরূপে জীবাত্মাকে অধিকার করিয়া বৈসে।

এইরূপে আদম ও হবা ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া তাঁহাদেব প্রেমময়, অনুগ্রাহী পিতার বিরুদ্ধে পাপ করিয়াছিলেন। তাহা আর শুধরাইবার উপায় ছিল না। এক্ষণে, সর্ব্ব প্রথমে তাঁহারা আপনাদিগকে পাপী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন! এ পর্য্যন্ত তাঁহারা যেমন অকপট, উন্মুক্ত, সপ্রেম সাহসের সহিত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, এক্ষণে তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্তরে ভয় ও লজ্জাব উদ্রেক হইল। ক্ষণপূর্ব্বে তাঁহারা ধার্ম্মিক ও সুখী জীব ছিলেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহারা পতিত ও হতভাগ্য হইলেন।

তাঁহারা এইরূপ অবস্থায় ছিলেন, এমন সময়, তাঁহারা তাঁহাদের অবমানিত প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তার রব শুনিতে পাইলেন। সে রব এ পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই তাঁহাদের কর্ণকুহরে সুমধুর বলিয়া অনুভূত হইত, তাহা শুনিলে তাঁহাদেব হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিত; কিন্তু এক্ষণে তাহা শুনিয়া তাঁহারা ভয়ে কম্পিত-কলেবর হইলেন। "যে বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম, তুমি কি তাহার ফল ভোজন করিয়াছ?" তাঁহারা ইহা অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই।

অতঃপর, প্রভু বিচারপতির কার্য্য করেন; তিনি তাঁহাদের অপরাধের জন্য তাঁহাদের উপর দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারণ করেন। আদমের পাপের কারণ ভূমিকে অভিশপ্ত করা হয়। মনুষ্যকে এখনাবধি পরিশ্রম করিয়া উহা কর্ষণ করিতে হইবে, এবং

গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে খাদ্য দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে; এবং নারীকে দুঃখ ও যন্ত্রণার ভাগিনী হইতে হইবে।

এই পর্য্যন্ত হইয়াই তাঁহাদের দণ্ডের শেষ হয় নাই। তাঁহাদিগকে এদন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ হারাইয়া, এবং আপনাদের বহুমূল্য ও গৌরবান্বিত অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়া, তাঁহারা আপনাদের "দৌর্জ্জন্যদ্বারা তাড়িত হইয়াছিলেন।" ফলতঃ, এদন উদ্যানের অদূরে যে পতিত জীবন আরম্ভ হইয়াছিল, তাহাই একাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের ভাগ্য হইয়া রহিয়াছে।

আবার সেই সময় হইতেই তাঁহারা মরণাধীন জীব হইয়া পড়িয়াছিলেন। সত্য বটে, তাঁহারা তৎক্ষণাৎ মরেন নাই। হাঁ, ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাদের প্রাণদণ্ড করেন নাই। কিন্তু পাপ করিবামাত্রই, তাঁহারা মৃত্যুর অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা শারীরিক দুর্ব্বলতা ও ক্লান্তি, বেদনা, দুঃখ ও পীড়ার বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখন অবধি তাঁহাদের জীবন সুখের অনন্ত জীবন না হইয়া অল্পকালস্থায়ী দুঃখের জীবন হইতে চলিল।

কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ও কঠোরতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ—তিনি যে দণ্ডের ভয় দেখাইয়াছিলেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করাতেই তাঁহার কঠোরতা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু তাঁহার হতভাগ্য পতিত জীবগণকে নৈরাশ্যের যন্ত্রণায় ফেলিয়া না রাখাতেই তাঁহার দয়ার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। আদম পতিত হইলেও ঈশ্বর তাঁহাকে প্রেম করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রেমবহ্নি এতই প্রজ্বলিত ছিল যে, পাপও

তাহা নির্ব্বাণ করিতে পারে নাই। তিনি সেই পাপকর্ম্মকে ঘৃণা করিয়াও পাপীকে দয়া করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি পুনরায় তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে পারেন, সে জন্য ঈশ্বর একটী উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি এমন একজন ত্রাণকর্ত্তার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, যিনি সর্পের মস্তক চূর্ণ করিবেন; সেই ত্রাণকর্ত্তা তৎপরে আগমন করিয়াছেন, এবং আমাদের জন্যে মহা পরিত্রাণকার্য্য সাধন করিয়াছেন।

আদম ও তাঁহার পতিতা সহধর্ম্মিণী এই করুণাপূর্ণ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। তাঁহাদের পরবর্ত্তী জীবন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে, তাঁহারা উহা গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। আমরা ভরসা করি যে, যদিও তাঁহারা পার্থিব পরমদেশ হইতে বিতাড়িত হইযাছিলেন, তথাপি তাঁহাদের জন্যে খ্রীষ্ট যে নূতন ও অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট অধিকার ক্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা তাহা অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং আবার তাঁহাদের স্বর্গীয় পিতার অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন।

কিন্তু পাঠক, এস্থলে একটু অপেক্ষা কর, এবং আদমকে পরিত্যাগ করিয়া, তোমার নিজের পাপিষ্ঠতার বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ। তাঁহার ন্যায়, তুমিও পতিত হইয়াছ। তুমিও তোমার পরমদেশ হারাইয়াছ। তুমিও আপনার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছ। আদমে সকলেই মরে। কিন্তু ধন্য ঈশ্বর, আদমের দ্বারা আমাদের যে অনিষ্ট হইয়াছিল, খ্রীষ্টেতে তাহার অধিক মঙ্গললাভ হইয়াছে। তিনি এমন মূল্য দিয়াছেন, যাহাতে আমাদের সমস্ত ঋণ-পরিশোধ হইয়াছে। প্রত্যেক

মগ্ন, অনুতপ্ত, বিশ্বাসী পাপীর জন্যে, বর্ত্তমানে ক্ষমা, এবং ভবিষ্যতে অনন্ত জীবন রহিয়াছে।

তুমি কি কখন তোমার দুঃখদুর্দ্দশা ও সর্ব্বনাশের বিষয় অনুভব করিয়াছ? ঈশ্বর হইতে দূরে থাকা যে কি ভয়ানক, তাহা কি কখন বোধ করিয়াছ? এতদ্ভিন্ন, তোমার জন্য সুসমাচারে যে পরিত্রাণের উপায় করা হইয়াছে, তাহা কি সাদরে গ্রহণ করিয়াছ? তুমি কি তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে রাখিয়াছ? "বিশ্বাস করিয়া জীবন লাভ কর," যে প্রেম হইতে এই কথা বাহির হইয়াছে, যাহা দীনহীন পাপীকে দ্বার খুলিয়া দিয়া বলিতেছে, "ভিতরে আইস, তোমার জন্য ক্ষমা, শান্তি ও জীবন আছে", সে প্রেম কেমন অসীম! "পাপের বেতন মৃত্যু"—উহাই তোমার প্রাপ্য; কিন্তু "ঈশ্বরের দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্ত জীবন।"

ধন্য ঈশ্বর, আদম যে এদনে বাস করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এদন আমাদের জন্য প্রস্তুত আছে—তাহা এরূপ পরমদেশ যেখানে পাপ কখন প্রবেশ করিতে পারে না, যেখানে জীবন বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়াও আমাদিগকে আর কখন বাহিরে যাইতে হইবে না।

কয়িন্ ও হেবল্

বা

অবিশ্বাসী এবং প্রকৃত বিশ্বাসী।

পাপে পতিত হওয়ার পর, আদম ও হবা এদন হইতে—যে রমণীয় স্থানে তাঁহাবা এত সুখভোগ কবিয়াছিলেন, তাহা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে দুঃখ-ক্লেশ ও পরিশ্রমে জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। যদিও ঈশ্বর এখনও তাঁহাদিগকে অনেক বিষয়ে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদিগকে কিছুকাল নিশ্চয়ই দুঃখ ও নিরানন্দে জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল।

যখন তাঁহাদের প্রথম পুত্র কয়িন্, এবং তাহার কিঞ্চিৎ পরে, তাঁহাদের দ্বিতীয় পুত্র হেবল্, জন্মগ্রহণ করে, তখন তাঁহারা নিশ্চয়ই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের জন্মে তাঁহাদের মনে কিছু না কিছু দুঃখের উদ্রেকও অবশ্যই হইয়াছিল; কারণ তাঁহারা অতি শীঘ্রই স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের এই সন্তানগণ ঈশ্বরের পবিত্র প্রতিমূর্ত্তি ও সাদৃশ্যে জন্মগ্রহণ না করিয়া তাঁহাদের নিজের বিকৃত প্রকৃতি অনুসারে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দায়ূদ যেমন আপনার সম্বন্ধে বলেন, তেমনি "অপরাধে" তাঁহাদের

জন্ম হইয়াছিল, ও “পাপে” তাহাদের “মাতা” তাহাদিগকে “গর্ভে ধারণ” করিয়াছিল। তাঁহারা এক্ষণে তাঁহাদের নিজের আজ্ঞালঙ্ঘনের শোচনীয় ফল দেখিতে পাইয়াছিলেন, কারণ উহার কলঙ্ক তাঁহাদের সন্তানগণেও বর্ত্তিয়াছিল।

আদমের আরও পুত্রকন্যা ছিল। কিন্তু আমি যে দুই জনের কথা বলিতে যাইতেছি, তাহারা সম্ভবতঃ প্রায় সমবয়স্ক ছিল—একত্র লালিত-পালিত হইয়াছিল—সম্ভবতঃ তাহাদের একই সুবিধা-সুযোগ ছিল, একই পরীক্ষা-প্রলোভনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত, এবং একই অঙ্গীকার ও আশা-ভরসায় আশ্বস্ত হইতে হইত।

ইহাদের মধ্যে কয়িন্ জ্যেষ্ঠ। কৃষিকর্ম্ম করাই তাহার কার্য্য। প্রতিদিন সে ভূমি-কর্ষণে পরিশ্রম করিত; আর নিশ্চয়ই সে আপনার পরিশ্রমের পুরস্কার-স্বরূপে যথেষ্ট লাভ-বানও হইত। সুতরাং, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে তাঁহার অন্তঃকরণ ঠিক থাকিলেই, সে সুখী হইতে পারিত। কারণ যদি আমরা তাঁহার অনুগ্রহ ও শ্রীমুখের প্রসন্নতা-লাভ করিতে পারি, তবে আমাদের বিষয়কর্ম্ম ও সামাজিক পদ যাহাই হউক না কেন, আমরা বাস্তবিকই সুখী হইতে পারিব। ইহা আমাদের যাবতীয় শ্রম-কষ্টকে সুখকর করিবে, এবং দুঃখ-দারিদ্র্যেও পরিতৃপ্ত রাখিবে।

কিন্তু কয়িন্ সুখী ছিল না। সে ঈশ্বরকে প্রেম করিত না। অনেকের ন্যায়, সে বাহ্যোপাসনাদি করিত বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মভাব কিছুই ছিল না। সে হৃদয়ের সহিত ঈশ্বরের নিকটবর্ত্তী হইত না; সুতরাং সে সুখী হইতে

পারে নাই। এতদ্ভিন্ন, তাহার মনে এমন একটী চিন্তা ছিল, যাহা তাহাকে বিশেষরূপে বিরক্ত ও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল। ফলতঃ, যদিও তৎকালে জগতে অতি অল্প লোকই ছিল, তথাপি একটী লোক তাহার বিদ্বেষের পাত্র ছিলেন; আর তিনি অন্য কেহ নহেন, তাহার নিজের ভ্রাতা হেবল্‌ই সেই বিদ্বেষের পাত্র।

অপর, হেবল্ কয়িন্ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি মেষপালক—মেষগবাদির পালাধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের বিষয়-কার্য্যের বিভিন্নতা প্রযুক্ত মনোবিচ্ছেদ হয় নাই। এ বিচ্ছেদের কারণ এই যে, হেবল্ ঈশ্বরকে ভয় ও প্রেম করিতেন। তিনি বিশ্বাসী ছিলেন এবং পবিত্ররূপে জীবন যাপন করিতেন। ঈশ্বরের সেবাই তাঁহার পরমানন্দের বিষয় ছিল। এই বিষয়েই তাঁহাদের দুই জনের মধ্যে প্রধান বিভিন্নতা ছিল।

কয়িন্ দেখিল, তাহার ভ্রাতা সুখ ও শান্তিতে বাস, এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতেছেন; কিন্তু সুখ-শান্তি কাহাকে বলে, সে নিজে তাহার কিছুই জানিত না। সে সদাপ্রভুর উদ্দেশে যে নৈবেদ্য আনিয়াছিল, বোধ হয়, তাহা হেবলের নৈবেদ্যের ন্যায় উৎকৃষ্ট ছিল; কিন্তু তাহা বিশ্বাস পূর্ব্বক নিবেদিত না হওয়ায়, ঈশ্বর তাহা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হন নাই; যেন তিনি তাহার নৈবেদ্য হইতে আপনার মুখ ফিরাইয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি প্রসন্ন হইয়া তাহার ভ্রাতার উপহার গ্রাহ্য করিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্য বিশেষ আশীর্ব্বাদও করিয়াছিলেন।

আমাদের নিবেদিত উপহার সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তাহা আমাদের আন্তরিক অবস্থার উপরেই নির্ভর করে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ মনে কর, দুই জন লোক ভজনালয়ে গমন করিয়া একই কথায় পাপ-স্বীকার করিল, একই প্রার্থনা নিবেদন করিল, একই স্তবস্তুতি গান করিল, তথাপি হয় তো তাহাদের এক জনের নৈবেদ্য সুগ্রাহ্য, অপর জনের নৈবেদ্য অগ্রাহ্য হইল। এরূপ হওয়ার কারণ কি? কারণ এই যে, একের নৈবেদ্য শুদ্ধ, নম্র ও বিশ্বাসপূর্ণ অন্তঃকরণ হইতে বিনির্গত, অপরের নৈবেদ্য ভক্ত, সদাচারী, বিশ্বাসীর নৈবেদ্য নহে।

আদমের পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এইরূপ বিভিন্নতা দৃষ্ট হইতেছে। কয়িন্ দুষ্ট; তাহার অন্তঃকবণ কঠিন ও ভক্তিশূন্য ছিল, আর সেই জন্যই তাহার নৈবেদ্য অসার, অপদার্থ বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। সদাপ্রভু স্বয়ং কয়িন্‌কেই অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, সুতরাং তাহার উপহার গ্রাহ্য করিবেন কেন? কিন্তু হেবল্ সৎলোক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের অঙ্গীকার সমূহে প্রত্যয়, এবং তাঁহার বাক্যে নির্ভব করিয়া, বিশ্বাস সহকারে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। একারণ ঈশ্বর তাঁহাকে এবং তাঁহার উপহার সাদরে গ্রাহ্য করিয়াছিলেন। ইহা শলোমনের পশ্চাদ্বর্ত্তী কথাগুলির সত্যতার প্রতিপাদক কেমন একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত, যথা—"দুষ্টদের বলিদান সদাপ্রভুর ঘৃণিত; কিন্তু সরলদের প্রার্থনা তাঁহার গ্রাহ্য"।

ফলতঃ, ইহাই কয়িনের ঈর্ষ্যার মূলকারণ। হেবলের প্রতি যে অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাতেই কয়িনের হৃদয়ে জ্বালা ধরিয়াছিল; বাস্তবিক, তাঁহার সততাই উহার চক্ষুঃশূল

হইয়াছিল। তাহার আচরণ ও ভাব-ভঙ্গীতেই তাহার কুস্বভাব প্রকাশ পাইয়াছিল; কেননা আমরা পাঠ করি যে, "কয়িন্ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিষণ্ণবদন হইল।"

তাহার মনোমধ্যে যে বিদ্বেষ-ভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, পরীক্ষক তাহা নিবিষ্টচিত্তে নিরীক্ষণ করিতেছিল। সে জানিত যে, ঐ বিষণ্ণবদনই তাহার অন্তরস্থ প্রজ্বলিত অগ্নিরাশির পরিচায়ক। ফলতঃ, "তাহার মুখের আকর তাহার বিপক্ষে প্রমাণ দিয়াছিল"। অতঃপর শয়তান তাহার কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া তাহার মনে প্রতিফল দিবার ভয়ঙ্কর স্পৃহা উদ্রিক্ত করিয়া দিতেছে। দেখিতেছ, যে শয়তান ঈশ্বর ও মনুষ্যে শত্রুতা বাধাইয়া দিয়াছিল, সেই এখন মনুষ্যে-মনুষ্যে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায় শত্রুতা বাধাইয়া দিতেছে।

এক দিন, যখন তাঁহারা ক্ষেত্রে ছিলেন, আর হয় তো, আপন আপন কার্য্য হইতে একত্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, তখন "কয়িন্ আপন ভ্রাতা হেবলের সহিত কথোপকথন করিল।" বোধ হয়, সে তাঁহার সহিত রোষভরে কথা কহিয়াছিল, এবং এপর্য্যন্ত তাহার দুষ্টহৃদয়ে যে অগ্নি জ্বলিতেছিল, যে তিক্তভাব সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা কথায় ব্যক্ত করিয়াছিল। তাহার ক্রোধ-ব্যঞ্জক বাক্য, অচিরে ক্রোধব্যঞ্জক ভাবভঙ্গীও নিষ্ঠুর কার্য্যে পরিণত হ[illegible] তাহাতে সে তৎক্ষণাৎ আপনার অসংযত ক্রোধের প্রচণ্ডতায়, স্বীয় ভ্রাতাকে বধ করিতে হস্ত উত্তোলন করিল, এবং তাঁহাকে নির্দ্দয়রূপে আঘাত করিয়া ভূতলশায়ী করিল।

ইহার পর ভ্রাতৃহন্তা আরও অসুখী হইয়া পড়িল। আপ-

২

নার অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্তে, সে নিশ্চয়ই হেবলের মৃতদেহ মনুষ্যের নয়নপথ হইতে অপসারিত করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিয়াছিল। কিন্তু স্বর্গে এক জনের চক্ষু উন্মীলিত ছিল, তিনি তাহার এই কুক্রিয়া আদ্যন্ত সমস্তই দেখিয়াছিলেন। দ্যুলোকে থাকিয়া এক জন যেন বলিয়াছিলেন, "বৈর-নির্য্যাতন আমারই কর্ম্ম।" সদাপ্রভুর ক্রোধ কয়িনের উপরে অধিষ্ঠিত ছিল। আমরা পাঠ করি যে, তিনি "কয়িনেতে এক চিহ্ন রাখিলেন," এবং সে ভবঘূরের ন্যায় দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে প্রেরিত হইল। সে প্রথম নরঘাতক বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল। সে চিহ্ন কি, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু তাহা এমন কিছু, যাহাতে সে বুঝিয়াছিল যে, ঈশ্বরের ক্রোধ এবং অন্যান্য লোকের ঘৃণাবিদ্বেষ চিরকাল তাহার উপরে অবস্থিতি করিবে।

অতএব কয়িন্ যে বলিয়াছিল, "আমার অপরাধের ভার অসহ্য," তাহার এই কথায় আমরা আশ্চর্য্য জ্ঞান করি না। কারণ যে পাপের অনুতাপ ও ক্ষমা হয় নাই, তাহা অনুভূত হইলে, তাহার ভার কে বহন করিতে পারে? সে পাপ আমাদিগকে কখনও ছাড়িয়া যায় না। তাহা আমাদের বিশ্রাম নাশ করে, এবং জাগরণ-কালে সতত স্মৃতিপথে উদিত হইয়া মনস্তাপানলে হৃদয় দগ্ধ করে [illegible]হা গুরুভার বোঝা-স্বরূপ অন্তরে থাকিয়া যায়।

অপর, আমরা জ্ঞাত হই যে, "কয়িন্ সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে প্রস্থান" করিল। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ এই যে, সে ঈশ্বরের উপাসনা এবং সেবা করা পরিত্যাগ করিয়াছিল।

সে আপনার পিতামাতাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। সে ধর্ম্মের বাহ্যানুষ্ঠানাদি পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়াছিল, এবং আর কখনও ঈশ্বরের ধর্ম্মবিধি প্রভৃতি পালন করে নাই।

হিংসা ও বিদ্বেষ অতি ভয়ানক রিপু। শাস্ত্রে লিখিত আছে, "ক্রোধের দুরন্ততা ও কোপের বিনাশকতা থাকুক; হিংসা-বিদ্বেষের সম্মুখে কে দাঁড়াইতে পারে?" এস্থলে হিংসা-বিদ্বেষের কিরূপ বিষময় ফল ফলিয়াছিল, তাহা আমরা দেখিতে পাইতেছি। উঃ, কি ভয়ানক! আইস, যেন আমরা উহার বশবর্ত্তী না হই, সেজন্য প্রার্থনা করি ও সতত সাবধান থাকি, এবং যেই আমাদের অন্তরে উহার উদ্রেক হয়, সেই দমন করিতে চেষ্টা করি; কারণ যদি উহা অন্তরে স্থান দিই, তাহা হইলে অগ্নির ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে, এবং আমাদিগকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিবে। কোন ভ্রাতার বা প্রতিবাসীর সৌভাগ্যে কাতর না হইয়া, বরং আইস, আমরা তাহাতে আনন্দ প্রকাশ করি, এবং আমাদের নিজের মঙ্গলার্থে যেমন ইচ্ছুক, তেমনি তাহার মঙ্গলার্থেও ইচ্ছুক হই। ফলতঃ, পশ্চাদ্বর্ত্তী আবেদনটী সতত তোমার আন্তরিক প্রার্থনার বিষয়ীভূত হউক, "ঈর্ষা ও দ্বেষ ও হিংসা এবং সকল প্রকার অপ্রীতি হইতে, হে দয়ালু প্রভো, আমাদিগ[illegible] কর।"

আবার, আমরা এস্থলে দেখিতে পাইতেছি যে, অতি শীঘ্রই ঈশ্বরের দাসেরা জগতে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথমে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, তিনি ধর্ম্মার্থেই প্রাণত্যাগ করেন। জগতে এমন কত কয়িনই

আছে, যাহারা অপরের সত্তার প্রতি বিদ্বেষ-নেত্রে দৃষ্টি-পাত করে, কারণ তাহারা জানে যে, তাহারা নিজে উহার অবহেলা করিতেছে! কত লোকেই ঈশ্বরের সেবকগণের নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, কারণ তাহারা জানে ও অনুভব করে যে, তাঁহাদের সহিত তাহাদের কোনও অংশ বা সহভাগিতা নাই!

তুমি কি কখন ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা কহিয়া থাক? তোমার কোন প্রতিবাসী বা সহচর প্রাণপণে ঈশ্বরের সেবা করিতে চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া, তুমি কি কখন তাঁহাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিয়া থাক? তবে এই কথাটী মনে করিয়া রাখিও যে, তুমি করিনের দলের লোক। ঈশ্বর তোমাতে আপনার চিহ্ন রাখিয়াছেন; আর যদি তুমি অনুতাপ না কর, তবে করিনেরই সহিত তোমার অংশ হইবে।

করিন্ এখন কোথায়? তাহার ক্লান্তিপূর্ণ জীবনের শেষ হইয়াছে। কিন্তু সে বিশ্রাম-সুখের অধিকারী হয় নাই? না; সে নরকরূপ বন্দি-গৃহে অশেষ দুঃখক্লেশের জীবনে পদার্পণ করিয়াছে। "অবিশ্বাসীদের মধ্যে তাহার অংশ" নিরূপিত হইয়াছে।

হেবল্ এখন কোথায়? তিনি তাঁহার যে স্বর্গস্থ পিতাকে পৃথিবীতে প্রেম করিয়াছিলেন, তাঁহারই [illegible] আছেন। তিনি এত আশা করিয়া যে ত্রাণকর্ত্তার আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন, এখন তাঁহারই নিকটে আছেন। তাঁহার পার্থিব উজ্জ্বল ও সুখময় জীবন, ত্রিকানের জীবনের ন্যায় নরহন্তার হস্তে নিধন-প্রাপ্ত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার

মৃত্যুতে লাভ ব্যতীত ক্ষতি হয় নাই; কারণ উহাই তাঁহাকে স্বীয় প্রভুর নিকটে উপস্থিত করিয়াছিল।

ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক; এবং হেবলের শেষগতির ন্যায় আমার শেষগতি হউক।

হনোক্

বা

ঈশ্বরের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে গমনাগমন।

যখন হনোক্ জন্মগ্রহণ করেন, তখন জগতের বয়ঃক্রম প্রায় সাত শত বৎসর হইয়াছিল। আদম তখনও জীবিত ছিলেন। তিনি আপনার চতুর্দ্দিকে স্বীয় বংশাবলীকে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত সংখ্যায় বৃদ্ধি হইতে দেখিয়াছিলেন। যে ভীষণ পাপকলঙ্ক আমাদের আদিপিতামাতায় প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল, এবং যাহা সেই অবধি আমাদিগকে কখন ছাড়িয়া যায় নাই, সেই একই পাপকলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়া তাহারা পর পর জগতে আসিয়াছিল।

এ জগৎ তখন দুষ্টতার আবাস হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু এখানে ওখানে এমন এক এক জন লোক দৃষ্ট হইত, যাঁহারা ঈশ্বরের প্রসাদে পাপ পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্ররূপে জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি জলপ্লাবনের পূর্ব্বে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন, আদিপুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে, আমরা তাঁহাদের

এক প্রকার তালিকা দেখিতে পাই। কিন্তু তাঁহারা যে এত বৎসর জীবন-যাপন করিয়া, তৎপরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এই কথার উল্লেখ ব্যতীত, প্রত্যেকের সম্বন্ধে আর কিছুই বলা হয় নাই; কিন্তু একটি লোকের সম্বন্ধে এতদ্ব্যতীত আরও কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ফলতঃ, হনোকের নামের উল্লেখ করিবার সময়, আমাদের শিক্ষার্থে পবিত্র আত্মা যেন স্তগিত হইয়া বিবেচনা করিযা দেখিতে লাগিলেন—যেন তাঁহার ইতিহাসের বিষয় কিছু কিছু বর্ণনা না করিয়া, তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ পূর্ব্বক নিবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক হইলেন। সত্য বটে, তাঁহার সম্বন্ধে অতি অল্প কথাই লিখিত হইয়াছে; কিন্তু সেই কয়েকটি কথা অতীব দুর্ল্লভ? উহারা যেন স্বর্ণরেণুর একটী ক্ষুদ্র রাশির ন্যায় ঐখানে রহিয়াছে, এবং অনুর্ব্বর বালুকার মধ্যে চক্‌চক্ করিতেছে। আমরা উহাদিগকে বহুমূল্য জ্ঞান করিয়া কুড়াইয়া লই, একটী রেণুও যে নষ্ট হয়, এমন ইচ্ছা করি না। ঈশ্বর হনোক্‌কে নির্ব্বাচন করিয়া লইয়া, তাঁহার প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছেন।

হনোক্ যেরদের পুত্র এবং মথূশেলহের পিতা ছিলেন। তাঁহার পদ বা জীবিকাবৃত্তি, সুখদুঃখ বা সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে এমন দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহা আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিতে তৎপর করে। সেই দুইটী বিষয় এই—তাঁহার পবিত্র জীবন এবং তাঁহার গৌরবান্বিত পরিণাম।

তুমি ঈশ্বরের এই বিখ্যাত দাসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আদি-পুস্তকের ৫ম এবং ইব্রীয়দের পত্রের ১১শ অধ্যায়ে দেখিতে পাইবে।

আমি প্রথমে তাঁহার পবিত্র জীবনে তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি। তিনি যে "ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিতেন," এই কথা দুই বার বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে দুষ্টদের সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে যে, তাহারা "ঈশ্বর-হীন হইয়া জগতের মধ্যে" থাকে, এবং "ঈশ্বরের বিপরীত আচরণ করে।" কিন্তু ভক্ত ও সদাচারী হনোকের বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিনি "ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন" করিতেন।

এক্ষণে, আমরা ইহা হইতে অনেকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিতে পারি—

প্রথমতঃ, তিনি ঈশ্বরের সহিত সন্ধিতে ছিলেন। তিনিও অন্যান্যের ন্যায় "ক্রোধের সন্তান" হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরে "অনুগ্রহের সন্তান" হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি অঙ্গীকৃত ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে অতি অল্পই জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন; তিনি "দর্পণ সহকারে গূঢ় বাক্যের চিহ্ন" দেখিয়াছিলেন; তথাপি খ্রীষ্টের বিষয়ে কিছু না কিছু জানিতেন; কারণ সাধু যিহূদা বলেন যে, তিনি খ্রীষ্টের আগমন সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী পর্য্যন্তও কহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "পরন্তু আদম্ অবধি সপ্তম পুরুষ যে হনোক্, তিনি এই লোক-দেরও উদ্দেশে এই ভাবোক্তি প্রচার করিয়াছেন, যথা, "দেখ, প্রভু আপন অযুত অযুত পবিত্র লোকেতে বেষ্টিত হইয়া সকলের বিচার সকল করিতে উপস্থিত।"

আমরা একটী বিষয়ে কৃতনিশ্চয় হইতে পারি যে, এই প্রাচীনকালে যাঁহারা ঈশ্বরের অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রতিশ্রুত ত্রাণকর্ত্তার সম্বন্ধে যতই অল্প জ্ঞানলাভ করুন না কেন, তাঁহারই অনুরোধে এবং তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের গুণেই গ্রাহ্য হইয়াছিলেন। তাঁহা ব্যতীত কখন এক জনও পরিত্রাণ-প্রাপ্ত হয় নাই; যে কেহ বিশ্বাস পূর্ব্বক তাঁহার মহাযজ্ঞে নির্ভর করিয়াছে, সে কখন বিনষ্ট হয় নাই।

হনোক্ অবশ্যই তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার সহিত সন্ধিতে ছিলেন, কারণ "এক পরামর্শ না হইয়া দুই ব্যক্তি কেমন করিয়া একত্র গমন করিতে পারে?"

পাঠক, তুমি এই পুনর্মিলন, এই সন্ধির কি জান? তুমি কি সেই প্রিয়তমে ক্ষমাপ্রাপ্ত ও পরিগৃহীত হইয়াছ? ঈশ্বর যে তোমার পিতা ও বন্ধু, ইহা প্রত্যয় করিয়া বিনম্র বিশ্বাস ও প্রত্যাশায় ঊর্দ্ধদিকে কি দৃষ্টিপাত করিতে পার? তুমি কি বলিতে পার যে, তাঁহার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা এবং তাঁহার পথই আমার পথ? তুমি কি সম্পূর্ণ সন্ধিতে আছ? তোমার মন কি তাঁহাতেই স্থির আছে? যদি এইরূপই হয়, তবে তোমাতে হনোকের ধর্ম্মনিষ্ঠ চরিত্রের কিছু না কিছু আছেই।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা ঐ উক্তি, অর্থাৎ তিনি "ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন" করিতেন, হইতে সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, তাঁহাতে ও তাঁহার প্রভুতে ঘনিষ্ঠ সম্মিলন ছিল। যখন দুই ব্যক্তিকে সতত একত্র দেখিতে পাই, তখন আমরা সিদ্ধান্ত

করি যে, তাঁহাদের পরস্পর বন্ধুত্ব আছে—সামান্য আলাপ-পরিচয় ভিন্ন আরও কিছু, এমন কি, হৃদয়ের প্রকৃত মিলন আছে।

হনোক্‌ ও তাঁহার ঈশ্বরে এইরূপ মিলন ছিল। ফলতঃ, তাঁহার সকল উৎকণ্ঠা, আশঙ্কা ও দুঃখক্লেশ, তাঁহার সমস্ত আশাভরসা ও আনন্দের কথা স্বীয় স্বর্গস্থ বন্ধুকে জ্ঞাপন করাই তাঁহার অভ্যাস ছিল। প্রভুর সহিত পবিত্র সুখময় সংলাপে তিনি যে সময় অতিবাহিত করিতেন, তাহা অবশ্যই সুমধুর ছিল।

আর যদি আমরা তাঁহার আরও নিকটে বাস করিতাম, এবং সর্ব্বদা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতাম, তাহা হইলে ভালই হইত! আমরা ঈশ্বরের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকি। আমরা "বিশ্বাসের সম্পূর্ণ নিশ্চয়তার সহিত তাঁহার নিকটবর্ত্তী হই" না। যে আত্মার আবেশে আমরা আব্বা, পিতঃ বলিয়া ডাকি, সেই দত্তকপুত্রত্ব-পরিচায়ক আত্মার প্রসাদ আমাদের আরও লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ, ঐ উক্তিতে আমরা আর একটী বিষয় শিক্ষা করি, অর্থাৎ তিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক ছিলেন। দুষ্ক্রিয়া করিতে তিনি জনতার সহিত যোগ দেন নাই। তিনি পাপীদের পথে গমনাগমন করিতেন না। তাঁহার চতু[illegible] যাহারা বাস করিত, তিনি তাহাদের ন্যায় জীবন-যাপন করেন নাই। হাঁ, তিনি সাহস পূর্ব্বক প্রভুর পক্ষেই দণ্ডায়মান ছিলেন।

উঃ, এরূপ স্থলে, না জানি তাঁহাকে কতবারই কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল! তাঁহার সময়ে ঈশ্বরের সেবা করা সহজ

ব্যাপার ছিল না। প্রতিকূলতার স্রোত তাঁহার বিপক্ষে প্রবল বেগে ধাবমান হইয়াছিল। তাঁহার পথে পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা-বিঘ্ন দণ্ডায়মান ছিল। তিনি সত্যের দ্বার অবশ্যই নিতান্ত সঙ্কীর্ণ, জীবনের পথ অতীব অপরিসর দেখিতে পাইয়াছিলেন। ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করাতে হনোক্ অবশ্যই দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অনেক বন্ধু-বান্ধবের সংসর্গ পরিত্যাগ করা প্রয়োজন। তিনি স্বর্গের জন্যে জীবন-ধারণ করিতেন, তাহারা ইহসংসারের জন্যে জীবন-ধারণ করিত। তাহাদের ধন এইখানে, তাঁহার ধন ঊর্দ্ধলোকে ছিল।

তুমি কি কখন এমন কোন ব্যক্তিকে দেখ নাই, যিনি জনতার মধ্যদিয়া গতিবিধি করিতেছেন, অথচ তাহাদিগকে যেন দেখেন নাই? তাঁহার মন চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছে; আর তিনি এরূপ কোন স্থানাভিমুখে যাইতেছেন, যাহার সম্বন্ধে তিনি বিশেষরূপে ব্যগ্র আছেন; কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁহার চক্ষুর উপরে যাহা যাহা ঘটিতেছে, তাহার কোন তত্ত্বই লইতেছেন না। হনোকের ঠিক এইরূপ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার চক্ষুঃপার্শ্বস্থ বিষয় সকলের প্রায় কোন তত্ত্বই লইতেন না। তিনি একাগ্রমনে আপনার স্বর্গস্থ গৃহাভিমুখে ধাবমান হইয়াছিলেন।

চতুর্থতঃ, যখন বলা হইয়াছে যে, তিনি "ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন" করিতেন, তখন ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি আপনার গন্তব্য পথে প্রাণপণে অগ্রসর হইয়াছিলেন; কারণ কোন ব্যক্তিই একই সময়ে স্থির হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে, অথচ গমনাগমন করিতে পারে না। বৎসর বৎসর হনোক্ উত্তরোত্তর আরও পবিত্র, জগতে আরও অনাসক্ত,

স্বর্গের আরও উপযুক্ত, প্রভুতে আরও দৃঢ়ানুরাগী এবং তাঁহার দাস্যকর্ম্মে আরও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন।

আমার প্রিয় ভ্রাতঃ বা ভগিনি, তুমি যেন এক জন উন্নতিশীল খ্রীষ্টীয়ান হও, ইহাই আমার একমাত্র বাসনা। তোমার গতি মন্দা হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহা প্রকৃত হয়, তবে সমস্তই মঙ্গল। ঘড়ীর ঘণ্টার কাঁটা অতি ধীরে ধীরে সরিতে থাকে, তুমি তাহা প্রায় দেখিতে পাও না; কিন্তু এক ঘণ্টা পূর্ব্বে তাহা যেখানে ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিয়া আমরা জ্ঞাত হই যে, তাহা সরিয়া গিয়াছে। সেইরূপ, আমি ভরসা করি, যখন তুমি আপনার অতীত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া, এক বৎসর পূর্ব্বে তুমি কি ছিলে, তাহা দেখ, তখন তুমি অনুভব কর যে, নিশ্চল না থাকিয়া, তুমি স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতেছ।

পঞ্চমতঃ, হনোক্ সবলভাবে, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করিতেন। তিনি একাকী স্বর্গে যাইতে চেষ্টা করেন নাই; তিনি ঈশ্বরেরই সহিত গমনাগমন করিয়াছিলেন। যে স্বর্গীয় পথপ্রদর্শক তাঁহাকে ধারণ করিয়া রাখিবার, পরিচালন ও সাহায্য করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ধাপে ধাপে পাদবিক্ষেপ করিবার সময়, তিনি তাঁহার উপরে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। জীবনের যাবতীয় ঝটিকা-দুর্য্যোগে তিনি তাঁহার পরাক্রান্ত বাহুর অন্তরালে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

অন্যূন তিন শত বৎসর হনোক্ এইরূপ সুখময় ও সঙ্গত জীবন-যাপন করিয়াছিলেন, আর এক্ষণে তাঁহার অসাধারণ গৌরবান্বিত পরিণামের বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ।

এইরূপ বলা হইয়াছে যে, "সে অনুদ্দিষ্ট হইল, কেননা ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিলেন;" আবার এই কথা বলা হইয়াছে যে, "হনোক্ মৃত্যু না দেখিবার আশয়ে লোকান্তরে নীত (অর্থাৎ অপসারিত) হইলেন।"

আদম ও তাঁহার পরবর্ত্তী লোকেরা কিছু-কাল জীবন-ধারণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের দেহ ধূলিসাৎ হইয়াছিল, এবং তাঁহাদের আত্মা ঈশ্বরের নিকটে গিয়াছিল। কিন্তু হনোকের তাহা হয় নাই। মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া, তিনি জগৎ হইতে তাঁহার স্বর্গীয় গৃহে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। ইহা একটী বিশেষ সম্মান, এবং ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া ইহা তাঁহার প্রিয় দাসকে দিয়াছিলেন। অপর, যখন খ্রীষ্ট শেষ-দিনে পুনরায় আসিবেন, তখন ঈশ্বরের লোকদের মধ্যে যাঁহারা পৃথিবীতে জীবিত থাকিবেন, তাঁহাদিগকেও ঐরূপ সম্মানে সম্মানিত করিবেন। ফলতঃ, মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ না করিয়া তাঁহারা সশরীরে স্বর্গে নীত হইবেন, এবং তথায় চিরকাল প্রভুর নিকটে থাকিবেন।

কিন্তু হয় তো আমরা এ সুখকর অধিকার উপভোগ করিতে পাইব না। আমাদিগকে মরিতেই হইবে। তথাপি মৃত্যু প্রকৃত বিশ্বাসীর পক্ষে সুখকর। এমন একটী অবস্থা আছে, যাহাকে "যীশুতে নিদ্রাগত হওয়া" বলে। এমন একটী বিষয় আছে, যাহাকে শান্তিপূর্ণ পরিণাম বলে। আমাদের জীবন সুখ ও শান্তিতে সমাপ্ত হইতে পারে। অপর, যদি তুমি এইরূপ পরিণাম-লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তবে সৎ-ভাবে জীবন-যাপন করিতে শিক্ষা কর। হনোক্ যেমন ঈশ্বরের

সহিত ঘনিষ্ঠভাবে গমনাগমন করিতেন, তেমনি তুমিও কর; তাহা হইলে মৃত্যুকালে তিনি তোমাকে পরিত্যাগ করিবেন না।

হাঁ, আমাদিগকে নিশ্চয়ই মরিতে হইবে। কিন্তু খ্রীষ্ট মৃত্যুকে দন্তহীন করিয়াছেন; উহার আর দংশন করিবার শক্তি নাই। উহা অপ্রশস্ত নদীমাত্র, ইহা পার হইয়া আমরা অঙ্গীকৃত কনানে গমন করি; উহা উপত্যকা স্বরূপ, ঈশ্বরীয় পর্ব্বতে উপস্থিত হওয়ার পূর্ব্বে আমরা ঐ উপত্যকা পার হই; উহা ক্ষণকালস্থায়ী নিদ্রামাত্র, তাহা হইতে আমরা জাগরিত হইয়া স্বর্গধামে উপনীত হই।

যদি আমরা হনোকের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে থাকি, এবং ইহলোক হইতে প্রস্থান করিলে পর, যদি আমাদের কবরের উপরে এই কথা লিখিত হয় যে, "সে ঈশ্বরের সহিত গমনাগমন করিত; এবং সে অনুদ্দিষ্ট হইল, কেননা ঈশ্বর তাহাকে গ্রহণ করিলেন," তাহা হইলে আমাদের পক্ষে সুখের বিষয় বটে!

মথূশেলহ

বা

জীবনরূপ তীর্থযাত্রা।

আমাদের জীবন কি? তাহা বাষ্প, শীঘ্রই অন্তর্হিত হইয়া যায়; তাহা নিশির শিশির, সূর্য্যোদয়ে অদৃশ্য হয়; তাহা প্রভাতের স্বপ্ন, নিদ্রাভঙ্গে আর থাকে না; তাহা বালুকা-রাশিতে ঢালিত জল, অচিরে শুকাইয়া যায়।

কিন্তু যাঁহারা জলপ্লাবনের পূর্ব্বে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলের অপেক্ষা অধিককাল দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রহণ কর, আদম নয় শত ত্রিশ বৎসর; শেথ নয় শত বারো বৎসর; যেরদ নয় শত বাষট্টি বৎসর জীবিত ছিলেন। যাঁহাদের নামের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে হনোকের জীবন সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকাল-স্থায়ী; তথাপি তিনি তিন শত বৎসরের অধিক জীবিত ছিলেন।

এখনকার অপেক্ষা তখনকার মনুষ্য যে অধিককাল বাঁচিত ইহার কারণ কি? বোধ হয়, ইহার একটী কারণ এই যে, যেন জগতে শীঘ্র শীঘ্র লোকসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই জন্যই

ঈশ্বর তৎকালের লোকদিগকে দীর্ঘজীবী করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ আর একটী কারণ এই, যেন ঈশ্বরের তত্ত্ব অল্প ঝঞ্ঝাটে পুরুষ-পরম্পরায় হস্তগত হয়, কেননা সেই সময়ে অন্য কোন রূপে উহা উত্তর-পুরুষগণকে সমর্পণ করিবার উপায় ছিল না। তখন ধর্ম্মপুস্তক ছিল না বলিয়া মনুষ্য দীর্ঘজীবী না হইলে ঈশ্বরের তত্ত্বজ্ঞান রক্ষা হইতে পারিত না।

কিন্তু ঐ সকল দীর্ঘজীবী পিতৃকুলপতির মধ্যে আমি এমন এক জনের উল্লেখ করিতে যাইতেছি, যিনি জগতের অধিবাসীগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিককাল জীবন-যাপন করিয়াছিলেন। ইহাঁর নাম মথূশেলহ। ইনি হনোকের পুত্র। হনোকের অপেক্ষা ইনি প্রায় তিন গুণ অধিক জীবন-যাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার যে হনোকের ন্যায় বিশ্বাস, এবং হনোকের ন্যায় পবিত্রতা ছিল, কিম্বা তিনি যে এক্ষণে হনোকের ঈশ্বরের নিকটে আছেন, তৎসম্বন্ধে একটী কথাও বলা হয় নাই।

সে যাহা হউক, মথূশেলহের জীবন পর্য্যালোচনা করিলে আমাদের মনে অনেক চিন্তার উদয় হইবে।

দীর্ঘজীবন সকলের পক্ষে কল্যাণকর নহে। যদি তাহা ঈশ্বরের দাস্যকর্ম্মে ব্যয়িত হয়, তবে যত দীর্ঘ হয়, ততই ভাল —ততই ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত ও তাঁহার সেবা করিবার সুযোগ পাওয়া যায়; কিন্তু যদি তাহা অকর্ম্মণ্য ও অপব্যয়িত জীবন হয়, তবে আমাদের যাবতীয় প্রোথিত তোড়া ও সমস্ত অপব্যবহৃত সময়ের জন্য তাঁহার নিকটে কি ভীষণই হিসাব দিতে হইবে! অধিকন্তু, যদি তাহা কেবল অধর্ম্ম-পাপেরই জীবন

হয়, তবে আরও ভয়ানক; কারণ এরূপ স্থলে, দীর্ঘজীবনের প্রতিদিনের পাপদ্বারা আমাদের অমার্জ্জিত প্রকাণ্ড অপরাধ-রাশি উত্তরোত্তর কেবল আরও বৃহৎ হইতে থাকিবে।

আমরা কি অনেক সময় দেখিতে পাই না যে, ঈশ্বরের প্রিয়তম দাসেরা, খ্রীষ্টের অতি আগ্রহবান ও ভক্ত অনুচরগণ, এই দুঃখ ও পাপের সংসার হইতে অতি সত্বরই অপসারিত হইয়াছেন? এস্থলে, প্রভু যেন তাঁহাদিগকে তাঁহাদের পার্থিব কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া উর্দ্ধলোকস্থ পরমদেশে সকাল সকাল লইয়া যাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; যেন তিনি যীশুর এই প্রার্থনাটী যাচিত হওয়ার পূর্ব্বেই পূর্ণ করিয়াছিলেন—যথা, "পিতঃ, আমি যে স্থানে থাকি, তোমার দত্ত আমার লোকেরাও যেন সেই স্থানে আমার সঙ্গে থাকে, *এই আমার বাসনা।" যে সকল ফল সর্ব্বাগ্রে পরিপক্ক হয়,* সচরাচর তাহাই বৃক্ষ হইতে প্রথমে পাড়িয়া লওয়া হইয়া থাকে। যে সকল পুষ্প সর্ব্বাপেক্ষা সুগন্ধি ও মনোহর হইতে থাকে, অনেক সময় তাহাই অতি শীঘ্রই ম্লান হইয়া যায়। যে সকল নক্ষত্র সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল রশ্মি বিকীর্ণ করে, অনেক সময় তাহাই প্রথমে অস্তগত হয়।

আমরা স্বভাবতঃ জীবিত থাকিতে অভিলাষী হই; জীবনকে দুর্লভ জ্ঞান করি। আর এ বাসনা ঈশ্বরই আমাদের অন্তরে রোপণ করিয়াছেন; কারণ তাহা না করিলে কত অল্প লোকেই এই দুঃখের সংসারে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করিত। তাহা না করিলে আমাদের হৃদয়ের গভীরতম অভিলাষ এইরূপ ভাষায় ব্যক্ত হইত——"আঃ! যদি আমার

কপোতের ন্যায় পক্ষ হইত! তবে উড্ডীন হইয়া বিশ্রাম পাইতাম, প্রচণ্ড বায়ু ও বাত্যা হইতে ত্বরায় পলায়নপর হইতাম।"

কিন্তু এখন উহার ঠিক বিপরীত। অধিকাংশ লোকেই মৃত্যুর কামনা না করিয়া জীবিত থাকিতেই অভিলাষী হয়। মনে কর, কোন ব্যক্তি এমন একটী উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, যদ্দ্বারা দশ বা বিশ বৎসর আয়ুবৃদ্ধি হইতে পারে; তাহা হইলে সহস্র সহস্র লোক কি সেই দুর্ল্লভ উপায় জ্ঞাত হইবার নিমিত্তে তাহার নিকটে যাইত না? নিশ্চয়ই যাইত; আর আমাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী (ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়)—যাহারা জীবনকে ভার ও ক্লান্তিস্বরূপ বোধ করে—তাহারাও ইচ্ছা পূর্ব্বক মরিতে চাহে না, প্রত্যুত জীবনকে অমূল্য জ্ঞান করিয়া আরও কিছুকাল বাঁচিয়া থাকিতে চাহে।

তথাচ এই শ্রান্ত-ক্লান্ত জীবনের যে কখন শেষ হইবে না, এ কথা আমাদিগকে বলিলে, আমাদের অধিকাংশ লোকের নিকট তাহা অশুভ সংবাদ হইত। ইয়োবের ন্যায় আমরা কি বলিতাম না? "জীবনে আমার ঘৃণা হইয়াছে, আমি নিত্য জীবিত থাকিতে চাহি না।"

অথবা আমাদের উনসত্তর বৎসর বয়স হইলে, যদি আমাদিগকে বলা হইত যে, মথূশেলহের ন্যায় তোমাদের আরও নয় শত বৎসর ইহলোকে অবস্থিতি করিতে হইবে, তবে কি আমরা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই সংবাদ গ্রহণ করিতাম না? জগতে এরূপ দীর্ঘকাল অবস্থিতি করার

সম্ভাবনা থাকিলে, তাহা কি বাঞ্ছনীয় হইত? বিশেষতঃ মৃত্যুর পর পরলোকে আমাদের কোন উজ্জ্বল আশা-ভরসা থাকিলে, এই দুঃখ-ক্লেশের সংসারে ওরূপ দীর্ঘজীবন কি অসুখের কারণ হইত না?

অতএব আমি বিবেচনা করি, আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে, শুদ্ধ দীর্ঘায়ু কল্যাণকর নহে। আমরা দীর্ঘকাল জীবন-ধারণ করিয়াও অসুখে কাল-যাপন করিতে পারি। আমরা দীর্ঘজীবী হইয়াও "ক্রোধ প্রকাশের দিনে আপনাদের জন্যে ক্রোধ সঞ্চয়" করিতে থাকিতে পারি। সাধু পৌল যে অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাই উপযুক্ত অভিলাষ, অর্থাৎ যতদিন ঈশ্বর তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে দেন, ততদিন তিনি ইহলোকে অবস্থিতি করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক হইলেও বরং তিনি "প্রয়াণ করিয়া খ্রীষ্টের সঙ্গে" থাকিতে বাসনা করিয়াছিলেন।

মথূশেলহের দীর্ঘায়ুর বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া মনোমধ্যে আর একটী ভাবোদয় হইতেছে; তাহা এই যে, অনন্তকালের সহিত তুলনা করিলে অতি দীর্ঘ পরমায়ুও ক্ষণমাত্র বলিয়া বোধ হয়। তাহা বিশাল সমুদ্রে পতিত অতি ক্ষুদ্র বারিবিন্দু সদৃশ, অথবা অসীম সাগর-কূলস্থ বালুকাকণামাত্র। অতি প্রাচীন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি তোমাকে বলিবেন যে, আমার বাল্যকাল গত কল্যের ন্যায় বোধ হইতেছে। এত শীঘ্রই আমাদের জীবন চলিয়া যায়। আবার যখন আমরা সম্মুখে দৃষ্টিপাত করি, তখন বুঝিতে পারি যে, অতি শীঘ্রই আমাদিগকে কবরে শায়িত হইতে

হইবে। আর কতিপয় দিন গত হইলে, আমরা আমাদের বিঘৎ পরিমাণ আয়ুর প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইব, তখন জীবনসূত্র শিথিল হইয়া যাইবে—তাহার গ্রন্থি খুলিয়া যাইবে—আর তাহা একত্র সংলগ্ন থাকিবে না।

তবে আমাদের জীবন-ধারণ করিবার উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য এই, যেন "অদ্য নামে বিখ্যাত দিন থাকিতে থাকিতে কার্য্য" করি; কারণ "যাহাতে কেহ কর্ম্ম করিতে পারে না, এমন রাত্রি আসিতেছে।" আমাদের এক ঘণ্টা সময়ও নষ্ট করিবার যো নাই। আমাদের সকলেরই অনেক কার্য্য করিবার আছে, কিন্তু যে সময়ের মধ্যে উহা সম্পন্ন করিতে হইবে, তাহা অতি অল্প—কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র।

বোধ হয়, কোন যুব পাঠক-পাঠিকা গ্রন্থখানি পাঠ করিতেছে। তবে তোমাকে একটী কথা বলিয়া রাখি। কথাটী এই যে, তোমার সম্মুখে জীবন রহিয়াছে; তুমি কি সুখী হইতে ইচ্ছা কর? তবে তাহা ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ কর। তাঁহাকে বল, "প্রভো, তোমার উদ্দেশেই আমার জীবন উৎসর্গ করিলাম, আমার জীবনের অত্যুৎকৃষ্ট কালটাও তোমাকে দিলাম। যীশু আমার নিমিত্তে আপনার জীবন দান করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাকেই আমার শক্তি-সামর্থ্য, আমার হৃদয় ও মন, আমার স্নেহমমতা ও প্রেম, সকলই দিলাম—আমি তাঁহাকে যাহা কিছু দিতে পারি, তিনি তৎসমস্তেরই অধিকারী হইবেন।" সর্ব্ব বিষয়ে তোমার পিতার ইচ্ছা-পালন করিতে অভিলাষী হইয়া, ঈশ্বরের সন্তানের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে চেষ্টা কর। সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার সেবা কর। আর তাহা

হইলে, এখানে তোমার জীবন দীর্ঘকালস্থায়ীই হউক বা অল্পকালস্থায়ীই হউক, তাহাতে কিছু আইসে যায় না—তুমি চিরকাল তাঁহারই থাকিবে।

অথবা হয় তো, পাঠক এক জন বর্ষীয়ান লোক। তাহা হইলে, তোমার দিন প্রায় অস্তগত হইয়াছে। আর তোমার অতীত জীবন পুনঃপর্য্যালোচনা করিয়া তুমি দেখিতে পাও যে, তাহাতে এমন অনেক কার্য্য করিয়াছ, যাহা তোমার সাধ্য হইলে, তুমি আহ্লাদ পূর্ব্বক লোপ করিতে। তাহাতে কি এমন অনেক সময় দেখিতে পাইতেছ না, যাহা তুমি আরও সদ্ভাবে পুনরায় ব্যয় করিতে ইচ্ছা কর; এমন অনেক কথা কহ নাই, যাহা তুমি প্রত্যাহার করিতে বাসনা কর; এমন অনেক কার্য্য কর নাই, যাহা তুমি প্রাণপণে লুপ্ত করিতে বাঞ্ছা কর; এমন অনেক কুচিন্তার প্রশ্রয় দেও নাই, যদ্দ্বারা তোমার আত্মা এরূপ কলুষিত হইয়া গিয়াছে যে, তাহা দীর্ঘকালেও দূরীভূত হইবার নহে?

উঃ! কিরূপে এই প্রকাণ্ড পাপরাশি দূরীকৃত হইতে পারে? ইহা কি তোমার অন্তরাত্মায় কালির চিহ্নের ন্যায় থাকিয়া যাইবে; না অপরিশোধিত ঋণভারের ন্যায় চিরকাল তোমার মস্তকের উপর ঝুলিতে থাকিবে? না, প্রিয় ভ্রাতঃ, তাহা নয়; এমন একটী উপায়—একমাত্র উপায় আছে, যদ্দ্বারা সকল পাপ, সকল দোষত্রুটি চিরকালের নিমিত্তে মোচিত হইতে পারে। খ্রীষ্ট তোমার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন। তিনি তোমার জন্য প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। চূর্ণ ও অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁহার নিকটে যাও—কল্য নহে, এখনই যাও—কিছু দিন পরে নহে, অদ্যই

যাও। সায়ংকালীন অন্ধকারের কালিমা তোমার চতুর্দ্দিকে গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে। তোমার এক মুহূর্ত্তও সময় নষ্ট করিবার যো নাই। তাঁহার নিকটে গিয়া বল, প্রভো, আমাকে গ্রহণ কর, তোমার রক্তে আমাকে ধৌত কর, তোমার ধার্ম্মিকতাদ্বারা আমাকে পরিচ্ছন্ন কর, এবং চিরকালের নিমিত্তে আমাকে তোমার নিজস্ব কর।

আমার এখনও আর একটী কথা বলিতে অবশিষ্ট আছে। আমি দীর্ঘায়ু ও অল্পায়ুর কথা বলিয়াছি। আমাদের ভাগ্যে কোনটী হইবে, তাহা জানি না। কিন্তু আমরা এই একটী বিষয় জানি—এতৎসম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত—যে, আমাদের পারলৌকিক জীবন বাস্তবিকই দীর্ঘ-জীবন হইবে; তাহার অন্ত নাই; তাহা নিত্যস্থায়ী জীবন।

মথূশেলহ প্রায় সহস্র বৎসর জীবিত ছিলেন; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরকালে কোন অন্তিমাবস্থা নাই, স্বর্গে আর মৃত্যু হইবে না। নরকে কোন বিশ্রাম নাই, এক ঘণ্টার নিমিত্তেও নিদ্রা নাই, ক্লান্তিক্লিষ্ট দেহের বিরামার্থে কোন সমাধিস্থান নাই।

আঃ! দীর্ঘ—সুদীর্ঘ অনন্তকালের বিষয় ভাবিয়া দেখ; প্রস্তুত না হইয়া সেখানে যাইও না।

নোহ

বা

প্রচারকের জীবন।

আদম ও হবা যে দিন সর্ব্বপ্রথমে ভূমণ্ডলে পদার্পণ করিয়াছিলেন, সেই দিন অবধি নোহের সময় পর্য্যন্ত পনর শত বৎসরের অধিককাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল। মনুষ্য যে ভ্রষ্ট ও পতিত জীব হইয়া পড়িয়াছিল, ঐ সময়ের মধ্যে অনেক বিষয়ের দ্বারা তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল। তথাপি ঈশ্বর বহুকাল তাহার অধর্ম্ম ও পাপে সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি তাহার উপর রোষকষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিতেন বটে; কিন্তু তাঁহার সে ক্রোধ দয়াবিবর্জ্জিত ছিল না। পার্থিব পিতা যেমন আপনার স্বেচ্ছাচারী সন্তানের উপর দয়া করিয়া থাকেন, তেমনি ঈশ্বরও তৎকালে পাপীকে দয়া করিয়াছিলেন। পবিত্র আত্মা তাহাকে চেতনা দিতেন। ঈশ্বর তাহাকে অনুতাপ করিতে বারম্বার বলিয়াছিলেন; কিন্তু হায়! মানুষ তাহাতে কর্ণপাত করে নাই, বরং তাহার অন্তঃকরণ আরও কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল; ঈশ্বরের সে আহ্বানবাক্য নিষ্ফল হইয়া গিয়াছিল।

অবশেষে অধর্ম্ম ও পাপে জগৎ ডুবিয়া যাইবার উপক্রম

হইল ; ঈশ্বর আর ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে পারিলেন না। তখন তিনি এক ভীষণ আঘাতে জগৎকে বিনষ্ট করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ফলতঃ, যে জগৎকে তিনি এত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু মনুষ্য পাপদ্বারা কলুষিত ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, সেই জগৎকেই ধ্বংস করিতে মানস করিলেন। একটি পরিবার ছাড়া, তিনি অন্যান্য সকল মানব-পরিবারকে ভূমণ্ডল হইতে দূর করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

কিন্তু ঈশ্বর ঐ একটী পরিবারকে বাদ দিলেন কেন? কারণ তৎকালে যে ভয়ানক দুষ্টতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তন্মধ্যে ঈশ্বর এমন একটী লোককে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যিনি অন্যান্য জনবৃন্দ হইতে বিভিন্ন প্রকৃতির মনুষ্য ছিলেন— অকর্ম্মণ্য তুষরাশির মধ্যে একটীমাত্র গোধূমবীজ—ছাগ-পালের মধ্যে একটীমাত্র মেষ—বহু অবিশ্বাসীর মধ্যে একটী-মাত্র বিশ্বাসীকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

ইঁহার নাম নোহ ; জগতের ভীষণ দুষ্টতার সময়, একা ইনিই সদাপ্রভুর সেবা করিতে সাহস করিয়াছিলেন। ঈদৃশ সময়ে, অন্যান্য সকল লোক হইতে পৃথক দণ্ডায়মান হইয়া ঈশ্বরনিষ্ঠের ন্যায় জীবন-যাপন করা যে কেমন কঠিন ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমেয়। যখন অন্যান্য অনেকে আমাদের সহিত যোগদান করে, তখন তাঁহার পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া সহজ বটে ; কিন্তু যখন আমাদিগকে উৎসাহদায়ক বাক্যদ্বারা প্রোৎসাহিত করিবার কেহই না থাকে, যখন আমাদের এমন কেহই না থাকে, যাহার উপর আমরা নির্ভর করিতে পারি,

যখন কোন ভ্রাতার সদৃষ্টান্তে আমাদের বললাভের উপায় না থাকে—তখন একাকী দণ্ডায়মান হইয়া, আমরা কাহার দাস, এবং কাহারই বা সেবা করিতে অভিলাষী, তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিতে হইলে ঈশ্বরের বিশেষ প্রসাদ ব্যতীত করিতে পারা যায় না।

সর্ব্বকালেই জগতে যে, প্রভুর সেবকগণ ছিলেন ও আছেন, এ চিন্তা কেমন সুখকর! কয়িনের সময়ে ধার্ম্মিক হেবল ছিলেন; তৎপরে হনোক্; তদনন্তর নোহ। মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার রজনীতে, যখন কোন নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং পথশ্রান্ত সঙ্গীহীন পর্য্যটক পথহারা হয়, তখন পথিপার্শ্বস্থ কোন বিবিক্ত পর্ণকুটীর হইতে আলোক নির্গত হইতে দেখিলে কেমন আনন্দ-বোধ হয়। সেইরূপ, জগতের ঘোরতর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে, যখন দুষ্টতায় ধরাধাম পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তখন যে একটী পরিবার হইতে ঈশ্বরের সত্যের জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়াছিল, ইহা জ্ঞাত হওয়া কেমন সুখের বিষয়! নোহের পরিবারবর্গ এইরূপ লোক ছিলেন। সেই একমাত্র পরিবার-মধ্যে বিশ্রামদিন পবিত্ররূপে পালিত হইত। একা সেই-খানেই প্রার্থনা ও প্রশংসাধ্বনি শ্রুত হইত। কেবল সেই-খানেই পারিবারিক যজ্ঞবেদি নির্ম্মিত, ও বলিদানাদি উৎসর্গ হইত। সেই গৃহেই পবিত্রতা ও শান্তি বিরাজমান ছিল।

আর এই সময়ে ঈশ্বর নোহকে জগতের আসন্ন ঘোরতর দণ্ড সম্বন্ধে আপনার উদ্দেশ্যের বিষয় জ্ঞাত করিয়া সম্মানিত করিলেন। তিনি তাঁহাকে আগতপ্রায় জলপ্লাবনের কথা বলিয়া তজ্জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ও সদাশয়তার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। তিনি তৎক্ষণাৎ জলপ্লাবন ঘটান নাই; বরং দণ্ড দিবার পূর্ব্বে, তিনি দয়া পূর্ব্বক মনঃপরিবর্ত্তনের অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। বহুকাল ধরিয়া তিনি জগৎকে চেতনা দিলেন—অনেককাল পর্য্যন্ত সাবধান করিয়া দিলেন। এক শত বিশ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি সেই পাপিষ্ঠ জগদ্বাসীদিগকে সময় দিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড ক্রোধানল তাহাদের উপর বর্ষণ করিবার পূর্ব্বে, তিনি বহুকাল ধরিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

কিরূপে এই সময়টী অতিবাহিত হইয়াছিল? ঈশ্বর নোহের সম্বন্ধে এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন; তিনি তাঁহাকে এমন একখানি জাহাজ নির্ম্মাণ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ রক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন। অতএব, ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া, তিনি অবিলম্বে নিরূপিত কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সাধু পৌল বলেন, "নোহ অদৃশ্য ভাবি বিষয়ে আদেশ পাইয়া ভীতি পূর্ব্বক আপনার পরিবারের ত্রাণার্থে এক জাহাজ নির্ম্মাণ করিলেন," ইব্রীয়, ১১; ৭।

অন্যান্য লোকেরা কি করিয়াছিল? ঈশ্বর অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাদিগকে যে অমূল্য জীবনকাল উপভোগ করিতে দিয়াছিলেন, কিরূপে তাহারা তাহা অতিবাহিত করিয়াছিল? সেই ভীষণ দণ্ডের বিষয় স্মরণ করিয়া তাহারা কি অনুতাপিত হইয়া ঈশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিল? "হে প্রভো, আমাদিগকে রক্ষা কর, নতুবা আমরা মারা যাই," এই ক্রন্দনধ্বনি কি জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শ্রুত

হইয়াছিল? না; তাহা হয় নাই; তাহারা নিশ্চিন্ত ও অমনোযোগী হইয়া কাল কাটাইয়াছিল। তাহারা ঈশ্বরের চেতনাদায়ক বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া ঠাট্টাবিদ্রূপ করিয়াছিল।

ইতিমধ্যে নোহ যে কেবল আপনার প্রাণরক্ষার বিষয়েই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে, কিন্তু অন্যান্যের জন্যেও তাঁহার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি তাহাদের নিকটে গমনাগমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরের প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অনুরোধ ও বিনতি করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা তাঁহাকে পরিহাসকারী বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিল। তাঁহার বাক্য তাহাদের নিকটে মিথ্যা গল্পের ন্যায় বোধ হইয়াছিল। আঃ! তাঁহার প্রচারে অবশ্যই গভীর ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল; আর তিনি আপনার দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি নিজেও তাঁহার প্রচারিত সম্বাদের সত্যতায় বিশ্বাস করিতেন। যদি কোন ব্যক্তি অন্যের প্রাণরক্ষার্থে কখন সমুৎসুক হইয়া থাকেন, তবে নোহই সেই ব্যক্তি। হয় তো কেহ কেহ মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার কথা শুনিয়াছিল; আবার কেহ কেহ তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ বিরক্ত করায়, তাঁহাকে ভৎর্সনা করিয়াছিল, কেহ কেহ বা তাঁহাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ ও অপমান করিতেও ছাড়ে নাই।

কিন্তু এই এক শত বিশ বৎসরের মধ্যে কিছুতেই নোহকে তাঁহার উদ্দেশ্য হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই। তিনি জাহাজ-নির্ম্মাণ ও প্রচারকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিলেন। তক্তার পর তক্তা জাহাজে সংযুক্ত হইতে লাগিল; অবশেষে দর্শকগণের ঠাট্টাবিদ্রূপ সত্বেও সমস্তই সমাপ্ত হইল।

এইরূপে সময় অতিবাহিত হইয়া যাইতে লাগিল, এবং সেই ভয়ঙ্কর দিন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। কার্য্য-ব্যস্ত জগদ্বাসীগণ তখনও তাহাদের দৈনিক বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল; "জাহাজে নোহের প্রবেশ করণ দিন পর্য্যন্ত লোকেরা ভোজন পান এবং বিবাহ করণ ও বিবাহ দেওন, এই এই কর্ম্মে ব্যস্ত ছিল"। আকাশে আসন্ন ঝটিকার কোন পূর্ব্বলক্ষণই দৃষ্ট হইত না। প্রতিদিন যথানিয়মে দিবারাত্র হইত। প্রতিদিন নির্ম্মল আকাশে দিবাকর উজ্জ্বল ভাবে আলোক বিকিরণ করিত; কিম্বা যদি কোন মেঘের সঞ্চার হইত, তাহা অচিরে আবার অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

কিন্তু অবশেষে তাহারা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাইল যে, তাহা মেঘাচ্ছন্ন হইতেছে, এবং উত্তরোত্তর আরও ঘনঘটায় পরিপূর্ণ হইতেছে। অনতিবিলম্বে, "মহাবারিধির সমস্ত উনুই ভাঙ্গিয়া গেল, এবং গগণস্থ দ্বার সকল মুক্ত হইল।" যদি তাহারা নোহের কথায় বিশ্বাস করিত, তাহা হইলে তাহারা কি সেই মুহূর্ত্তে সহস্র সহস্র জগতের মায়ামোহ পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের প্রতি ফিরিত না? কিন্তু তখন আর সময় ছিল না; তাহাদের অনুগ্রহের দিন চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছিল।

এইরূপে সেই পাপিষ্ঠ জগতের উপরে প্রভুর কোপাগ্নি বর্ষিত হইয়াছিল। আর এইরূপেই তিনি আপনার বিশ্বাসী দাসের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। জাহাজে যে ক্ষুদ্র পরিবারটী ছিলেন, তাঁহারা নিরাপদে রক্ষিত হইয়াছিলেন। অতঃপর নোহ অনেককাল জীবিত ছিলেন, এবং আপনার

আশ্চর্য্য উদ্ধারের নিমিত্তে ঈশ্বরের প্রশংসা করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

এক্ষণে, আমি দুইটী বিষয় তোমার মনে বদ্ধমূল করিতে ইচ্ছা করি।

নোহ ঈশ্বরের কথায় প্রচার করিয়াছিলেন; আর আমরাও তাহা পারি। আমরা সকলেই পরিচারক নহি; কিন্তু অন্যান্যকে তাহার সুখকর সেবাকার্য্যে লওয়াইবার আশায় আমরা প্রত্যেকেই আমাদের প্রভুর জন্য দুই একটী কথা বলিতে পারি। মণ্ডলীতে তোমার কোন পদ না থাকিতে পারে; কিন্তু তৎকারণে আমি তোমাকে উদাসীন হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিতে ইচ্ছা করি না। সকলেই কিছু না কিছু কার্য্য করিতে পারে। হয় তো তুমি কোন রাবিবারিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে পার, কিম্বা ট্রাক্ট বিতরণ করিতে পার, কিম্বা পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা করিতে পার, অথবা যাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহাদের কাহার কাহার নিকটে শাস্ত্রপাঠ করিতে পার। ফলতঃ, খ্রীষ্টের নামে এরূপ কোন সৎকর্ম্ম করিলে, তিনি তাহা ভুলিবেন না, কেননা তিনি বলিয়াছেন, "আমার এই ক্ষুদ্রতম ভ্রাতৃগণের মধ্যে এক জনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।"

কিন্তু নোহ আপনার আচার-ব্যবহার-দ্বারাও প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি এক জন "যাথার্থিকতার" প্রচারক ছিলেন। উদাহরণ-স্বরূপ কোন একটী পল্লীস্থ মণ্ডলীকে গ্রহণ করিয়া অনুমান কর যে, তাহাতে দশ বা বিশ জন পবিত্র, আগ্রহবান, শুদ্ধাচারী লোক বাস করিতেছেন। তাঁহারা এরূপ লোক যে,

ঈশ্বরের বাক্যানুসারে আচার-ব্যবহার করেন, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার ইচ্ছামতে কার্য্য করণার্থে প্রাণপণে চেষ্টা করেন; সঙ্ক্ষেপতঃ, তাঁহারা আর এক জগতের জন্যে জীবন-যাপন করিতেছেন। এরূপ লোকের সদৃষ্টান্তে তাঁহাদের প্রতিবাসীগণের মধ্যে কি সুফলই না ফলিবে! তাঁহাদের সাধুদৃষ্টান্ত প্রচারকের কার্য্য কারবে; তাঁহাদের সদাচরণে লোকে প্রতিদিন উপদেশ-লাভ করিবে; তাঁহাদের পবিত্রতার দ্বারা ভক্তিহীন লোকদের জীবনের দোষ ব্যক্ত হইবে; তাঁহাদের ব্যগ্রতা দেখিয়া নিশ্চিন্ত ও অযত্নবান নরনারীগণ লজ্জিত হইবে; তাঁহাদের বিশ্বাসদ্বারা ভীরুমনা লোকেরা উৎসাহিত হইবে।

আহা! আমাদের এইরূপ প্রচারেরই অভাব আছে। মণ্ডলীতে প্রচার করা পরিচারকদেরই কার্য্য। কিন্তু দৈনিক সদাচরণদ্বারা যে প্রচার করা, তাহা সকলেরই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম। অতএব প্রিয় পাঠক, যাও, এইরূপে প্রচার কর; তাহা হইলে, ঈশ্বর তোমাকে অনেকের আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ করিবেন। তোমাদের মধ্যে, যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র, দুর্ব্বল ও অবিদ্বান্, তাহারাও আপনাদের সদৃষ্টান্তদ্বারা এইরূপে প্রকৃত ধর্ম্মের ক্ষমতা ও উপকারিতা দেখাইতে পারে।

তুমি নিজে যে সুখের পথে বিচরণ করিতেছ, ঈশ্বরের প্রসাদে অন্যান্যকেও সেই পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা কর।

শেষ কথা এই, বিপদকালে নোহ যে নিরাপদে ছিলেন, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। তাঁহার চতুর্দ্দিকে সকলেই বিনষ্ট হইতেছিল; কিন্তু তিনি নিরাপদ ছিলেন। আর আমাদের জন্যেও একটী নিরাপদ উপায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা

কি খ্রীষ্টরূপ জাহাজে আছি? তাহার বাহিরে থাকিলে, আমরা নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইব? কিন্তু তাহাতে থাকিলে, আমবা চির-কালই নিরাপদে থাকিব।

অব্রাহাম

বা

বিশ্বাস ও কর্ম্ম।

যত গুরুতর প্রশ্ন আছে, তন্মধ্যে একটী এই যে, "ঈশ্বরের নিকটে মর্ত্ত্য কেমন করিয়া যথার্থীকৃত (বা সুগ্রাহ্য) হইবে? সাধু পৌল বলেন যে, "ব্যবস্থানুযায়ী ক্রিয়া ব্যতিরেকে মনুষ্যকে যথার্থীকৃত করা যায়।" কিন্তু আমরা সাধু যাকোবের পত্রে পাঠ করি যে, "কর্ম্ম হেতু মনুষ্যকে যথার্থীকৃত করা যায়, শুদ্ধ বিশ্বাস হেতু নয়।"

অতএব আমরা এস্থলে এরূপ দুইটী শাস্ত্রীয় পদ দেখিতে পাইতেছি, যাহা পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে। সাধু পৌল যেন বলিতেছেন মনুষ্য বিশ্বাসদ্বারাই যথার্থীকৃত হয়; আবার সাধু যাকোব যেন বলিতেছেন মনুষ্য কর্ম্মদ্বারাই যথার্থীকৃত হয়। তথাপি তাঁহাদের মত বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও তাঁহারা একই তত্ত্ব শিক্ষা দেন। তাঁহাদের উভয়েরই কথার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরের সমক্ষে গ্রাহ্য হইতে হইলে আমাদের জীবন্ত, সকর্ম্মক বিশ্বাস থাকা আবশ্যক। অপর, এস্থলে বলা

প্রয়োজন যে, তাঁহারা উভয়েই শাস্ত্রের একই পদে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন, অর্থাৎ আদি: ১৫ ; ৬। ইহাতে ব্যক্ত হইয়াছে যে, "সে সদাপ্রভুতে বিশ্বাস করিলে তিনি তাহার পক্ষে তাহা যাথার্থিকতা বলিয়া গণনা করিলেন।"

অতএব অব্রাহাম, সাধু পৌলের এবং সাধু যাকোবেরও বর্ণিত আদর্শ বিশ্বাসী ছিলেন। আইস, আমরা তাঁহার বিষয় একটু আলোচনা করিয়া দেখি যে, তাঁহার কিরূপ বিশ্বাস ছিল।

জলপ্লাবনের প্রায় তিন শত বৎসর পরে অব্রাহাম জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতামাতা পৌত্তলিক ছিলেন ; আর তিনি নিজেও যে পৌত্তলিক-স্বরূপে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু যৎকালে তিনি তাঁহার পিতার সংসারে বাস করিতেছিলেন, তৎকালে ঈশ্বর তাঁহার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু কিরূপে বা কখন, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। তাঁহার চতুর্দ্দিক ঘোর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন থাকা সত্বেও, বোধ হয়, ক্ষীণ অস্পষ্ট আলোকের ন্যায় তাঁহার অন্তরে উক্ত বিশ্বাস প্রকাশ পাইতে আরম্ভ হইয়াছিল। আর বোধ হয়, পরবর্ত্তী কালের কর্ণী-লিয়ের ন্যায়, তিনি ব্যগ্রতা পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন তাঁহার অনুগ্রহে তাঁহার আত্মা জ্ঞানালোকে আলোকিত হয়। কিন্তু কি বিশেষ উপায়ে আমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রভুর নিকটে আনীত হয়েন, কিম্বা কিরূপেই বা আমাদের অন্ধীভূত চক্ষু হইতে আঁইস খসিয়া পড়ে, তাহাতে আমরা তাঁহার দাস হই, এবং দেখিতে

পাই যে, তাঁহার সেবা করাতেই আমাদের সমস্ত সুখ-সৌভাগ্য নির্ভর করে, তাহা জানিবার আবশ্যক নাই।

অব্রাহামের প্রায় সত্তর বৎসর বয়স না হওয়া পর্য্যন্ত, আমরা তাঁহার কোন ইতিহাস পাই না; আর তখন তিনি এরূপ উজ্জ্বল ও দৃঢ় প্রমাণ দিয়াছিলেন যে, তিনি বাস্তবিকই পিতৃবৎসল সন্তানের ন্যায় তাঁহার হৃদয়মন ঈশ্বরকেই সমর্পণ করিয়াছেন।

যখন অব্রাহাম কলাদিয়া দেশে তাঁহার পিতার গৃহে বাস করিতেছিলেন, তখন সদাপ্রভু তাঁহাকে স্বদেশ, জ্ঞাতি-কুটুম্ব, স্বগৃহ পরিত্যাগ করিয়া দূরবর্ত্তী কানন দেশে গমন করিতে আজ্ঞা করেন।

এ আজ্ঞা পালন করা অতীব কঠিন ব্যাপার ছিল। সেই দেশ তাঁহার নিকটে প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার অনুরাগ গভীররূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। তাহা তাঁহার বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থার গৃহ ছিল। কিন্তু অব্রাহাম বুঝিয়াছিলেন যে, যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা এইরূপই হয়, তবে তাহা তাঁহার পালন করা উচিত। কোন সন্দেহ বা দ্বিধা তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। অতএব তিনি প্রসন্নচিত্তে ও প্রত্যাশা পূর্ব্বক সুদূরবর্ত্তী অঙ্গীকৃত দেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং অবশেষে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এস্থলে যথার্থ বিশ্বাস ছিল—এ বিশ্বাসে সরলতা, ব্যগ্রতা ও আজ্ঞাবহতা ছিল। অনিশ্চিত বিষয়ের জন্য, তিনি নিশ্চিত বিষয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন; অদৃশ্য অধিকারের জন্য, তিনি তাঁহার চতুঃপার্শ্বে যাহা২ দেখিতে পাইতেন,

তৎসমস্তই ফেলিয়া যাইতে অভিলাষী হইয়াছিলেন; যাহা কেবলমাত্র অঙ্গীকৃত হইয়াছিল, তাহার জন্য তিনি তাঁহার নিজস্ব সমস্তই পরিহার করিতে তৎপর হইয়াছিলেন। এখানে বিশ্বাস আশ্চর্য্য জয়লাভ করিয়াছিল।

কানন দেশে অব্রাহাম অচিরে এক জন বড়লোক, এক প্রকার রাজা-স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক মেষ-পাল ও গোপালাদি, এবং বিস্তর দাসদাসী ছিল। সদাপ্রভু তাঁহাকে বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের পরাকাষ্ঠা হইলেও একটী বিষয়ে অভাব এখনও ছিল। তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যা সারা নিঃসন্তান ছিলেন; আর তাঁহারা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহাদিগকে একটী পুত্রসন্তান দিবেন বলিয়া পুনঃপুনঃ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু বহুবৎসর গত হইয়া গেল, তথাপি তাঁহাদিগকে কোন সন্তান দেওয়া হইল না। ইহা কত নৈরাশ্যের বিষয়! কিন্তু ঈশ্বর দিবেন বলিয়াছেন, আর তাহাই অব্রাহামের পক্ষে যথেষ্ট। তিনি "ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা লইয়া অবিশ্বাস বশতঃ সন্দেহ করিলেন তাহা নয়।" "তিনি আশার বিরহে আশা করিয়া বিশ্বাস করিলেন।"

অবশেষে তাঁহাকে সেই প্রতিশ্রুত সন্তানটী দেওয়া হইল। তাঁহার আহ্লাদের ধন ইসহাক্ জন্মগ্রহণ করিল। ইসহাকের বাল্যকাল সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু যখন সে পঁচিশ বৎসর বয়সে পদার্পন করিল, তখন এমন একটা ঘটনা ঘটিল, যাহাতে তাহার পিতার বিশ্বাসের গুরুতর পরীক্ষা হইয়াছিল। ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার এই একমাত্র পুত্র ইসহাককে—তাঁহার

বৃদ্ধকালের ধনকে—যে পুত্রে তিনি আপনার সকল আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই অঙ্গীকারের সন্তানকে লইয়া গিয়া এরূপ একটি কার্য্য করিতে আজ্ঞা করিলেন, যাহা শুনিলে পিতা-মাত্রেরই হৃদয় শোকে অভিভূত হয়। তিনি তাঁহাকে তিন দিনের পথ দূরে, কোন একটী স্থানে গিয়া, তথায় তাহাকে স্বহস্তে বধ করিয়া হোমবলিরূপে উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

এরূপ আজ্ঞাবহতার কার্য্য, ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে আর কখন সম্পন্ন করিতে বলা হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে এমন একটী কার্য্য করিতে বলিতেছেন, যাহা শুনিলে অন্তঃকরণ শোকে অভিভূত ও আতঙ্কে কম্পমান হইতে থাকে। যদি তিনি মনে মনে তর্কবিতর্ক করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার অন্তরে অনেক ওজর-আপত্তির উদয় হইত। নিজের সন্তানকে বধ করা কি উচিত? ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে যে স্নেহমমতা রোপণ করিয়াছেন, তাহা কি ইহার বিরোধী নহে? জগতের অন্যান্য লোকে তাঁহাকে কি পুত্র হন্তা বলিয়া দোষী করিবে না? তৎপরে আবার এই পুত্রেই ঈশ্বর কি মহা আশীর্ব্বাদের অঙ্গীকার করেন নাই?

তিনি স্বভাবতঃ এইরূপ তর্কবিতর্ক করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা করেন নাই; ঈশ্বর একটী স্পষ্ট আজ্ঞা দিয়াছেন, আর তাহাই যথেষ্ট। এতৎসম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার কোনও অধিকারই রাখেন নাই; সুতরাং তাঁহাকে অবশ্যই আজ্ঞাটী পালন করিতে হইবে। অতএব মুহূর্ত্তেরও জন্য দ্বিধা না করিয়া, তিনি আপনার প্রিয়তম

পুত্রকে মেষশাবকের ন্যায় বধাস্থানে লইয়া গেলেন। অপর, যখন তিনি তাহাকে বধ করিতে হস্তোত্তোলন করিলেন, কেবল তখনই এই চিত্ততোষক আকাশবাণী শ্রুত হইল, যথা—"ঐ বালকের প্রতিকূলে হস্ত বিস্তার করিও না; উহার প্রতি কিছুই করিও না; কেননা তুমি ঈশ্বরের ভয়কারী, আমাকে আপনার অদ্বিতীয় পুত্র দিতেও অসম্মত নহ, ইহা আমি এখন বুঝিলাম।"

বাস্তবিক, এরূপ বিশ্বাস—এরূপ সংশয়বিহীন, দ্বিধাশূন্য আজ্ঞাবহতা, তৎপূর্ব্বে বা পরে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। তবে কি অব্রাহাম এক জন সিদ্ধ ও নিষ্পাপ প্রকৃতির লোক ছিলেন? না, তাহা ছিলেন না; যখন আমরা সৎলোকের, এমন কি, পরিপক্ক বিশ্বাসীর কথা বলি, তখন আমাদের সতত মনে রাখা আবশ্যক যে, তাঁহারা পতিত লোক, দুর্ব্বল মানব, পরীক্ষা-প্রলোভন-দ্বারা পরাজিত হইতে পারেন। বলিতে কি, অব্রাহামের দৃঢ়বিশ্বাসও একাধিক বার বিচলিত হইয়াছিল; আর আমরা তাঁহাকে পিতরের ন্যায় দুর্ব্বলতার বশবর্ত্তী হইয়া মনুষ্যের ভয়ে ক্ষণকালের নিমিত্তে কর্ত্তব্য অবহেলা করিতে দেখিতে পাই। যদি তুমি অব্রাহামকে জিজ্ঞাসা করিতে পারিতে, তাহা হইলে তিনি স্বীকার করিতেন যে, আমি নিজে কিছুই নহি। তিনি সাধু পৌলের ন্যায় বলিয়া উঠিতেন, "ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি যে আছি, সেই আছি।" আর ধন্য ঈশ্বর, সেই একই অনুগ্রহ আমাদের সকলকেই বিনামূল্যে দিতে চাওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে আইস, আমরা যে প্রধান বিষয়টী ছাড়িয়া আসি-

য়াছি, পুনরায় তাহার আলোচনা করি। আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম যে, যে বিশ্বাস-হেতু আমরা পরিত্রাণ-লাভ করি, তাহা জীবন্ত, সকর্ম্মক বিশ্বাস। আর অব্রাহামের বিশ্বাস কি ঠিক এইরূপ নহে? তাঁহার বিশ্বাস এমন সজীব বিশ্বাস যে, তাহার গুণে তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন করিতেন, তাঁহার বাক্যে দৃঢ়রূপে নির্ভর করিতেন—সঙ্ক্ষেপতঃ তদ্দ্বারা প্রচুর ফলোৎপন্ন হইয়াছিল।

আর পরিত্রাণ-লাভ করিতে হইলে আমাদের এইরূপ বিশ্বাস থাকা নিতান্ত আবশ্যক। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, ঈশ্বরের সেবকগণের সকলেরই বিশ্বাস অব্রাহামের ন্যায় দৃঢ় থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তাহা ঐ একইরূপ বিশ্বাস হওয়া চাই—তাহা ব্যগ্রহৃদয় হইতে সমুদ্ভূত হওয়া চাই—ঈশ্বরের কথায় সরল ভাবে নির্ভর করা, এবং সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার আজ্ঞা-পালন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই; অপর, তিনি আমা-দিগকে যে কোন স্থানে লইয়া যান, সেই স্থানেই তাঁহার অনুগমন করা আবশ্যক।

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে এইরূপ বিশ্বাস দেও। ইহা স্বভা-বতঃ আমাদের অন্তরে নাই; ইহা তোমার স্বহস্তে আমাদের হৃদয়ে রোপিত হওয়া আবশ্যক। অতএব আমাদিগকে ইহা দান কর, যেন আমরা অব্রাহামের ন্যায় বিশ্বাস করিতে পারি, এবং আমাদের কার্য্য ও স্বার্থত্যাগ-দ্বারা আজ্ঞাবহতা প্রকাশ করিয়া তোমায় গৌরবান্বিত করিতে পারি।

অব্রাহাম এক জন মহৎ লোক ছিলেন—তিনি অন্যান্য লোকের দৃষ্টিতে মহৎ ছিলেন। এতদপেক্ষা, তিনি ঈশ্বরের

দৃষ্টিতেও মহৎ ছিলেন। অন্যান্য অনেক লোক অপেক্ষা তিনি অধিক অনুগৃহীত হইয়াছিলেন। তিনি "ঈশ্বরের বন্ধু" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এইরূপে সম্মানিত হওয়া তাঁহার পক্ষে কেমন সুখের বিষয় ছিল! ঈশ্বরের বন্ধু বলিয়া অভিহিত হওয়ার তুলনায় উচ্চতম পদ কতই অসার! তথাপি তাঁহার সকল সাধুই এ সম্মানের অধিকারী, কারণ অব্রাহাম যে উপাধিতে আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, যীশুর প্রত্যেক প্রকৃত অনুগামী কি সেই একই উপাধি উপভোগ করেন না? আমাদের ত্রাণকর্ত্তা বলেন, "আমি তোমাদিগকে আর দাস বলি না; কিন্তু তোমাদিগকে বন্ধু বলিলাম।"

হইতে পারে, তুমি এক জন দরিদ্র পুরুষ বা স্ত্রীলোক; হইতে পারে, তোমার কোন পার্থিব মানসম্ভ্রম নাই। কিন্তু যদি তুমি স্বর্গ-রাজের বন্ধুত্ব উপভোগ কর, তবে উহাতে কোন ক্ষতি নাই। তাঁহার শত্রু হইয়া জগতের মানসম্ভ্রম উপভোগ করা অপেক্ষা, বরং আমি ছিন্নবস্ত্র পরিহিত হইয়া তাঁহার বন্ধু হইতে ইচ্ছা করি। ইহলোকে সুখস্বচ্ছন্দে কাল-যাপন করিয়া পরলোকে নরকে বাস করা অপেক্ষা, বরং আমি আপনার ঈশ্বরকে লইয়া, সর্ব্বাঙ্গক্ষত ভিক্ষুক-স্বরূপ ধনীর গৃহদ্বারে পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা করি। খ্রীষ্টের প্রেম ও স্বর্গের আশা উপভোগ করিতে পাইলে, আমি উৎপীড়িত, প্রহারিত ও পরিত্যক্ত হইতে কুণ্ঠিত হই না।

লোট

বা

কুস্থান মনোনীত করার বিষময় ফল।

লোট অব্রাহামের ভ্রাতা হারণের পুত্র ছিলেন। আমরা আদিঃ ১১ অধ্যায়ে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বিষয় পাঠ করি। আমরা উহাতে জ্ঞাত হই যে, ঈশ্বরের আজ্ঞায় যে একটি ক্ষুদ্র দল, কনান দেশে বসতি করণার্থে অব্রাহামের সঙ্গে যাত্রা করিয়াছিল, তিনি তাহার মধ্যে এক জন।

বোধ হইতেছে, লোট শৈশবকালে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, এবং অব্রাহাম তাঁহাকে অপনার পরিবার-মধ্যে গ্রহণ করিয়া লালন-পালন করিয়াছিলেন। অব্রাহামের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ও শিক্ষিত হওয়া অল্প সৌ-ভাগ্যের বিষয় নহে; কারণ তোমার স্মরণ থাকিতে পারে যে, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে, “আমি তাহাকে নির্দ্ধারণ করিয়াছি, যেন সে আপন ভাবি সন্তানগণকে ও পরিবারদিগকে আদেশ করে, এবং তাহারা ধার্ম্মিক ও ন্যায্য আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুর পথে চলে।”

লোট যে অব্রাহামের নিকট হইতে অনেক সদুপদেশ-লাভ করিয়াছিলেন, আর তাহা যে তাঁহার পরবর্ত্তী জীবনে বিশেষ মঙ্গলজনক হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বাস্তবিক, যখন তিনি এরূপ একটী পরিবারের অন্তরঙ্গ ছিলেন, তখন যে বিশ্বাসীর জীবনের এমন সুন্দর আদর্শ প্রতিদিন স্বচক্ষে না দেখিয়া থাকিবেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না।

যদি আমরা ধর্ম্মভীত ও ঈশ্বরপ্রেমী লোকের সহবাসে বাল্যকাল অতিবাহিত করিয়া থাকি, যদি আমরা শৈশবাবস্থা হইতে ধর্ম্মের নিকেতনে বর্দ্ধিত হইয়া থাকি, এবং যাঁহারা ঈশ্বরের সেবক, তাঁহাদের নিকটে সৎপরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকি, তবে তাহা আমাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় বটে। এক জন সৎলোক, অনেকবার আর্চ্চ-বিশপ লেইটনের সংসর্গে আসিয়া পড়ায় বলিতেন, আমি জানি, ঈশ্বরের ঐ সেবকের সহিত আমার যে আলাপ-পরিচয় হইয়াছে, তাহা একটী টাকার তোড়া-স্বরূপ,আর তজ্জন্য আমাকে ইহার পরে একটী হিসাব দিতে হইবে। এ কথা সত্য ; আমরা ধার্ম্মিক লোকদের সহিত আলাপ করিয়া অনেক সদ্বিষয় শিক্ষা করিতে পারি, আর তদ্দ্বারা আমাদের কোন উপকার-লাভ না হইলে, আমাদিগকে বাস্তবিকই ভারি দণ্ডভোগ করিতে হইবে।

ফলতঃ, লোট ক্রমে ক্রমে এক জন ঈশ্বরনিষ্ঠ লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পিতৃব্যের গৃহে তিনি নিঃসন্দেহেই অনেককাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। অব্রাহাম "পশুতে ও স্বর্ণরৌপ্যতে অতিশয় ধনবান" হইয়া পড়িয়াছি-

লেন, আর লোটেরও "অনেক অনেক মেষ ও গো ও তাম্বু ছিল।" ইহার ফল এইরূপ হইয়াছিল যে, "অব্রাহামের পশু-পালকদের ও লোটের পশুপালকদের পরস্পর বিবাদ হইত।" এইরূপে হিংসাহিংসির সূত্রপাত হওয়ায়, অব্রাহামের মনে এতই দুঃখোদয় হইয়াছিল যে, শান্তির জন্য তিনি পৃথক হওয়ার আবশ্যকতা বোধ করিলেন।

আর এখন অব্রাহামের উদার, নিঃস্বার্থ আচরণের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। তিনি লোট অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া নিজেই সর্ব্ববিষয় নির্দ্দেশ করিয়া দিতে পারি-তেন; এবং তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বিদায় হইতে বলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা না করিয়া, তিনি লোটকে আপনার ইচ্ছানুসারে স্থান মনোনীত করিয়া লইতে বলিলেন; "হয় তুমি বামে যাও, আমি দক্ষিণে যাই; নয় তুমি দক্ষিণে যাও, আমি বামে যাই।"

এস্থলে আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অব্রাহাম সাংসা-রিক লাভালাভ ও কামনা-দ্বারা অতি অল্পই চালিত হইতেন। তিনি ধনবান ছিলেন; কিন্তু তিনি আপনার ধনসম্পত্তিকে তৃণজ্ঞান করিতেন। "আরো উত্তম নিত্যস্থায়ী নিজ সম্পত্তি স্বর্গে আছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াতে," তিনি জগতে বিদেশী ও প্রবাসীর ন্যায় বাস করিতেন।

যদি লোটও ঐরূপ নিঃসার্থ ভাব প্রদর্শন করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে ভালই হইত। কিন্তু হায়! তাঁহার প্রকৃ-তির মন্দ দিকটী এখন প্রকাশ পাইল। আমরা কোন সাংসা-রিকমনা লোককে যেরূপ কুস্থান মনোনীত করিয়া লইবার

আশা করিতে পারিতাম, তিনি ঠিক সেইরূপই মনোনয়ন করিয়াছিলেন। "লোট চক্ষু তুলিয়া দেখিল, যর্দ্দনের সমস্ত প্রান্তর সোয়র পর্য্যন্ত সদাপ্রভুর উদ্যানের ন্যায় সর্ব্বত্র সজল ও মিসর দেশের সদৃশ। অতএব লোট আপনার নিমিত্তে যর্দ্দনের তাবৎ প্রান্তর মনোনীত করিয়া পূর্ব্বদিকে প্রস্থান করিল।"

কেবল উর্ব্বর ও নয়ন-তৃপ্তিকর বলিয়া ঐ প্রদেশটী মনোনীত করা তাঁহার পক্ষে কেমন অবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল! স্থানের সৌন্দর্য্য, বা ভূমির উর্ব্বরতা-দ্বারা তিনি কি সুখী হইতেন? সুখী হইতে হইলে আরও কিছুর আবশ্যক। দেশটী কি ঈশ্বরভীত লোকের বাসস্থান? তাহা নহে, বরং তদ্বিপরীত; কারণ সদোমের এই অধিবাসীরা অধার্ম্মিকতা ও দুষ্টতার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ ছিল; তথাপি লোট নিজে ঈশ্বরের দাস হইয়াও, জানিয়া শুনিয়া তাহাদের মধ্যে গিয়া বাস করিলেন।

ইহা তো একটা বিষম ভ্রান্তির কার্য্য; আর ইহার কুফল তাঁহাকে বহুকাল পর্য্যন্ত ভোগ করিতে হইয়াছিল। সত্য বটে, তিনি আপনার নিবাসার্থে এই মনোহর প্রদেশটী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার মেষপাল ও গোপালের জন্য যথেষ্ট উর্ব্বর ও তৃণভূষিত চরাণির স্থান ছিল। তাঁহার ঐশ্বর্য্য যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি কি সুখী হইয়াছিলেন? না, তাহা হন নাই; তিনি প্রতিদিন তাঁহার চতুর্দ্দিকে যে সকল অধর্ম্ম-পাপ দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মনোদুঃখের যথেষ্ট কারণ ছিল। যখন তিনি নিজে এক জন সৎলোক ছিলেন, তখন পাপীদের মধ্যে বাস করিয়া, তিনি কিরূপে সুখী হইতে পারিবেন? আমরা পাঠ করি যে,

"দৃষ্টিপাত ও কর্ণপাত ক্রমে তাহাদের মধ্যে বাসকারি ঐ ধার্ম্মিক ব্যক্তি তাহাদের অধর্ম্ম ক্রিয়া প্রযুক্ত দিন দিন নিজ ধার্ম্মিক মনকে ত্যক্ত করিতেন"। যখন তিনি তাহাদের কুকথা শুনিতেন, তখন তাঁহার কর্ণে জ্বালা ধরিত। তাহাদের দুষ্কর্ম্ম দেখিয়া, তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। যিনি সত্য ধর্ম্ম-সমুদ্ভূত শান্তি ও সুখের রসাস্বাদন করিয়াছিলেন, সদোম তাঁহার পক্ষে পার্থিব নরক ছিল।

প্রিয় পাঠক, যে সকল ফাঁদ লোটের পক্ষে এত সর্ব্বনাশক হইয়াছিল, পাছে তুমি তাহাতে পতিত হও, এজন্য সাবধান থাক। অনেক সময় আমরা কোন একটী গুরুতর 'বিষয় মনোনীত করিতে বাধ্য হই। কিন্তু নয়নের আনন্দদায়ক বলিয়া, কিম্বা সাংসারিক লাভের আশায় তাহা মনোনীত না করিয়া বরং যাহা ঈশ্বরের প্রীতিকর এবং যাহাতে আমাদের স্বর্গের পথে সাহায্য হইবার সম্ভাবনা, তাহাই করিতে অভি-লাষী হইয়া, মনোনীত করাই আমাদের উচিত। সর্ব্বাপেক্ষা, এরূপ স্থলে আমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিবার নিমিত্তে, যেন আমরা ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, এবং তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে চেষ্টা করি। যদি লোট এইরূপ করিতেন, তাহা হইলে, তৎপরে তাঁহাকে অত মনোদুঃখ, অত অনুতাপ এবং আত্মগ্লানি ভোগ কারতে হইত না।

যৎকালে লোট সদোমে এইরূপে মনঃকষ্টে জীবন-যাপন করিতেছিলেন, তৎকালে এক দিন দুই জন অপরিচিত পুরুষ সহসা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সামান্য আগন্তুক নহেন। আকার-প্রকারে তাঁহারা অন্যান্য লোকের ন্যায়

ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে আগত সম্বাদবাহক ছিলেন। তাঁহারা নগরে প্রবেশ করিয়াই লোটকে দেখিতে পাইলেন; তাঁহাদিগকে বিদেশী দেখিয়া, তিনি আপনার গৃহে আসিয়া আশ্রয় লইতে আহ্বান করিলেন। তখন তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের আগমনের কারণ জ্ঞাত করিলেন। তাঁহারা তাঁহার প্রতি দয়ার কার্য্য করিতে আসিয়াছিলেন। সদাপ্রভু ঐ নগর ধ্বংস করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; এবং উহার উপর তাঁহার কোপানল বর্ষণ করিবার পূর্ব্বে, ঐ দোষী নগর হইতে লোটকে ত্বরায় স্থানান্তর করণার্থে তিনি আপনার দুই জন স্বর্গদূতকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

এ সংবাদ কি ভয়ানক! মুহূর্ত্তমধ্যে বহুসংখ্যক নরনারী যে অমূল্য আত্মার সহিত নিধনপ্রাপ্ত হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি কি বোধ করিয়াছিলেন? তাঁহার হৃদয় অবশ্যই বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল; বিশেষতঃ তাঁহার নিজের পরিবারবর্গের জন্য; সুতরাং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া তিনি তাঁহার জামাতাদিগকে আসন্ন বিপদের কথা জ্ঞাত করিতে গেলেন। কিন্তু জলপ্লাবনের পূর্ব্বে নোহ যেমন বিদ্রূপের পাত্র হইয়াছিলেন, তাঁহাকেও তেমনি কেবল বিদ্রূপের পাত্রই হইতে হইল। তাহারা তাঁহার কথায় আদৌ কর্ণপাত করিল না। তাহারা "তাঁহাকে উপহাসকারী বলিয়া জ্ঞান করিল।"

এইরূপে রাত্রি অতিবাহিত হইল। উহা লোটের পক্ষে বিস্তর উৎকণ্ঠা, এবং নিঃসন্দেহেই বিস্তর প্রার্থনার রজনী ছিল। যাহা হউক, রাত্রি প্রভাত হইলে দূতগণ অনুগৃহীত পরিবার-

টীকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন যে, নগরটী ধ্বংস করণার্থে ঈশ্বরের হস্ত উত্তোলিত হইয়াছে, তোমরা শীঘ্র শীঘ্র চলিয়া যাও, এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিবার সময় নাই।

কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞাতেও সমস্ত পরিত্যাগ করা কেমন কঠিন ব্যাপার! যখন আমাদের হৃদয় কোন পার্থিব বন্ধনে দৃঢ়রূপে সংবদ্ধ হয়, তখন তাহা ছিন্ন করিতে বলিলে, কি দুরূহ কার্য্য বলিয়াই বোধ হয়! যে সকল বিষয় আমাদের নিকটে অতিশয় প্রিয়, আমাদের প্রভুর অনুরোধে তাহা পরিত্যাগ করা কেমন কষ্টকর!

"পশ্চাদ্দিকে দৃষ্টি করিও না; এই সমস্ত প্রান্তরের মধ্যেও দাঁড়াইয়া থাকিও না," এস্থলে এইরূপ আজ্ঞা করা হইয়াছিল। লোট ও তাঁহার কন্যা দুইটী, এ আজ্ঞা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার স্ত্রী তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াও তৎপরে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন; কেননা তাঁহার মন সদোমেই ছিল। সেই জন্য তিনি মুখ ফিরাইয়া একটীবার উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া লইলেন; কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যে লবণস্তম্ভে পরিণত হইলেন—ঈশ্বরের ন্যায়সিদ্ধ ক্রোধের চিরস্মৃতিস্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া রহিলেন।

ইহার দুই সহস্র বৎসর পরে, যখন ঈশ্বর স্বর্গ হইতে আর এক জন মহত্তর দূত—এমন কি, তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকেই, পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন সেই স্বর্গাগত দূত এই পাপিষ্ঠ জগৎকে এই কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, "লোটের স্ত্রীকে স্মরণ কর।"

অতঃপর আমরা লোটের বিষয়ে অধিক কিছু জ্ঞাত হই না। তাঁহার জীবনযাত্রার শেষকালটী মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল; তাহা ঘোর ও নিরানন্দ হইয়াছিল। ঈশ্বরের এই ভক্ত দাস পাপে পতিত হইয়াছিলেন। কিছু দিনের জন্য তিনি দিয়াবলকে স্থান দিযাছিলেন, এবং এইরূপে তিনি আমাদিগকে দেখাইয়াছেন যে, যৎকালে "আমরা আপনাদিগকে দণ্ডায়মান বলিয়া মানি", তৎকালেই "যেন পতিত না হই, তজ্জন্য সাবধান হওয়ার" যথেষ্ট কারণ আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে, লোটের পাপের ক্ষমা হইয়াছিল, এবং তিনি এক্ষণে অব্রাহাম, ইস্‌হাক ও যাকোবের সহিত ঈশ্বরের রাজ্যে উপস্থিত আছেন। তথাপি তাঁহার ইতিহাসে কিছু কিছু শোচনীয় বিষয় আছে, আর সে জন্য আমরা খেদ না করিয়া থাকিতে পারি না।

পাঠক, তোমার সান্ত্বনার্থে জ্ঞাত হও যে, যীশু খ্রীষ্টের রক্তে তোমার সমস্ত পাপ মোচিত হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু ইহাও জানিও যে, তোমার পাপ সকল মোচিত এবং তোমার অন্তর শুদ্ধ ও পবিত্র না হইলে, এখানে ঈশ্বরের প্রসন্নবদন উপভোগ করা, বা ইহার পর তাঁহার সহিত স্বর্গে বাস করা, তোমার পক্ষে সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হইবে।

ইস্‌হাক্

বা

প্রতিজ্ঞার সন্তান।

অব্রাহাম ও সারা বহুকাল নিঃসন্তান ছিলেন। ঈশ্বর পুনঃপুনঃ তাঁহাদিগকে যে পুত্রসন্তানটী দিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বহুদিন তাহার অপেক্ষায় ছিলেন। কিন্তু অবশেষে তাঁহাদের বিশ্বাসের পুরস্কার করা হইল, এবং তাঁহাদের বৃদ্ধকালে ইস্‌হাক জন্মগ্রহণ করিলেন।

ইস্‌হাকের বাল্যকাল সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জ্ঞাত নহি। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম আট দিন মাত্র তখন তাঁহার ত্বক্‌ছেদ করিয়া যিহূদী মণ্ডলীর সভ্য করা হয়; অপর তাঁহাকে যে, শৈশবকাল হইতেই ঈশ্বরের দাস করিয়া মানুষ করিতে যত্ন করা হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ঈশ্বরনিষ্ঠ পিতামাতা তাঁহার উপর বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, এবং বাল্যকাল হইতেই তাঁহাকে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

আমরা শাস্ত্রে জ্ঞাত হই যে, তাঁহাকে বাল্যকালে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ইশ্মায়েলের নিকট হইতে বিস্তর অবজ্ঞা ভোগ করিতে হইয়াছিল; এত দূর অবজ্ঞা যে, অবশেষে অব্রাহাম

ইশ্মায়েলকে আপনার গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আর এক্ষণে তুমি মনে মনে কল্পনা কর, ইস্‌হাক পূর্ণ যৌবনে উপনীত হইয়াছেন। এই সময়ে অব্রাহামের বয়ঃক্রম এক শত বৎসরের অনেক অধিক হইয়াছিল, আর সারারও বয়স উহার বড় অধিক কম ছিল না। তাঁহারা আপনাদের পুত্রকে বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন ও সহায় জ্ঞান করিতেন। এতদ্ভিন্ন, তিনি তাঁহাদের প্রতিজ্ঞার সন্তান ছিলেন বলিয়া, তাঁহারা কখন ঈশ্বরের নিকটে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত হইতেন না। আবার, তাঁহারা জানিতেন যে, তাঁহাদের এই পুত্রেই ঈশ্বর জগতের মহাকল্যাণ-সাধন করিতে যাইতেছেন। ফলতঃ, এই সকল স্মরণ করিয়া তাঁহারা যে সতত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হইতেন, ইহা সহজেই অনুমেয়।

কিন্তু হায়! যখন ঈশ্বর আজ্ঞা করিলেন যে, এই প্রতিজ্ঞার সন্তানকেই বধ করিতে হইবে, আর তাহাও অব্রাহামের স্বহস্তে, তখন তাঁহাদের আশালতার মূলে কি নিদারুণ কুঠারাঘাতই পড়িল! আবার যখন পিতা ও পুত্র একত্র এই অসাধারণ বলিদান-স্থানে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন ইস্‌হাক আপনার পিতাকে যে কথাগুলি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহা কেমন হৃদয়স্পর্শী, "হে আমার পিতঃ, এই দেখ, অগ্নি ও কাষ্ঠ, কিন্তু হোমের নিমিত্তে মেষশাবক কোথায়?"

কিন্তু ইস্‌হাক যেরূপ শান্তভাবে, ধৈর্য্য পূর্ব্বক, প্রসন্নচিত্তে ঈশ্বরের আজ্ঞায় বশীভূত হইয়াছিলেন, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। আসন্ন মৃত্যুগ্রাস হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হও-

নার্থে কোন চেষ্টা করা হয় নাই; তাঁহার পিতাকে লক্ষ্য করিয়া কোন অনুযোগ-বাক্য বলা হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক ত্রিশ বৎসর হইয়াছিল; সুতরাং তিনি প্রতিরোধ করিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ দেখ, তিনি যথার্থে প্রস্তুত মেষশাবকের ন্যায়, কিম্বা লোমচ্ছেদকের সম্মুখে দণ্ডায়মান মেষীর ন্যায় রহিয়াছেন। ঈশ্বর যে এইরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়াই তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া তিনি আপনার জীবন বিসর্জ্জন করিতে ইচ্ছুক ছিলেন।

কিরূপে ঈশ্বর দয়া করিয়া ইস্‌হাককে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং কিরূপেই বা অব্রাহাম ও তাঁহার পুত্র কৃতজ্ঞ ও সানন্দ-হৃদয়ে মোরিয়া পর্ব্বত হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি জ্ঞাত আছ। ফলতঃ, যতদূর কল্পনা করিতে পারা যায়, তাঁহাদের বিশ্বাসের ততদূর কঠোর পরীক্ষা হইয়াছিল, এবং তাহা "অগ্নিতে সাতবার শোধিত" রূপার ন্যায় বিশুদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

আহা, যেন আমরা ঈশ্বরের আজ্ঞায় ইস্‌হাকের ন্যায় দুঃখ-ভোগ করিতে ইচ্ছুক হইতে সক্ষম হই! আহা, যেন আমরা পৌলের মত, কেবল যে বন্ধন ভোগ করিতে তাহা নহে, কিন্তু মরিতেও উদ্যত হইতে পারি! ঈশ্বরের এই দাসগণ যেরূপ পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, আমরা যে সেইরূপ পরীক্ষিত হইব, ইহা সম্ভব নহে। কিন্তু তাঁহাদের যেরূপ পবিত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞা, যেরূপ জীবন্ত বিশ্বাস ছিল, আমাদেরও যেন সেইরূপ থাকে, সতত এমন অভিলাষ করা উচিত; বস্তুতঃ, "জীবন দ্বারাই হউক কি মরণ দ্বারাই হউক, যেন আমরা আমাদের দেহে খ্রীষ্টকে

মহিমান্বিত করিতে পারি," প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করা উচিত।

আমরা এক্ষণে এমন একটী ঘটনার উল্লেখ করিতে যাইতেছি, যাহা ইস্‌হাকের পক্ষে অতীব গুরুতর বিষয় ছিল; তাহা তাঁহার বিবাহ। তাঁহার পিতা বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তাঁহার জন্য এরূপ স্ত্রী মনোনীত করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন, যে ঈশ্বরের অভিমতানুযায়ী হইবে। এজন্য তিনি এমন এক জন বিশ্বাস্য দাসকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, যাহার উপর তিনি নির্ভর করিতে পারিতেন; আর সেও ব্যগ্রমনে ঈশ্বরের নিকটে এই প্রার্থনা করিয়াছিল যে, যেন তিনি এ বিষয়ে তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন। তাঁহার দাস অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া গিয়া, অবশেষে রিবিকাকে, ঈশ্বর স্বয়ং যে রমণীকে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহাকেই দেখিতে পাইল।

যখন ইস্‌হাকের নিকটে ইহার সংবাদ পঁহুছিয়াছিল, তখন তিনি এই আশ্বাসে অবশ্যই নিরতিশয় সুখবোধ করিয়াছিলেন যে, বিষয়টী সদাপ্রভুর অভিপ্রেত, আর রিবিকাকে আপনার স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করায়, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করিতেছেন। যৎকালে কন্যাটী তাহার ভবিষ্যৎ গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, তৎকালে ইস্‌হাক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। তখন সায়ংকাল, আর তিনি ইতিপূর্ব্বে কিছুকাল নির্জ্জনে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। বোধ হয়, তিনি প্রতিদিন এইরূপ করিতেন। ঈশ্বরের সহিত এইরূপে সংলাপ করায়, তাঁহার যথেষ্ট সান্ত্বনা ও বললাভ হইত।

প্রিয় পাঠক, তুমি কি এই পবিত্র ধ্যানের রসাস্বাদন করি-

যাচ্ছ? তুমি কি নিরালয়ে তোমার স্বর্গস্থ পিতার সহিত একা থাকিতে ভালবাস? দায়ূদ গীতপুস্তকে এইরূপ করিতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "মনে মনে কথা কহ।" আর তিনি নিজেও ইহার উপকারিতার রসাস্বাদন করিয়াছিলেন; এতদ্দ্বারা তাঁহার হৃদয় উত্তপ্ত ও তাঁহার অনুরাগবহ্নি প্রজ্বলিত হইত। তিনি বলেন, "ভাবিতে ভাবিতে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল।"

মধ্যে মধ্যে একাকী নির্জ্জনে গিয়া, আমাদের প্রতি ঈশ্বরের অতীত ব্যবহার, তাঁহার দয়া ও আমাদের দোষত্রুটির বিষয় চিন্তা করা আমাদের পক্ষে বড়ই উপকারী। আমাদের ত্রাণকর্ত্তা, আমাদের প্রতি তাঁহার আশ্চর্য্য প্রেম, এবং যাহারা ইহলোকে তাঁহার সেবা করে, তাহাদের জন্য তিনি যে গৃহ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার বিষয় চিন্তা করা ভাল।

ইস্‌হাকের বিবাহিত জীবন অতীব সুখকর হইয়াছিল। আমি এমন কথা বলিতেছি না যে, তাহা কেবলই সুখময়; আমাদের ন্যায় তাঁহারও ভাগ্যে সুখদুঃখ ঘটিয়াছিল। ফলতঃ, তাঁহার সমস্ত জীবনই যে সুখোজ্জ্বল হইয়াছিল তাহা নহে, আমাদের অধিকাংশের ন্যায় তাঁহারও ভাগ্যে মেঘাচ্ছন্ন দুর্দ্দিন ঘটিয়াছিল। তাঁহার পথ সর্ব্বসময়েই নিষ্কণ্টক হয় নাই, তাহা কখন কখন বন্ধুর ও কণ্টকাকীর্ণ হইয়াছিল।

তাঁহার পিতামাতা পরিণত বার্দ্ধক্যে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু আশা-ভরসাবিহীনের ন্যায় তিনি তাঁহাদের জন্য শোকাকুল হন নাই; কারণ তিনি জানিতেন যে, তাঁহারা প্রভুর দাসদাসীরূপে প্রাণত্যাগ করায় আশীর্ব্বাদের পাত্র ও পাত্রী হইয়াছেন।

ইস্‌হাক ও তাঁহার ভ্রাতা ইশ্মায়েল, হয় তো অনেক দিন পৃথক হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে ভ্রাতৃদ্বয়ের আর একবার দেখাসাক্ষাৎ হইয়াছিল। এরূপ শোকাবহ ঘটনাদ্বারা অনেক-সময় বিশেষ সুফল ফলিয়াছে; এবং পূর্ব্বে যাহাদের কোন কারণে মনান্তর হইয়াছিল, এবম্প্রকারে পুনরায় তাহাদের মনের মিল হইয়াছে। ফলতঃ, অব্রাহামের মৃত্যুতে ইস্‌হাক ও ইশ্মায়েলের এইরূপ শুভ ফল হইয়াছিল।

ইস্‌হাকের পিতার মৃত্যুর কিছুদিন পরে, তাঁহার স্ত্রী দুইটী পুত্রসন্তান প্রসব করেন। কিন্তু শয়তান অচিরে তাঁহাদের সুখের হানি করিল, কারণ সে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের সন্তানদ্বয়ের প্রতি পক্ষপাতী হইতে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ইস্‌হাক জ্যেষ্ঠ পুত্র এষৌকেই ভাল-বাসিতেন, কিন্তু রিবিকা যাকোবকে ভাল-বাসিতেন। এই পক্ষপাতিতা প্রযুক্ত তাঁহাদের ক্ষুদ্র পরিবার-মধ্যে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল, আর সম্ভবতঃ ইহাই যমজ ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিস্তর ভাবী বিবাদ-বিসংবাদের কারণস্বরূপ হইয়াছিল।

যাহাতে সন্তানগণের প্রতি কোন রূপ পক্ষপাত না হয়, সেজন্য পিতামাতার বিশেষ সাবধান থাকা আবশ্যক। যতদূর সম্ভব ততদূর তঁাহাদের সন্তানগণকে সমভাবে ভালবাসা উচিত। আর দুর্ভাগ্য বশতঃ যদি কোন একটী সন্তানের উপর অধিক অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, তবে তাহা যেন কোন কার্য্যদ্বারা বাহিরে প্রকাশ না পায়, সেজন্য সতর্ক থাকা কর্ত্তব্য।

বস্তুতঃ, ইস্‌হাকের ভাগ্যে আনন্দ ও নিরানন্দ, সুখ ও দুঃখ উভয়ই ঘটিয়াছিল। তাঁহার জন্মভূমিতে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় জীবন-রক্ষার্থে তিনি এক-সময়ে তাহা পরিত্যাগ করিয়া কিছুকালের জন্য পলেষ্টীয়দের দেশে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এরূপ বিদেশীয়দের মধ্যে, বিশেষতঃ যাহারা একমাত্র সত্য ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানিত না, তাহাদের মধ্যে গিয়া প্রবাস করা তাঁহার পক্ষে গুরুতর পরীক্ষাস্বরূপ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি এ কার্য্য স্বেচ্ছা পূর্ব্বক করেন নাই, বিপদ ও দুঃখে পড়িয়াই করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাতেও আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর আপনার মনোনীত দাসের উপরে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি যে তাঁহাকে কেবল বিপদাপদ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নহে, বরং এই বিদেশীয়দের মধ্যে অবস্থিতি করণকালে তিনি তাঁহাকে বিলক্ষণ সৌভাগ্যবানও করিয়াছিলেন। আমরা এইরূপ পাঠ করি যে, "ইস্‌হাক্ সেই দেশে চাসকর্ম্ম করিয়া সেই বৎসরে শতগুণ লভ্য করিল, এবং সদাপ্রভু তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। অতএব সে বর্দ্ধিষ্ণু হইল, এবং উত্তর উত্তর বৃদ্ধি পাইয়া অতি মহান হইল।" ফলতঃ, তাঁহার এতই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল যে, পলেষ্টীয়েরা তাঁহার উপর হিংসানেত্রে দৃষ্টিপাত করিত। কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কিছুতেই তাঁহার অমঙ্গল করিতে পারিবে না, তিনি তাঁহার বিশেষ যত্নাধীনে রহিয়াছেন।

ফলতঃ, যাঁহারা আপনাদের সমস্ত মঙ্গলামঙ্গলের ভার

ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী! তাঁহারা এ সংসারে পরীক্ষায় পতিত হইতে পারেন। অধার্ম্মিক লোকদের ঠাট্টাবিদ্রূপের জ্বালায় জ্বালাতন হইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার হস্তে তাঁহারা নিরাপদ থাকিবেন, এবং সর্ব্ববিষয়কে তিনি তাঁহাদের মঙ্গলসাধক করিবেন।

কিন্তু ইস্‌হাকের শেষকালে, তাঁহার ভাগ্যে অন্য রূপ দুঃখ-ক্লেশ ঘটিয়াছিল। বহুদিন ধরিয়া তিনি দৃষ্টিহীন হইয়া দুঃখ-ভোগ করিয়াছিলেন; আর এই সময়ে তাঁহার এক পুত্রের প্রবঞ্চনা, আর এক পুত্রের অধার্ম্মিকতা প্রযুক্ত, তাঁহার শেষ-কালটী নিরানন্দে অতিবাহিত হইয়াছিল।

দুইটী সন্তানের একটীর প্রতি পক্ষপাতিতা করিয়া ইস্‌হাক্ যে দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন, সেজন্য তাঁহাকে এইরূপে দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। আর এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঈশ্বর আপনার দাসগণকেও অনুচিত কার্য্য করার জন্য দণ্ড দিয়া থাকেন।

কিন্তু সদাপ্রভু ইস্‌হাককে ভালবাসিতেন, এবং তাঁহার মঙ্গলের জন্যই দুঃখ দিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, তাঁহার ভাগ্যে যে যে দুঃখক্লেশ ঘটিয়াছিল, তাহা এক জন প্রেমময় পিতাই ঘটিতে দিয়াছিলেন; আর এখন ইস্‌হাক দুঃখক্লেশ, পরীক্ষা-প্রলোভন হইতে দূরে অবস্থিতি করিতেছেন, সে সকল এক্ষণে আর তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না। যে দেশে শোকদুঃখ নাই, কখন অশ্রুপাত করিতে হয় না, তিনি এখন সেই সুখময় দেশের অধিবাসী।

প্রেমময় প্রভো, যদি আমাদের পরীক্ষার আবশ্যক থাকে,

তবে তাহা আমাদের ভাগ্যে ঘটাও। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে আমাদিগকে শাস্তি দেও। কিন্তু আমাদিগকে আমাদের নিজের শক্তিতে পরিত্যাগ করিও না। সর্ব্বাপেক্ষা, "বৃদ্ধাবস্থায় আমাকে ছাড়িও না, আমার বল ক্ষয় পাইলে আমাকে পরিত্যাগ করিও না।"

যাকোব

বা

ঈশ্বরের সহিত মল্লযুদ্ধকারী।

যাকোবের সম্বন্ধে আমরা শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে যাহা জ্ঞাত হই, তাহা এই যে, "যাকোব শান্ত মনুষ্য, সে তাম্বুগৃহে বসিয়া থাকিত।" আমি অনুমান করি, ইহার অর্থ এই যে, তিনি শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, এবং কৃষিকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিতেন।

তাঁহার প্রকৃতির দুইটী দোষের উল্লেখ করা হইয়াছে; আর তাঁহার সদ্‌গুণরাজির উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে আমি ঐ দুইটীর কথা বলিতে ইচ্ছা করি।

তাঁহার ভ্রাতা এষৌকে তাহার জ্যেষ্ঠাধিকার হইতে বঞ্চিত করাই তাঁহার প্রথম অপকার্য্য। এষৌ ও যাকোব যমজ ছিলেন; কিন্তু দুই জনের মধ্যে এষৌই জ্যেষ্ঠ ছিল। অপর, এইরূপ বোধ হইতেছে যে, যখন তাঁহাদের বয়ঃক্রম প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর, তখন যাকোব এষৌর প্রতি ভারী অন্যায় ব্যবহার করিয়াছিলেন। এক দিন মৃগয়া করিতে গিয়া, এষৌ শ্রান্তক্লান্ত হইয়া বাটীতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক যাকোবকে আপনার জন্য খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে দেখিল। তাহাতে

সে আপনার ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই খাদ্য দ্রব্যের কিছু যাচ্ঞা করিল। তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া যাকোব তৎক্ষণাৎ ঐ সুযোগে তাহার সহিত একটী নির্দ্দয় চুক্তি-স্থির করিলেন এবং তাহাকে আপনার জ্যেষ্ঠাধিকার বিক্রয় করিতে প্রলুব্ধ করিলেন। ক্ষুধাতুর হওয়ায় এষৌ উহাতে সম্মত হইল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া তাহার যে অধিকার ছিল, ক্ষণ-কালীন অবিমৃষ্যকারিতার বশবর্ত্তী হইয়া সে তাহা বিক্রয় করিল। যাকোব তাঁহার মাতার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া ইহা বিলক্ষণ সম্ভব যে, তিনিই এই অনুদার দুষ্কার্য্যের মূলীভূত কারণ; এবং তাঁহার পুত্রকে সৎপথে রাখিতে চেষ্টা না করিয়া বরং তিনিই তাঁহাকে কুপথগামী করিয়াছিলেন।

ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, যাকোব আপনার ভ্রাতাকে প্রবঞ্চনা করিবার আর একটী সুযোগ অবলম্বন করেন। আর ইহাতেও রিবিকা তাঁহাকে অনুচিত কার্য্য করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। ইস্‌হাক এই সময়ে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়া-ছিলেন। তাঁহার চক্ষু নিস্তেজ ও শরীর দুর্ব্বল হইয়া গিয়া-ছিল। তিনি পুনরায় শিশুবৎ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রদ্বয়কে অন্তিমকালে আশীর্ব্বাদ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে আসিতে আজ্ঞা করিলেন। যাকোব সেই সময়ে তথায় উপস্থিত থাকায়, আপনার বর্ষীয়ান পিতাকে প্রবঞ্চনা করিবার উপায় করিয়া স্বীয় ভ্রাতার প্রাপ্য আশীর্ব্বাদ ছলনা পূর্ব্বক আত্মসাৎ করিলেন।

তিনি যে তাঁহার পিতার আশীর্ব্বাদকে দুর্লভ জ্ঞান করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসাযোগ্য বটে, কিন্তু তিনি যে

তাহা অপহরণ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং যাহা স্পষ্টই তাঁহার ভ্রাতার প্রাপ্য, তাহা হইতে তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন, ইহা অতীব দোষাবহ। শলোমন বলেন, "মিথ্যা কথার ফল মানুষের মিষ্ট ভক্ষ্য বোধ হয়, কিন্তু পশ্চাৎ তাহার মুখ কাঁকরেতে পরিপূর্ণ হয়।" যাকোবও নিঃসন্দেহেই ঐরূপ দেখিতে পাইয়াছিলেন; আর ইস্‌হাকের মৃত্যুর পর, যখন এষৌ তাঁহাকে বধ করিবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল, তখন তাঁহার এই অন্যায় আচরণের জন্য তিনি অবশ্যই অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়াছিলেন।

যাকোবের অপরাধ গুরুতর বটে; কিন্তু তাঁহার অনুতাপ গভীর ও মনোদুঃখ অকপট ছিল। আর তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী আচরণের দ্বারা দেখাইয়াছিলেন যে, তিনি এক জন পবিত্র ও পরিবর্ত্তিতমনা লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অতঃপর আইস, আমরা যাকোবের ইতিহাসের উজ্জ্বল দিকটী আলোচনা করিয়া দেখি।

যখন তিনি তাঁহার ভ্রাতার ক্রোধানল হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য পদ্দন-অরামে গমন করিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে এমন একটী ঘটনা সংঘটিত হয়, যাহাতে প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার স্বর্গস্থ পিতার বিশেষ প্রীতির পাত্র ছিলেন। বন্ধুর মৃত্তিকাকে শয্যা এবং কঠিন প্রস্তরকে উপাধান করিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি-যাপন করেন। কিন্তু তিনি যেরূপ সুখময় রজনীযাপন করিয়াছিলেন, কোন রাজপুত্র রাজভবনে কখন সেরূপ রজনী-যাপন করেন নাই। সদাপ্রভু তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, যেমন তিনি অব্রাহাম

ও ইস্‌হাকের সহবর্ত্তী ছিলেন, তেমনি তাঁহারও সহবর্ত্তী থাকিবেন; যে দেশের মধ্য দিয়া তিনি যাইতেছেন, এক দিন তাহা তাঁহারই হইবে, এবং তিনি তাঁহার বংশবৃদ্ধি ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সৌভাগ্যশালী করিবেন। যখন যাকোবের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন তাঁহার এইরূপ বোধ ও বিশ্বাস হইল যে, ঈশ্বর তাঁহার সন্নিকটে আছেন; তিনি কহিলেন, "অবশ্য এই স্থানে সদাপ্রভু আছেন, এবং আমি তাহা জ্ঞাত ছিলাম না।"

অনেক-সময় এইরূপ ঘটে যে, যখন ঈশ্বরের সন্তানদের মস্তক অতি কঠিন বস্তুর উপরে শায়িত থাকে, এবং তাঁহারা দুঃখক্লেশে অবসন্নপ্রায় হন, তখনই তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দানুভব করেন। যখন বোধ হইতে থাকে যে, তাঁহারা অন্যান্য লোকের আনুকূল্যে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখনই ঈশ্বর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদ্যত হন। যাকোবের সম্বন্ধেও এইরূপ হইয়াছিল। এই বিস্তীর্ণ জগৎমধ্যে তিনি যে একাকী ছিলেন না, কিন্তু তাঁহাকে পথ-প্রদর্শন করণার্থে এবং উৎসাহ দিবার জন্যে ঈশ্বর যে তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, তাহা নিশ্চিত জ্ঞাত হওয়া তাঁহার পক্ষে সুখের বিষয় ছিল। আর এইরূপ আশ্বাসে আমরাও কি আশ্বস্ত হইতে পারি না? যীশু কি তাঁহার দাসগণের প্রত্যেককেই বলেন না, "যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি?" এ বিষয় নিশ্চিত জ্ঞাত হওনার্থে আমাদের কোন দর্শনের আবশ্যক নাই। প্রভু আপনার বাক্যে ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া গীতরচকের এই গীতটী গান করিতে উদ্যত হওয়াই আমা-

দের উচিত, যথা—"ঈশ্বর আমাদের আশ্রয় ও বলস্বরূপ; তিনি সঙ্কটকালে নিতান্ত সুগম উপকারী। অতএব যদ্যপি পৃথিবী পরিবর্ত্তিত হয়, ও পর্ব্বতগণ টলিয়া সমুদ্রের মধ্যস্থলে পড়ে, তথাপি আমরা ভয় করিব না। বাহিনীগণের সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গী; যাকোবের ঈশ্বর আমাদের উচ্চ দুর্গ।" যাকোব প্রার্থনাপরায়ণ লোক ছিলেন; আর এইরূপ লোকদের নিকটেই ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন এবং প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত থাকেন।

বিংশতি বৎসর বিদেশে থাকিয়া তৎপরে যাকোব কনান দেশে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ ভয়ে ভয়ে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, কারণ তিনি জানিতেন না যে, তাঁহার ভ্রাতা তাঁহার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবে। এতদুপলক্ষে তিনি যেরূপ আচরণ করিয়াছিলেন, তাহা সরল ও পুরুষোচিত। তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পরাঙ্মুখ না হইয়া বরং তিনি তাহা করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। এজন্য তিনি এষৌর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাত করেন। অপর, যখন এষৌ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিল, তখন যাকোব এ সাক্ষাতের ফলাফল না জানাতে, আপনাকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিয়া প্রার্থনা করিলেন, যেন তিনি তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং সাক্ষাতের ফল শুভ হয়।

দুই ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী রজনীটী যাকোবের পক্ষে গম্ভীরভাবোৎপাদক রজনী ছিল। কিছুকালের নিমিত্তে তাঁহার পরিবারবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া, তিনি একাকী

ঈশ্বরের সহিত সংলাপে ব্যাপৃত হন। আর তৎপরে আমরা জ্ঞাত হই যে, "এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন।" এই উপলক্ষে যাকোব এতই আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "তুমি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তোমাকে ছাড়িব না।"

ইহা একটী অতীব নিগূঢ় বিষয়, আর ইহা ব্যাখ্যা করা দুষ্কর। কিন্তু আমরা ইহা হইতে যে শিক্ষাপ্রাপ্ত হই, তাহা সুস্পষ্ট; অর্থাৎ প্রার্থনাকালে আগ্রহবান হওয়া ও পুনঃপুনঃ যত্ন করা এবং আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ না করিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া না দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

সেই দিনাবধি তাঁহার নাম পরিবর্ত্তিত ও তাঁহাকে একটী নূতন নাম প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি ইস্রায়েল্ আখ্যায় অভি-হিত হইয়াছিলেন; ইহার অর্থ, ঈশ্বরজয়ী; "কেননা তিনি রাজার ন্যায় ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছিলেন।"

আর এই প্রার্থনায় কেমন শুভ ফল ফলিয়াছিল, তাহা দেখ। তিনি এক্ষণে নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁহার ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে কুশল ও মঙ্গলবাদ হইতে লাগিল।

কিন্তু যে ঈশ্বর তাঁহাকে এইরূপ দূর দেশে লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সমস্ত বিপদাপদে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া পুনরায় নিরা-পদে স্বগৃহে আনিয়াছিলেন, যখন যাকোব অবশেষে আপনার জন্মস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি সেই দয়াময় ঈশ্বরকে ভুলেন নাই। তিনি অবিলম্বে একটী যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিয়া প্রার্থনা ও স্তবস্তুতি-রূপ নৈবেদ্য উৎসর্গ করিলেন।

তৎপরে তিনি ত্রিশ বৎসর কনান দেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় সেই একই "তাম্বুগৃহবাসী শান্ত মনুষ্য" ছিলেন। তাঁহার বারোটী পুত্র আপনাদের মেষগবাদির পাল লইয়া চরাইয়া বেড়াইত, আর তিনি নিজে শান্তিতে গৃহে জীবন-যাপন করিতেন।

কিন্তু অন্যান্য লোকের ন্যায় যাকোবের যে পরীক্ষা ছিল না, এমন নহে। ঈশ্বর তাঁহাকে কিছুকালের জন্য তাঁহার প্রিয় পুত্র যোষেফকে হারাইয়া নিরানন্দে পতিত হইতে দিয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল বিষয় তাঁহার মঙ্গলসাধক হইয়াছিল, তন্মধ্যে ইহাও একটী; কারণ তৎপরে কনান দেশে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হইলে, যখন তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে শস্যের জন্য মিসরে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বহুকাল অনুদ্দিষ্ট তাঁহার সেই হারাধন যোষেফ তথায় আছেন, সেই দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন এবং তাঁহার পরিবারবর্গকে আপনার যত্নাধীনে গ্রহণ করিতে সক্ষম আছেন।

সন্তানগণে পরিবেষ্টিত হওয়ায়, তাঁহার প্রিয় পুত্র নিকটে থাকায়, এবং স্বীয় বার্দ্ধক্যের অভাবাদি দূর ও সুখ-স্বচ্ছন্দতা সম্পাদন করণোপযোগী যাহা যাহা আবশ্যক, তৎসমস্ত উপভোগ করিতে পাওয়ায়, যাকোবের জীবনের শেষকালটী বাস্তবিকই সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল।

মৃত্যুকাল নিকটবর্ত্তী হওয়ায়, তিনি আপনার পুত্রদিগকে শয্যাপার্শ্বে সমবেত হইতে বলিলেন, এবং এক এক করিয়া তাহাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহিবার সময়, তিনি সহসা বিশ্বাস ও আস্থা-

ব্যঞ্জক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "হে সদাপ্রভো, আমি তোমা-দ্বারা পরিত্রাণের অপেক্ষাতে আছি ;" এই কথা বলিয়া তৎপরে শান্তিতে ঈশ্বরের হস্তে আপনার আত্মা-সমর্পণ করিলেন।

দায়ূদ বলেন, "সদাপ্রভুর দৃষ্টিতে তাঁহার সাধু লোকদের মৃত্যু বহুমূল্য।" বাস্তবিক, যখন আমরা এই জগতের সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া চিরকালের জন্য আমাদের স্বর্গস্থ পিতার ক্রোড়ে বিশ্রাম লইতে যাই, তখন ভিন্ন আর কখনও আমরা তাঁহার এত প্রিয় নহি। ঐ ভয়ঙ্কর সময়ে, যখন তাঁহার সাহায্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যক, তখনই তিনি তাহা দান করিতে ভাল বাসেন। তিনি বলেন, "ভয় করিও না কেননা আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; নিরাশ হইও না, কেননা আমি তোমার ঈশ্বর।"

ঈশ্বরের এই ভক্ত দাসের পরিণামের ন্যায় আমাদেরও পরিণাম যেন শান্তিপূর্ণ ও সুখকর হয়! যেন আমরা এইরূপ অনুভব করি যে, আমরা এখানে বাস্তবিক বিদেশী ও প্রবাসীমাত্র, এবং আমাদের ঊর্দ্ধলোকস্থ প্রকৃত গৃহের অপেক্ষায় আছি! অধিকন্তু, আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জন্য যে পরিত্রাণ-কার্য্য সাধন করিয়াছেন, বিশ্বাস ও ধৈর্য্য পূর্ব্বক তাহার অপেক্ষায় থাকিয়া যেন আমরা যাকোবের ন্যায় সুখ এবং শান্তিতে প্রাণত্যাগ করিতে পারি!

যোষেফ

বা

প্রকৃত সৌভাগ্যের নিগূঢ় কারণ।

সৌভাগ্য কি ? এক জন বলেন, জগতে সুখস্বচ্ছন্দে থাকা, এবং কোনরূপ বিপদাপদ ও দুঃখক্লেশ সংঘটিত না হওয়াই সৌভাগ্য। আর এক জন বলেন, শারীরিক স্বাস্থ্য ও সামর্থ্য উপভোগ করা এবং পারিবারিক মঙ্গল হওয়াই সৌভাগ্য। আবার আর জন বলেন, বৈষয়িক ব্যাপারে কৃতকার্য্য ভালাভ করিয়া, বা ব্যবসায়-বাণিজ্যে আশাতীত লাভবান হইয়া সহসা ক্রোরপতি হওয়াই সৌভাগ্য। কিন্তু ধর্ম্মপুস্তকে আমাদিগকে যে প্রকৃত সৌভাগ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার নিকটে এ সকল কিছুই নহে। এক্ষণে দেখা যাউক, যোষেফের বিবরণে ইহার কোন আভাস পাওয়া যায় কি না।

যোষেফ যাকোবের অল্পবয়স্ক পুত্রগণের এক জন এবং তাঁহার প্রিয়তমা ভার্য্যার সন্তান ছিলেন। তাঁহার মাতার জন্য যাকোব তাঁহাকে শৈশবকাল হইতে ভাল বাসিতেন। যোষেফ ও বিন্যামীনের জন্মগ্রহণের পর রাহেলের প্রাণবিয়োগ হওয়ায়, তাঁহারা উভয়েই তাঁহাদের বিপত্নীক পিতার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন।

যোষেফের প্রতি এইরূপ বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করায়, তাঁহার ভ্রাতৃগণের অন্তরে হিংসার উদ্রেক হইল। আর তিনি এই সময়ে যে কতিপয় স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা তাঁহার প্রতি তাহাদের আরও ঘৃণাবৃদ্ধি হইল। সুতরাং তাহারা তাঁহার উপর সতত যৎপরোনাস্তি বিদ্বেষনেত্রে দৃষ্টিপাত করিত, এবং তাঁহাকে দূর করিয়া না দেওয়া পর্য্যন্ত তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই। এই কার্য্য করিবার সুযোগও এক দিন উপস্থিত হইল। কয়েক জন বিদেশীয় বণিক তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া মিসরে গমন করিতেছিল; তাহাতে তাহারা যোষেফকে তাহাদের নিকটে বিক্রয় করিল।

যখন তিনি একদা তাঁহার ভ্রাতৃগণের নিকটে গমন করিলেন, তখন তিনি আদৌ ভাবেন নাই যে, তাহারা তাঁহার বিপক্ষে ষড়যন্ত্র করিতেছে। তিনি কিছুমাত্র সন্দেহ করেন নাই যে, যাহারা তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধপাশে আবদ্ধ, তাহারাই তাঁহার প্রতি এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে যাইতেছে। তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, আমি আর কখন আমার পিতৃগৃহে পদার্পণ করিতে পাইব না। কিন্তু বিদ্বেষ বশতঃ ভ্রাতার হৃদয়ও কঠিন হইয়া যাইতে পারে। ফলতঃ, যোষেফের ভ্রাতৃগণ নিকটে দণ্ডায়মান থাকিয়া, এক বিন্দু অশ্রুপাত না করিয়া, এই সকল ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ীকে মৃদুস্বভাব ও নিরীহ বালককে লইয়া যাইতে দেখিতে এবং তাঁহার কাতরোক্তি শ্রবণ করিতে পারিয়াছিল।

আহা! সতর বৎসর বয়ঃক্রম-কালে, পিতামাতা ও গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে প্রবাস করা এই দুর্ভাগ্য তরুণ-

বয়স্ক ক্রীতদাসের পক্ষে কি ঘোর বিড়ম্বনা! বিশেষতঃ তাঁহাকে পরামর্শ দিবার, তাঁহার দুঃখের সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার কেহই ছিল না, তাঁহার তরুণ হৃদয়ের অন্তর্জ্বালা প্রকাশ করিতে পারেন, এমন কেহই ছিল না। এরূপ স্থলে তাঁহার মনোবেদনা যে কেমন তীব্র, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়।

কিন্তু সেখানে তাঁহার কি কেহই ছিলেন না? তাঁহাকে সান্ত্বনা ও সাহসদান করণার্থে নিকটে কি কোন বন্ধুই নাই? পিতার প্রেম ও ভ্রাতার স্নেহে তাঁহাকে সাহায্য করিতে তাঁহার পার্শ্বে কি কেহই নাই? থাকিবেন না কেন? সেই-খানে এক জন অদৃশ্য পিতা ও বন্ধু ছিলেন; তাঁহাকে তিনি জানিতেন, ভালবাসিতেন এবং তাঁহার সেবা করিতেন; এক জন সর্ব্বশক্তিমান পিতা সতত তাঁহার নিকটে উপস্থিত ছিলেন, এবং অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি আপনার কোন দাসকে কখন ছাড়িবেন না বা পরিত্যাগ করিবেন না।

যোষেফ মিসর দেশে উপস্থিত হইলে পর, ঘটনাক্রমে তিনি রাজার এক জন কর্ম্মচারীর হস্তে পতিত হন, আর উক্ত রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহাকে আপনার পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত করেন; এবং তাঁহার ভদ্র ও সদ্ব্যবহার প্রযুক্ত তিনি অচিরে আপনার প্রভুর অনুগ্রহভাজন হয়েন। তৎকালাবধি তিনি সৌভাগ্য-শালী হইতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের দাসগণের ভাগ্যে নির-বচ্ছিন্ন সৌভাগ্য কদাচিৎ ঘটে। তিনি যাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে সর্ব্বাপেক্ষা ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে কখন কখন কঠিন ও বন্ধুর পথ দিয়া লইয়া যান। তিনি তাঁহাদের পানপাত্রে তিক্ত

ও মিষ্ট উত্তরই দিয়া থাকেন। অতএব যোষেফকে—সৌভাগ্য-শালী যোষেফকে সত্বরেই একটী মিসরীয় কারাগারের অধিবাসী দেখিয়া, তুমি বিস্মিত হইও না। সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী হইলেও তাঁহার প্রভু-পত্নীর একটী মিথ্যা অপবাদে তাঁহাকে কারাগারে যাইতে হইয়াছিল। কিন্তু কারাগারের কোন অর্গলই তাঁহা হইতে তাঁহার স্বর্গস্থ পিতাকে বাহিরে রাখিতে পারে নাই। "ধার্ম্মিকেরা ক্রন্দন করিলে সদাপ্রভু অবধান করেন; এবং তাহাদের সকল সঙ্কট হইতে তাঁহাদিগকে উদ্ধার করেন।" যোষেফের সম্বন্ধেও তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার ঈশ্বর এই কারাবাস এবং অন্যান্য বিষয়কে তাঁহার কল্যাণসাধক করিয়াছিলেন। সেই কারাগারেই তিনি মিত্রলাভ করিয়াছিলেন, এবং কারামুক্ত হইলে পর, তিনি পুনরায় আপনার প্রভুর অনুগ্রহভাজন হইয়াছিলেন।

এইরূপে বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল, এবং যুবা যিহূদী ক্রীতদাস উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিতে লাগিলেন; অবশেষে তিনি ফরৌণের রাজ্যে সর্ব্বোচ্চ পদে অধিরোহণ করিলেন। সত্য সত্যই, "সদাপ্রভুই নত ও উন্নত করেন। তিনি ধূলি হইতে দীনকে ও সারের ঢিবি হইতে দরিদ্রকে উঠাইয়া অধ্যক্ষদের মধ্যে বসান ও প্রতাপের সিংহাসনের অধিকারী করেন।"

কিন্তু অতঃপর যোষেফের কাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়-স্পর্শী ঘটনাটী সংঘটিত হইয়াছিল। তাঁহার সমস্ত সুখসৌভাগ্য ও মহত্ত্ব সত্ত্বেও তাঁহার মন নিঃসন্দেহেই সতত তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি কনান দেশের দিকে, তাহাঁর বাল্যকালের

গৃহের দিকে ধাবিত হইত। কিন্তু সেই ধনধান্য-পরিপূর্ণ, "দুগ্ধমধুপ্রবাহী" দেশটী এই সময়ে দুর্ভিক্ষ ও দুঃখক্লেশের আবাস হইয়া পড়িয়াছিল, এবং বিস্তর লোকে মিসরে শস্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিল। পর পর কত লোকই আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, এবং যোষেফ নিঃসন্দেহেই তাঁহার কানন দেশস্থ প্রিয়জনদের সম্বন্ধে তাহাদের নিকটে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাদের বিষয়ে তিনি এ পর্য্যন্ত কোন বিশ্বাসযোগ্য সংবাদ-প্রাপ্ত হন নাই।

অবশেষে একদিন কতকগুলি লোক—সংখ্যায় দশ জন—আসিয়া যোষেকের সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্ভিক্ষ বশতঃ তাহারা যে দুঃখক্লেশে পড়িয়াছে, তাহার কথা বলিয়া, তাহারা রাজকীয় গোলাঘর-সঞ্চিত শস্য হইতে কিছু শস্য ক্রয় করিবার অনুমতি চাহিল।

তিনি তাহাদের মুখের দিকে অনিমেষনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া এমন কিছু দেখিতে পাইলেন, যাহাতে তাঁহার গভীর মনোবেগ উপস্থিত হইল। সত্য বটে, বিশ বৎসর বা ততোধিক কাল গত হইয়াছিল, তিনি ঐ সকল মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন; তথাপি তাহাতে এমন সকল চিহ্ন ছিল, যাহা অবলোকন করিয়া তিনি স্পষ্টই চিনিতে পারিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহার যে ভ্রাতারা তাঁহার সহিত এত অসদ্ব্যবহার করিয়াছিল, কিন্তু তিনি যাহাদিগকে এখনও সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসেন, ইহারা যে তাঁহার সেই নিজের ভ্রাতা, তাহা জানিতে পারিয়া, তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সাগরে ভাসমান হইলেন। তাহারা মিসরে শস্য ক্রয় করিতে আসিয়াছিল কিন্তু তাহারা কখনও ভাবে নাই

যে, যোষেফ তথায় আছেন এবং তদ্দেশের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন, ও রাজার অপেক্ষা কেবল এক পদমাত্র নিম্নে আছেন।

যখন ভ্রাতৃগণ, বহুকালের বিচ্ছেদের পর, পুনরায় একত্র হইলেন, তখনকার সেই মিলন কেমন আনন্দকর হইয়াছিল! অধিকন্তু, যখন শত বর্ষাধিক বয়স্ক বৃদ্ধ যাকোব অনেক মনোদুঃখ-ভোগের পর, তাঁহার হারাধন যোষেফকে পুনর্ব্বার আলিঙ্গন করিতে সক্ষম হইলেন, তখন তাঁহাদের সুখের পরিমাণ পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজমান হইল।

যখন সেই ধার্ম্মিক বৃদ্ধের নিকটে প্রথমে এইরূপ সংবাদ পঁহুছিল যে, যোষেফ, তাঁহার হারাধন যোষেফ, এখনও জীবিত আছেন, তখন তাঁহার কতই আনন্দ হইয়াছিল! যে বিন্যামীন স্বীয় ভ্রাতৃগণের সঙ্গে মিসরে গিয়াছিল, তাহার প্রত্যাগমনে যাকোবের হৃদয় সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ হইল; কিন্তু তাঁহার প্রিয়তম পুত্র, তাঁহার হারানিধি যোষেফ যে, এখনও জীবিত আছেন, এ সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দে অধীর হইয়াছিলেন। যদি তিনি কেবলমাত্র শুনিতে পাইতেন যে, যোষেফ জীবিত থাকিয়া দাস্য-কর্ম্ম করিতেছেন, তাহাতেও তাঁহার নিরতিশয় আহ্লাদ হইত। কিন্তু তিনি যে একটী দেশের অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া মহা সম্মানে কালযাপন করিতেছেন, এ সংবাদ শ্রবণ করিয়া যাকো-বের হৃদয় অবশ্যই কৃতজ্ঞতায় এবং তাঁহার ওষ্ঠাধর স্তব-স্তুতিতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। ঈশ্বরের সুস্থকারিণী ক্ষমতার মধুরতা আস্বাদন করিবার জন্য তিনি কি আমাদিগকে অনেক সময় এইরূপে আহত করেন না? যেন আমরা স্ব স্ব যোষেফগণের পুনঃপ্রাপ্তিতে অধিকতর আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ হই, এজন্য

তিনি কি কখন কখন কিছুকালের নিমিত্তে তাহাদিগকে আমাদের নিকট হইতে দূরে লুকাইয়া রাখেন না?

কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তানের ন্যায় যোষেফ যে স্বীয় ভক্তিভাজন বর্ষীয়ান পিতার সুখ স্বচ্ছন্দতার বিষয়ে সাতিশয় যত্নবান হইয়াছিলেন; বিশেষতঃ তাঁহার যে ভ্রাতৃগণ তাঁহার এত অনিষ্ট করিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তিনি যেরূপ উদার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিক প্রশংসার অতীত। তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিয়াছিলেন, এবং এই কথা বলিয়া তাহাদের অপরাধক্লিষ্ট অন্তরে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, "তোমরা আমাকে এই স্থানে বিক্রয় করিয়াছ, ইহার জন্যে এখন মনস্তাপিত কি বিরক্ত হইও না; কেননা প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর তোমাদের অগ্রে আমাকে পাঠাইয়াছেন।" এইরূপে তাঁহার প্রতি তাহাদের নিষ্ঠুর ও পাপিষ্ঠাচরণের জন্য তাহাদিগকে ভৎসনা না করিয়া, বরং ঈশ্বর যে, আশ্চর্য্য দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক অনিষ্ট হইতে ইষ্টসাধন করিয়াছেন, এবং যে ঘটনাকে তাহারা এত লজ্জার বিষয় বলিয়া মনে করিতেছে, তাহা তাঁহার ও তাহাদের উভয়ের মঙ্গলসাধনের উপায়-স্বরূপ করিয়াছেন, সেজন্য তাহাদিগকে তাঁহার প্রশংসা করিতে বলিতেছেন।

কিন্তু যোষেফের সৌভাগ্যের নিগূঢ় কারণ কি? তিনি যে, মিসরে আসিয়া দয়ালু লোকের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন, তাহা আকস্মিক ঘটনা নহে। তাঁহার নিজের বিজ্ঞতা বা তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রযুক্ত তিনি আপনার উন্নতিলাভ এবং দুঃখ-দুর্দ্দশা অতিক্রম করিয়া সুখের সোপানে আরোহণ করেন নাই। আমরা আদিপুস্তকের ৩৯; ২ পদে ইহার নিগূঢ় কারণ দেখিতে পাই, যথা—

"সদাপ্রভু যোষেফের সহবর্ত্তী ছিলেন, এবং সে কার্য্যদক্ষ লোক হইল।"

পাঠক, তিনি যেমন সৌভাগ্যবান হইয়াছিলেন, তুমি কি সেইরূপ হইতে ইচ্ছা কর? তবে তাঁহার ঈশ্বরকে অবশ্যই তোমার ঈশ্বর করিতে হইবে, এবং তাঁহার পবিত্র ও নির্দ্দোষ আচরণের ন্যায় তোমারও আচরণ পবিত্র ও নির্দ্দোষ হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বর যে আমাদের সহবর্ত্তী আছেন; আমাদিগকে পথপ্রদর্শন করণার্থে, প্রত্যেক ঝঞ্ঝাটে আমাদিগকে পরামর্শ দান করণার্থে, প্রত্যেক আপদ-বিপদে আমাদিগকে রক্ষা করণার্থে, তিনি যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন, প্রতিদিন এবং প্রতিদিনের প্রতিঘণ্টায়, ইহা হৃদয়ঙ্গম করা কেমন সুখকর ও উৎসাহদায়ক! আমরা যে তাঁহার হস্তে আছি এবং তিনি যে আমাদিগকে উপযুক্ত পথ দিয়া আমাদের স্বর্গীয় বিশ্রামে লইয়া যাইতেছেন, ইহা অনুভব করা, কেমন সুখের বিষয়!

আহা! ঈশ্বর একদা মোশিকে যেমন বলিয়াছিলেন, "আমার শ্রীমুখ তোমার সহিত গমন করিবেন;" কিম্বা যীশু যেমন তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "যুগান্ত পর্য্যন্ত সকল দিন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি," তেমনি আমাদিগকেও যেন বলেন।

ইয়োব্

বা

দুঃখক্লেশজনিত সুফল।

ইয়োব্ কে? আমরা আজীবন তাঁহার সহিষ্ণুতার কথা শুনিয়াছি ও বলিয়াছি; সুতরাং তাঁহার ইতিহাস একটু আলোচনা করিয়া দেখা ভাল।

আমরা শাস্ত্রে সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার বিষয়ে এইরূপ জ্ঞাত হই, "উষদেশে ইয়োব্ নামে এক ব্যক্তি ছিল; সে যাথার্থিক ও সরল ও ঈশ্বরের ভয়কারী ও কুক্রিয়াত্যাগী লোক। তাহার সাত পুত্র ও তিন কন্যা জন্মিল, এবং তাহার সাত সহস্র মেষ ও তিন সহস্র উষ্ট্র ইত্যাদি ছিল; বস্তুতঃ পূর্ব্বদেশ নিবাসি লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ ছিল।"

অতএব ইয়োব্ একজন অতি ধনবান লোক ছিলেন, সম্ভবতঃ তাঁহার স্বদেশস্থ লোকদের মধ্যে প্রধান ব্যক্তি। এতদ্ভিন্ন, তিনি একজন সৎলোক ছিলেন। কিন্তু শাস্ত্রে তিনি "যাথার্থিক ও সরল" বলিয়া বর্ণিত হইলেও, তদ্দ্বারা এমন বুঝায় না যে, তিনি নির্দ্দোষী ছিলেন; বরং তিনি যে পবিত্র, সরল ও ঈশ্বরের যথার্থ সেবক ছিলেন, ইহাই বুঝায়।

কিন্তু ইয়োবের ভাগ্যে যে বিপদ ও পরীক্ষা ঘটিয়াছিল, তাহা দুর্ব্বহ; বোধ হয়, আমরা যত লোকের পরীক্ষার বিষয় পাঠ করি, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা গুরুতর ছিল। ফলতঃ, শয়তান ঈশ্বরের দাসগণের সর্ব্বনাশ করিতে সতত সচেষ্ট। পারিলে, সে তাঁহাদিগকে তাঁহাদের উন্নত অবস্থা হইতে অবনত করিতে ইচ্ছুক। আর ইয়োবের সম্বন্ধে বিশেষরূপে এইরূপই হইয়াছিল। সে তাঁহাকে নিদারুণরূপে আক্রমণ করিয়াছিল। "লোকে যেমন চালনীতে শস্য নাচায়, তদ্রূপ নাচাইবার জন্যে সে তাহাকে আপনার বলিয়া চাহিয়াছিল।"

ইয়োব সৌভাগ্যে কাল-যাপন করিতেছিলেন, এমন সময় এক দিন সহসা একজন বার্ত্তাবাহক আসিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিল যে, কতকগুলা দস্যু আসিয়া তাঁহার পশুপালের কতক কতক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। তাহার কিঞ্চিৎ পরে, আর এক-জন সংবাদদাতা উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জ্ঞাত করিল যে, তাঁহার উষ্ট্রগণ অপহৃত, এবং যে সকল ভৃত্যেরা তাহাদের প্রহরিতা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিল, তাহারা হত হইয়াছে। ইহাই যথেষ্ট অশুভ সংবাদ; কিন্তু ইহা অপেক্ষা দুঃসংবাদ এখনও আসিতে বাকি ছিল। শেষ বার্ত্তাবাহকের কথা সামাপ্ত হইতে না হইতে, আর একজন উপস্থিত হইয়া আরও ভয়ানক সংবাদ দিল; সে বলিল, সহসা একটী ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, এবং মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার সন্তানগণের সকলেই মারা পড়িয়াছে।

অধিকাংশ লোকের ভাগ্যে যে পরীক্ষা ঘটে, তাহা অপেক্ষা ইহা বাস্তবিক উৎকট পরীক্ষা। আঃ, শয়তান কেমন ব্যগ্রভাবে এই পরীক্ষার ফল দেখিতেছিল! সে দেখিতে চাহিয়াছিল

যে, তিনি ঈশ্বরের বিরোধী হইয়া অবিশ্বাসব্যঞ্জক কোন অবিবেচনার কথা কহিয়া ফেলেন। কিন্তু তাহার আশা-পূর্ণ হয় নাই। এই ভীষণ ঝটিকা তাঁহার উপর দিয়া বাহিয়া গিয়াছিল; কিন্তু তাঁহার আত্মার কোন হানি হয় নাই। বাস্তবিক তাঁহার উপর আর একজনের দৃষ্টি ছিল; তিনি তাঁহাকে পিতৃতুল্য প্রেমে ভাল-বাসিতেন, এবং পিতৃতুল্য যত্নে পোষণ করিতেন। বস্তুতঃ যে প্রেমময় পিতা সতত তাঁহার দুঃখদুর্দ্দশাগ্রস্ত সন্তানগণের পথ লক্ষ্য করেন, এবং তাহাদের দুঃখক্লেশের প্রত্যেকটীতে অবধান করেন, তাঁহারই দৃষ্টি ছিল।

কিন্তু ঈশ্বরের এই দাস যেরূপ নম্রভাবে ও প্রশান্তচিত্তে তাঁহার ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। তিনি কিছুমাত্র অসন্তোষ বা বিরক্তিভাব প্রকাশ করেন নাই; তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি "ভূমিতে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া" কহিলেন, "আমি মাতার গর্ভ হইতে উলঙ্গ আসিয়াছি, ও উলঙ্গ সেই স্থানে ফিরিয়া যাইব। সদাপ্রভু দিয়াছিলেন, এবং সদাপ্রভু লইলেন; সদাপ্রভুর নাম ধন্য হউক।"

কিন্তু ইয়োবের দুঃখদুর্দ্দশার পরিমাণ এখনও পূর্ণ হয় নাই। একদিনে তাঁহার সমস্ত সন্তানসন্ততি হইতে বঞ্চিত হওয়াই ভীষণ দুঃখের বিষয় ছিল। তাহাতে আবার তিনি একটী ভয়ানক কষ্টকর ও জঘন্য পীড়াদ্বারা আক্রান্ত হইলেন; সুতরাং তিনি যুগপৎ আপনার ভারস্বরূপ, এবং অন্যান্য সকল লোকের ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িলেন। উক্ত হতভাগ্য পুরুষ বলেন, "আমি দায়াংশরূপে অলীকতার মাসপর্য্যায় পাইয়াছি, এবং

আয়াসের রাত্রিশ্রেণী আমাকে বিত্তবৎ দত্ত হইয়াছে। কীট ও ধূলিজাত লোষ্ট্র আমার মাংসের আচ্ছাদন; আমার চর্ম্ম কাটিয়াছে ও গলিত হইয়াছে। আমার গাত্রচর্ম্ম কৃষ্ণবর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, ও আমার অস্থি তাপেতে দগ্ধ হইয়াছে।”

অপর, যাহাদের নিকট হইতে তিনি স্বভাবতঃ সান্ত্বনার অপেক্ষা করিতে পারিতেন, তাহারা কোথায়? তাঁহার সন্তানগণ তাঁহার দুঃখের সময়ে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে পারিত, কিন্তু তাহারা তো তাঁহার জীবদ্দশাতেই অকালে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার প্রতিবাসী ও বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিত না। তিনি বলেন, “আমার ভার্য্যার নিকটে আমার নিশ্বাস, ও আমার সহোদরগণের নিকটে আমার আর্ত্তরাব দুর্গন্ধ হয়।”

সত্য বটে, তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে তিন জন তাঁহার নিকটে আসিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার দুঃখ বিপদের প্রকৃত কারণ না বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে কোন গুরুতর পাপে পাপী বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহারা তাঁহার দুঃখের লাঘব না করিয়া বরং তাহা বৃদ্ধিই করিয়াছিলেন।

সময়ে সময়ে এই হতভাগ্য দুঃখ-দুর্দ্দশাগ্রস্ত বিশ্বাসী মুহূর্ত্তের জন্য ঈশ্বরের দয়া ও প্রেম বিষয়ে সন্দিহান হইতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। একাধিক বার তাঁহার ওষ্ঠাধর হইতে অসন্তোষব্যঞ্জক বাক্য বহির্গত হইয়াছিল। যখন তাঁহার উপর দোষারোপ করা হইল যে, তিনি কোন বিশেষ পাপে পাপী হওয়ায়, ঈশ্বর তাঁহাকে এইরূপ দণ্ড দিতে বাধ্য হইয়াছেন, তখন তিনি

অধীর হইয়া উঠিলেন; ফলতঃ, তাঁহার সাভাবিক আত্মাদারে আঘাত লাগায়, তিনি ক্ষণকালের নিমিত্ত বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, তিনি বাস্তবিকই "পাপ করিয়াছেন এবং ঈশ্বরের প্রতাপ-বিহীন আছেন"; সেই জন্য তিনি ঐরূপ কথা বলিয়া ফেলিয়া-ছিলেন।

কিন্তু আহা, তাঁহার বিশ্বাস কেমন উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল! তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দুঃখময় ও আশাহীন হইলেও তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, এবং জানিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন ; এতদ্ব্যা-তীত, তাঁহার যে একটী বিশ্রামকাল নিশ্চয়ই আগত হইবে, দৃঢ় প্রত্যাশা পূর্ব্বক তাহারও অপেক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন; তিনি বলেন, "আমি জানি, আমার মুক্তিকর্ত্তা জীবিত আছেন, ও শেষে ধূলির উপরে উঠিয়া দাঁড়াইবেন। যদ্যপি আমার চর্ম্ম গেলে পর এই সমস্ত কীটকুট্টিত হইবে, তথাচ আমি আপনার মাংসবিহীন হইয়া ঈশ্বরকে দর্শন করিব।"

অবশেষে ইয়োবের দুঃখের দিন অবসান হইল। দুঃখ-ক্লেশ স্বকার্য্য সাধন করিয়াছিল। তিনি সে অগ্নিকুণ্ড হইতে আরও উৎকৃষ্ট ও বিশুদ্ধ হইয়া বহির্গত হইলেন। সদাপ্রভু আবার তাঁহার উপরে প্রসন্ন হইলেন ; এমন কি, তাঁহার সাংসা-রিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছিল ; তিনি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও ধনবান ও সুখী হইয়াছিলেন।

তিনি যে, দুঃখদুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক হইয়াছিল। তেমনি, আমাদের পক্ষেও উহা মঙ্গলজনক। প্রিয় পাঠক, যদি তুমি দুঃখভোগ করিতে থাক,

তবে মনে রাখিও, যাঁহার হস্তে তুমি প্রহারভোগ করিতেছ, তিনি প্রেমময়, এবং তোমার মঙ্গলার্থেই প্রহার করিতেছেন। ইয়োবেরও সেইরূপ হইয়াছিল। সাধু য'কোব বলেন, "তোমরা ইয়োবের স্থৈর্য্যের কথা শুনিয়াছ; প্রভুর সম্পন্ন পরিণামও দেখ, ফলতঃ প্রভু প্রচুর স্নেহবিশিষ্ট ও করুণাময়।" ঈশ্বর আমাদিগকে প্রেম করেন, আর সেই জন্যই তিনি আমাদিগকে প্রহার করিয়া থাকেন; "আপন প্রিয় পুত্রের প্রতি যেমন পিতা, তেমনি হন।" তিনি আমাদিগকে যে পথ দিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহা অসমান, বন্ধুর, দুঃখক্লেশের পথ হইতে পারে, কিন্তু তাহাই উপযুক্ত পথ, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পথ, নিশ্চিত পথ।

যদি তুমি কোন অজ্ঞাত প্রদেশের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিতে, এবং কোন ব্যক্তি তোমাকে নিরাপদে তোমার বাটীতে পঁহুছিয়া দিবার ভার লইত, তাহা হইলে বোধ হয় তুমি তৎকালে আশ্চর্য্য জ্ঞান করিতে যে, কেন সে তোমাকে পাহাড়-পর্ব্বত ও বন্ধুর প্রস্তরময় স্থান অতিক্রম করাইয়া লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু যখন তুমি তোমার যাত্রার অন্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে, তখন পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পইতে যে, উহাই তোমার পক্ষে ঠিক পথ—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ।

অতএব সর্ব্ববিষয়ে ও সর্ব্বাবস্থাতেই ঈশ্বরের উপরে নির্ভর কর। যখন সকল বিষয়ই তোমার প্রতিকূল বোধ হয়, তখনও ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর। তোমার পক্ষে কি আবশ্যক, তাহা তিনি জানেন। তিনি তোমাকে "বসতি নগরে যাইবার সরল মার্গে গমন করাইবেন।"

হাঁ, যদি তুমি ঈশ্বরের শান্তিপ্রাপ্ত সন্তানগণের শ্রেণীভুক্ত

হইয়া থাক, তবে তোমার পক্ষে সুখের বিষয় বটে। তুমি যে দুঃখভোগ করিতেছ বলিয়া সুখের বিষয়, তাহা নহে; কিন্তু তোমার দুঃখদুর্দ্দশা বশতঃ যদি তাঁহার আরও নিকটবর্ত্তী হইয়া থাক বা হইতে থাক, তবেই সুখের বিষয় বটে! বাস্তবিক আমাদের অনেক শিক্ষা করিতে আছে; অপর দুঃখ-ক্লেশরূপ ঈশ্বরের বিদ্যালয়ে আমরা যত শীঘ্র শীঘ্র বা যত অধিক শিক্ষা করি, এমন আর কোন বিদ্যালয়ে নহে। ইয়োব প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, "আমি যাহা না জানি, তাহা আমাকে শিক্ষা দেও।" ফলতঃ, কঠোর ও ক্লেশদায়ক শাস্তিদ্বারা শিক্ষা দিলেও ঈশ্বর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

কিন্তু ইয়োব আপনার দুঃখভোগ নিবন্ধন যে একটী মহা-শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তাহা কি? তাহা অতীব অহঙ্কার-চূর্ণ-কর হইলেও, নিতান্ত আবশ্যকীয় শিক্ষা। তিনি ঈশ্বরের অসীম পবিত্রতা, এবং তাঁহার নিজের সমস্পূর্ণ অযোগ্যতা সম্বন্ধে ইতি-পূর্ব্বে যাহা কিছু জানিতেন, তদপেক্ষা আরও অধিক শিক্ষা করিয়াছিলেন,। তিনি যাহা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর, "দেখ, আমি তুচ্ছনীয়, তোমাকে কি উত্তর দিব? আপনার মুখে হাত দি" (৪০; ৪); আবার আর এক স্থানে বলেন, "পূর্ব্বে তোমার বিষয়ক জনশ্রুতি আমার কর্ণকুহরে উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি আমার চক্ষু তোমাকে দেখিল। এই নিমিত্তে আমি আপনাকে তুচ্ছ করিতেছি, এবং ধূলাতে ও ভস্মে বসিয়া অনুতাপ করিতেছি।"

তিনি একণে আপনার অন্তঃকরণ সম্বন্ধে অনেক গুপ্তবিষয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। দুঃখক্লেশ তাঁহাকে ঈশ্বরের অতি নিকটে

আনিয়াছিল। তিনি ইহার পূর্ব্বে অনেকবার তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাকে প্রেমময় ঈশ্বর বলিয়া জানিতেন। কিন্তু সুখ-সৌভাগ্যের সময় তিনি তাঁহাকে কখন যেরূপ বলিয়া জানেন নাই, এখন সেইরূপ বলিয়া, অর্থাৎ মহাপবিত্র ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াছিলেন।

পাঠক, তোমার সম্বন্ধে কিরূপ? তুমি কর্ণে ঈশ্বরের বিষয় শুনিয়াছ। তুমি তাঁহার বিষয় পাঠ করিয়াছ। তথাপি তিনি এখনও তোমার সম্পূর্ণ অপরিচিত থাকিতে পারেন। আঃ! তুমি তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমার নিকটে আপনাকে প্রকাশ করেন। তাঁহাকে তোমার ঈশ্বর ও বন্ধু বলিয়া জ্ঞাত হইতে চেষ্টা কর। তুমি তাঁহাকে যতই জানিবে, ততই প্রেম করিবে। তুমি তাঁহাকে যতই জানিবে, ততই তাঁহার অসীম মহত্ত্ব এবং তোমার নিজের তুচ্ছনীয়তার বিষয়ে তোমার প্রতীতি জন্মিবে। তুমি তাঁহাকে যতই জ্ঞাত হইবে, ততই নম্রতা বোধ করিবে, ততই তাঁহার অনুগ্রহের অসীম ধনাঢ্যতার বিষয়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইবে।

মোশি

বা

বিশ্বস্ত অধিনায়ক।

শাস্ত্রে যে সকল প্রসিদ্ধ লোকের উল্লেখ করা হইয়াছে, মোশি তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার জন্ম, তাঁহার বাল্য-শিক্ষা, ঈশ্বর তাঁহাকে যে মহৎ কার্য্য সাধন করণার্থে মনোনীত করিয়াছিলেন, তাহা, এবং তাঁহার মৃত্যু, এই সমস্তই আশ্চর্য্য ব্যাপার।

যে সময়ে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন মিসরের রাজা ফরৌণ এইরূপ একটী দুষ্ট ও নিষ্ঠুর আজ্ঞা প্রচার করিয়াছিলেন যে, ইস্রায়েলীয়দের কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বয়স্ক যাবতীয় পুত্রসন্তানকে বধ করিতে হইবে। মোশির পিতামাতার নাম অম্রাম ও যকেবদ্; তাঁহারা তাঁহার প্রাণরক্ষার্থে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার জন্মের বিষয় গোপন করিতে সাহস ও চেষ্টা করেন নাই, কারণ ফরৌণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি কর্ম্মচারীদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব ছিল। তথাপি তাঁহাদের প্রিয় সন্তানটীতে এমন কিছু লক্ষণ ছিল, যাহা দেখিয়া, তাঁহারা তাঁহার প্রাণরক্ষা করিতে বিশেষ সমুৎ-

মুক্ত হইয়াছিলেন। তজ্জন্য, তাঁহারা তাঁহাকে একটী নল-নির্ম্মিত পেটরার মধ্যে স্থাপন করিয়া, নীল নামক নদীতে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। (তাঁহারা যে নগরে বাস করিতেন, এই নদী তাহার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছিল)। তৎপরে তাঁহার ভগিনী মরিয়ম ব্যথিত-হৃদয়ে নদীর ধারে দণ্ডায়মানা থাকিয়া, ইহার ফলাফল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ঘটনাক্রমে, তৎকালে রাজার কন্যা সেই স্থানে উপস্থিত হওয়ায়, দুর্ভাগ্য নিঃসহায় শিশুটীকে দেখিয়া করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাঁহাকে জল হইতে উঠাইয়া লইয়া গিয়া আপনার পোষ্য-পুত্র করিলেন। এইরূপে, মোশির জীবন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হইয়াছিল; তিনি রাজভবনের অন্তরঙ্গ হইয়াছিলেন, এবং সর্ব্ববিষয়ে রাজার সন্তানের ন্যায় লালিত পালিত হইয়াছিলেন।

'কিরূপে আমরা এই আশ্চর্য্য প্রাণরক্ষার কারণ-নির্দ্দেশ করিতে পারি? ইহা নিশ্চয়ই কোন আকস্মিক ঘটনা নহে। ঈশ্বরই এই সমস্তের মূল; ইহা তাঁহারই কার্য্য। মোশিকে তাঁহার (ঈশ্বরের) একটী মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে; সুতরাং তিনি তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনাই স্থিরীকৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

ইহসংসারে কত বিষয়ই আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বপরিচালক ঈশ্বর আমাদের সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ই কল্পনা স্থির, ও নিরীক্ষণ করিতেছেন। ইহা বিশ্বাস কর; তাহা হইলে তুমি প্রসন্নচিত্তে আপনাকে ও আপনার প্রিয়জনদিগকে পিতার যত্ন ও প্রেমে সমর্পণ করিবে। ইহা বিশ্বাস করিলে, তুমি বর্ত্তমান ছাড়িয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি-

পাত করিবে, এবং সর্ব্ব ঘটনাই যে ঈশ্বরের হস্তে আছে, তাহাও অনুভব করিবে।

ফলতঃ, ফরৌণের পরিবারমধ্যে পোষ্যপুত্ররূপে গৃহীত হওয়ায়, মোশি রাজার ন্যায় রাজভোগে জীবন-যাপন করিতে পারিতেন। কিন্তু আমরা জ্ঞাত হই যে, তিনি এ সকল তুচ্ছ-জ্ঞান করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ সকলে তাঁহার কোন প্রকৃত মঙ্গল হইতে পারে না। তিনি তাঁহার হতভাগ্য, অবজ্ঞাত স্বজাতির উপকার এবং ঈশ্বরের সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। যে ইস্রায়েলীয়গণ যোষেফের সময় অবধি মিসরে বাস করিতেছিল, তাহারা এই সময়ে তাহাদের মিসরীয় প্রভুদের দ্বারা ভীষণরূপে নিগৃহীত ও উৎপীড়িত হইয়াছিল। তাহাদের উপর গুরুভার বোঝা স্থাপিত হইত; তাহাদিগকে কঠিন দাস্যকর্ম্মে নিযুক্ত করা হইত; অথচ তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইবার কেহই ছিল না। তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশার বিষয় জ্ঞাত হওয়ায়, মোশির অন্তরে শেলবিদ্ধ হইয়াছিল। তাহাদিগকে দুঃখভোগ করিতে দেখিয়া, তিনি সুখস্বচ্ছন্দে জীবন-যাপন করিতে পারেন নাই। সুতরাং তিনি ফরৌণের রাজভবন ও তাহার সুখ-স্বচ্ছন্দতা পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরের অবজ্ঞাত প্রজাগণের সুখ-দুঃখের ভাগী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। তাহারা যে এবম্প্রকারে উৎপীড়িত হইতেছিল, এই চিন্তাই তাঁহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল, সুতরাং তিনি তাহাদের উদ্ধারার্থে অভিলাষী হইলেন (ইব্রীয়, ১১; ২৩—২৭ পদ দেখ)।

এইরূপে তিনি চিরকালের জন্যে ফরৌণের সুখময় রাজ-

ভবন পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার নিপীড়িত ভ্রাতৃগণের মঙ্গল-সাধনার্থে ব্রতী হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহারা তাঁহাকে আপনাদের অধিনেতা বলিয়া স্বীকার করিতে কতই শৈথিল্য প্রকাশ করিয়াছিল! আমাদের ত্রাণকর্ত্তার ন্যায়, তিনি "অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য" হইয়াছিলেন; তিনি "নিজ অধিকারে আইলেন, কিন্তু তাঁহার নিজ লোক তাঁহাকে গ্রাহ্য করিল না।" ফলতঃ, প্রথমে তাহারা তাঁহার কথায় আদৌ কর্ণপাত করে নাই। কিন্তু তাহাদের উপর যেরূপ অন্যায়াত্যাচার হইত, তাহা দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে এতই দুঃখ ও ক্রোধের উদ্রেক হইয়াছিল যে, তাঁহার নিজের যতই ক্ষতি হউক না কেন, তথাপি তিনি তাহাদের রক্ষাকর্ত্তার কার্য্য করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। এক সময়ে, এজন্য তিনি একটী গুরুতর অপরাধ পর্য্যন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন; সুতরাং প্রাণরক্ষার্থে তাঁহাকে কিছুকাল মিসর দেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল।

অতএব যৎকালে তিনি তাঁহার উৎপীড়িত ভ্রাতৃগণের নিকট হইতে সুদূর, মিদিয়নীয়দের দেশে বিদেশীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন, তৎকালেই ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার স্বজাতির উদ্ধারকর্ত্তা-স্বরূপ অগ্রসর হইতে বিশেষরূপে আহ্বান করেন।

ফলতঃ, এই কার্য্যে নিযুক্ত হইবা'র জন্য তিনি বহুকালাবধি অভিলাষী হইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যটী কেমন দুঃসাধ্য! তাঁহাকে ঈশ্বরের নামে গমন করিয়া ফরৌণের সম্মুখে (যে ফরৌণের গৃহে তিনি লালিত-পালিত হইয়াছিলেন, তিনি নহেন, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী আর এক ফরৌণ) দণ্ডায়-

মান হইতে হইবে। যে পরাক্রান্ত ও দুষ্ট লোককে সকলেই ভয় করিত, তাঁহাকে ঈশ্বরের দূতরূপে তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, তাঁহার (ঈশ্বরের) প্রজাগণের মুক্তির দাবি করিতে হইবে। আর যখন তিনি ঈশ্বরের সমক্ষে তাঁহার অক্ষমতা ও বাগপটুতার কথা বলিলেন, তখন তাঁহাকে কেবল এইমাত্র অনুমতি দেওয়া হইল যে, তাঁহার ভ্রাতা হারোণ তাঁহার সঙ্গে গমন করিয়া তাঁহার হইয়া কথা কহিবেন।

কিন্তু সদাপ্রভুর পক্ষে, কিম্বা তিনি যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদের পক্ষে, কিছু কি দুঃসাধ্য হইতে পারে? মনে মনে কল্পনা কর, মোশি তাঁহার নিজের সামর্থ্যে, সেই পরাক্রান্ত ভূপতির সম্মুখে দুর্ব্বল ও কম্পিত-কলেবর হইয়া দণ্ডায়মান আছেন। পুনরায় মনে মনে কল্পনা কর, যেন ঐ একই মোশি ঈশ্বরের সামর্থ্যে, ঈশ্বরের ক্ষমতায় সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন—এখন তিনি কেমন বলবান ও সাহসী। তিনি যে অঙ্গীকারের উপর নির্ভর করিয়া বলবান হইয়াছিলেন তাহা এই,"আমি তোমার মুখেরও তাহার মুখের সহবর্ত্তী হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম তোমাদিগকে জানাইব।" একদা সাধু পৌল বলিয়াছিলেন, "আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টের অধীনে সকলই আমার সাধ্য"; আর আমাদেরও তাহাই। তোমার বাধাবিঘ্ন যাহাই থাকুক না কেন, যে কোন বিপদাপদই তোমার সম্মুখে উপস্থিত হউক না কেন, তুমি ঈশ্বরের উপর নির্ভর কর, তাহা হইলে তিনি তোমাকে তাহা অতিক্রম করিতে সক্ষম করিবেন। দায়ূদের ন্যায় তুমি সে অসুরকে পরাজয় করিতে পারিবে; এবং সরুব্বাবিলের ন্যায় তোমার সম্মুখে "বৃহৎ পর্ব্বত সমভূমি হইবে।"

কিন্তু ঈশ্বর মোশির স্কন্ধে যে কার্য্যভার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা লঘু নহে। ফরৌণ একজন অহঙ্কারী ও কঠিনহৃদয় অবিশ্বাসী ছিল; এবং পুনঃপুনঃ অতি ভীষণ দণ্ডভোগ করার পর, অবশেষে সে ইস্রায়েলীয়দিগকে তাহাদের কষ্টকর দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছিল।

মোশির জীবনের পরবর্ত্তী ঘটনাবলীতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি একজন বিজ্ঞ, ধীরসহিষ্ণু ও ক্ষমতাবান শাসনকর্ত্তা ছিলেন; এবং ঈশ্বর যে সকল লোককে তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে সমর্পণ করিয়াছিলেন, স্নেহপূর্ব্বক ও প্রেমভাবে তাহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, এবং তাহাদের চল্লিশ বৎসরব্যাপী যাত্রা-কালে তাহাদিগকে নিরাপদে অঙ্গীকৃত দেশে লইয়া গিয়া-ছিলেন।

কিন্তু এই কার্য্য সাধনকালে, তাঁহাকে কতই গুরুতর পরীক্ষায় পরিবেষ্টিত হইতে হইয়াছিল। সময়ে সময়ে লোকেরা এতই ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিল যে, তাঁহার কার্য্যটী যৎপরোনাস্তি কষ্টকর ও দুঃখদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। কখন কখন তাহারা স্পষ্টতঃ বিদ্রোহী হইয়া, তাঁহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল। আবার কখন কখন তাঁহাকে এতই কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইত যে, তাঁহার শক্তি-সামর্থ্যে সঙ্কুলন হইত না।

কিন্তু ঈশ্বর তাঁহাদ্বারা কি আশ্চর্য্য কর্ম্ম সকলই সম্পাদন করিয়াছিলেন! যখন মিসরীয়েরা ইস্রায়েলীয়দের প্রায় নাগা-ইল ধরিয়াছিল, তখন তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া একটী পথ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যখন তাহাদের জলের অাব-

শ্যক হইয়াছিল, তখন তিনি শৈলে আঘাত করিলে জল নির্গত হইয়াছিল। তাহাদের খাদ্য দ্রব্যের অভাব হইলে, স্বর্গ হইতে মান্না বর্ষিত হইয়াছিল।

দুই এক স্থলে মোশির ত্রুটি হইয়াছিল বটে; তথাপি তিনি সাধারণতঃ তাঁহার স্বর্গস্থ প্রভুর বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ছিলেন। অন্যান্য লোকের ন্যায় তিনিও দুর্ব্বল মনুষ্য ছিলেন, সুতরাং তাঁহার আচরণে আমরা কিছু কিছু দোষত্রুটি দেখিতে পাইবার অবশ্যই প্রতীক্ষা করিতে পারি। কিন্তু তাহার জীবনে সদ্‌গুণ সকল উজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল।

মোশির মৃত্যু সংস্রবে কিছু কিছু নিরানন্দের বিষয় ছিল। তাঁহার জীবনসূর্য্য জাজ্বল্যরূপে উদিত হইয়া তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালে উত্তরোত্তর দেদীপ্যমান হইয়াছিল; কিন্তু অস্তগমন-কালে তাহা মেঘাবৃত হইয়াছিল। তিনি ইস্রায়েলীয়দিগকে অঙ্গীকৃত দেশের সীমায় আনিয়াছিলেন; কিন্তু একটী আজ্ঞা-লঙ্ঘনের জন্য তাঁহাকে তদ্দেশে পদার্পণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। এজন্য ঈশ্বর "তাহাদের কারণ" তাঁহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পাপের বিশেষরূপে দণ্ড দিলেও, অবশেষে সদাপ্রভু তাঁহাকে ক্ষমা ও গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিস্‌গা পর্ব্বতের শৃঙ্গে উঠিয়া অঙ্গীকৃত দেশ দেখিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। অপর, কনান যে উত্তম দেশের নিদর্শন-মাত্র, তিনি এক্ষণে তাহাতে বাস করিয়া ঈশ্বরের প্রজা-গণের প্রাপ্য বিশ্রাম উপভোগ করিতেছেন।

এতৎ সম্বন্ধে দুই একটী চিন্তা আমাদের মনোমধ্যে উদিত হওয়া ভাল।

মোশির ন্যায় লোকের দ্বারা ইস্রায়েলীয়দের মিসর হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত এবং প্রান্তর দিয়া নীত হওয়া তাহাদের পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় কিন্তু। তাঁহা অপেক্ষাও মহান্ এক-জন উদ্ধারকর্ত্তা ও অধিনেতা, এমন কি যীশুকে লাভ করা আমাদের পক্ষে আরও সৌভাগ্যের বিষয়, কেননা "যাহারা তাঁহা দিয়া ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিতে পারেন।" তাঁহার অধিনেতৃত্বা-ধীনে গমন করিলে, এবং তাঁহার হস্তে থাকিলে, আমাদের যাত্রা নিরাপদ ও সুখকর হইবে। আর যখন আমাদিগকে অন্তিম গুরুতর পরীক্ষাটী অতিক্রম করিতে আহ্বান করা হইবে, তখন তিনি আমাদের সহবর্ত্তী থাকিবেন, এবং আমা-দিগকে ঊর্দ্ধস্থ অঙ্গীকৃত কনানে লইয়া যাইবেন।

মোশি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন; কিন্তু এস্থলে আরও মহৎ একজন আছেন; তিনি শক্তিমান ছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট সর্ব্ব-শক্তিমান। মোশি বিশ্বস্ত হওনার্থে অনুগ্রহলাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু খ্রীষ্ট অনুগ্রহ দান করিতে পারেন। মোশি ইস্রায়েলকে তাহাদের উৎপীড়কগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন; খ্রীষ্ট আমাদিগকে পাপ ও নরক হইতে উদ্ধার করেন। এতদ্ভিন্ন, মোশি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু খ্রীষ্ট চিরকাল জীবিত আছেন।

হে প্রিয়তম ত্রাণকর্ত্তা ও পথপ্রদর্শক! আমরা নম্র, এবং সরল বিশ্বাসে আপনাদিগকে তোমার হস্তে সমর্পণ করিতেছি। তুমি চিরকাল আমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্তসাধক বলি, আমাদের মধ্যস্থ, আমাদের ভাগ্যস্বরূপ থাক।

ফরৌণ

বা

উত্তরোত্তর কঠিন হওয়া।

কঠিনীভূত হৃদয়! এমন নৈরাশ্যকর বিষয় আর কি আছে? মনুষ্যের সম্পূর্ণ ক্ষমতাতীত এরূপ বিষয় আর কি আছে? লৌহ কঠিন বটে; কিন্তু তাহাও অগ্নিকুণ্ডে গলিত ও নমনশীল হইতে পারে। শৈলও কঠিন বটে; কিন্তু তাহা হাতুড়ির আঘাতে চূর্ণ হয়। কিন্তু মনুষ্যের হৃদয় আরও কঠিন; বিশেষতঃ ঈশ্বরের স্পষ্ট ব্যবহার দেখিয়াও, যখন তাহা ক্রমশঃ কঠিনীভূত হইয়া পড়ে, তখন তাহার আর আশাভরসা থাকে না।

মিসরের অহঙ্কারী ও নিষ্ঠুর রাজা ফরৌণে আমরা ইহার একটী চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইতেছি। যে হতভাগ্য ইস্রায়েলীয়েরা তাহার রাজ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, সে বহুকালাবধি তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল। বৎসরের পর বৎসর অতীত হইতেছিল, তাহারা তাহাদের কঠোর দাসত্বের ভারে প্রপীড়িত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছিল; কিন্তু সে তাহাদের দুঃখক্লেশে দৃক্পাত, ও তাহাদের চীৎকারে কর্ণপাত করিত না।

অবশেষে প্রভু স্বয়ং এ বিষয়ে মনোযোগী হইলেন, এবং স্বীয় প্রজাগণের মুক্তির জন্য দাবি করণার্থে আপনার দাস মোশি ও হারোণকে পাঠাইলেন। কিন্তু উক্ত অহঙ্কারী রাজা ঈশ্বরের এই দূতদের কথা শুনিয়া যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইল, এবং তাঁহাদের প্রার্থনামতে কার্য্য করিতে অস্বীকার করিল। ইহার এইরূপ ফল হইল যে, ঈশ্বর তাহাকে দণ্ডের পর দণ্ড দিতে থাকিলেন, তথাপি তাহার হৃদয়ের কঠিনতা দূর হইল না; অবশেষে ঈশ্বর আর ধৈর্য্য করিতে পারিলেন না; তাহাতে এই বিদ্রোহী ও কঠিনীভূত পাপী আপনার পাপরাশি মস্তকে লইয়া সংসার হইতে চিরকালের নিমিত্ত প্রস্থান করিল, এবং আপনার সর্ব্বশক্তিমান বিচারকর্ত্তার সম্মুখে উপস্থিত হইতে আহূত হইল।

অতঃপর ফরৌণের জীবন-কাহিনীতে তাহার পাপের গতির বিষয় ক্রমে ক্রমে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক যে, কিরূপে তাহার হৃদয় কঠিন, এবং সে উত্তরোত্তর নরকের আরও যোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। আমি বিবেচনা করি, আমরা তাহার আত্মিক ইতিহাসে চারিটী পৃথক্ অবস্থা দেখিতে পাইতে সক্ষম হইব।

চিন্তাশূন্য ঔদাসীন্যই তাহার প্রথম অবস্থা। ঈশ্বরের ক্ষমতায় সুসজ্জিত হইয়া মোশি ও হারোণ তাহার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাহাকে যে কথা বলেন, তাহা শ্রবণ কর—"ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভু কহেন, প্রান্তরে আমার উদ্দেশে উৎসব করণার্থে আমার প্রজাদিগকে ছাড়িয়া দেও।" তাহাতে সে অবজ্ঞাপূর্ব্বক বিদ্রূপ করিয়া প্রত্যুত্তর

করিল, "সদাপ্রভু কে, যে আমি তাহার বাক্য মানিয়া ইস্রায়েলকে ছাড়িয়া দিব? আমি সদাপ্রভুকে জানি না।"

এই অবিশ্বাসী, ইস্রায়েল কিম্বা ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে মানিবে কেন? অনেকে যেমন ভাবে, তেমনি সেও ভাবিয়াছিল যে, ধর্ম্মে তাহার কোন আবশ্যক নাই; তাহাতে কাহার কাহার আবশ্যক হইতে পারে; কিন্তু তাহার নিকটে উহার কোন মূল্যই নাই। সে জগতের সুখ-সৌভাগ্যের জন্যেই জীবন ধারণ করিত; তাহাই তাহার অভিলাষের বিষয়; ঈশ্বরকে সে কখন অন্তঃকরণে স্থান দিত না। সে সদাপ্রভুকে জানিত না, এবং তাঁহাকে জানিতেও ইচ্ছুক ছিল না।

রে পাপি! তোমারও অন্তঃকরণের অবস্থা কি ঐরূপ নহে? তুমি ঈশ্বরকে জানিতে অভিলাষী নহ; সেই জন্য তুমি তাঁহার সত্যের প্রতি চক্ষু নিমীলিত করিয়া থাক, এবং তাঁহার পবিত্র আত্মার কথায় কর্ণপাত কর না।

কিন্তু এতদ্ব্যতীত তাহার আরও আপত্তি ছিল। সে ঈশ্বরের এই দাসদের উপর দোষারোপ করিয়াছিল যে, তাঁহারা লোকদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের ব্যাঘাত করিতেছেন;—"হে মোশি ও হারোণ, তোমরা লোকদিগকে কেন তাহাদের কার্য্য হইতে নিবৃত্ত কর?" আঃ! অনেকবার শয়তান সত্য ধর্ম্মের বিপক্ষে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে; সে বলে, ধর্ম্ম মনুষ্যকে আপনার জাগতিক কর্ত্তব্যকর্ম্ম-সম্পাদনে অক্ষম করিয়া ফেলে। কিন্তু কিরূপে? সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মশীল শ্রমিক কে? সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যয়ী ও বিশ্বস্ত ভৃত্য কে? কে সর্ব্বাপেক্ষা সৎ ও সত্যবাদী ব্যবসায়ী? অকপট খ্রীষ্টীয়ান নয় কি?

আর এক্ষণে এই ভক্তি-শ্রদ্ধাহীন পাপীর সম্পূর্ণ ঔদাসীন্যের বিষয় ভাবিয়া দেখ। সদাপ্রভু বৃক্ষের মূলে কুঠার লাগাইয়া রাখিতেছিলেন। প্রথম কোপটী ইতিমধ্যেই দেওয়া হইয়াছিল; প্রথম উৎপাতটী পাঠান হইয়াছিল; কিন্তু তখনও বৃক্ষটী টলে নাই। আমরা এইরূপ পাঠ করি যে, "ফরৌণ আপন গৃহে ফিরিয়া গেল, ইহাতেও মনোযোগ করিল না।" তাহার অন্তরে কোন অনুতাপের উদ্রেক হয় নাই, তখনও কোন ভয়ের লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। তাহার অবস্থায় ঔদাসীন্যই প্রকাশ পাইয়াছিল।

তৎপরে ত্রাস ও প্রতীতির অবস্থা উপস্থিত হইল। উৎপাতের উপর উৎপাত যতই ঘন ঘন উপস্থিত হইতে লাগিল, ততই সে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল যে, সদাপ্রভুর বাহু তাহার অপেক্ষা বলবান; সুতরাং সে বুঝিতে পারিল যে, জীবনময় ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া ভয়ানক বিষয়। উপহাসক হইলেও, সে সময়ে সময়ে ভয়াক্রান্ত হইয়াছিল; আর তখন কালবিলম্ব না করিয়া মোশি ও হারোণকে ডাকিয়া পাঠাইত, এবং তাঁহারা আসিলে পর বলিত, "আমা হইতে এই কালস্বরূপকে দূর করিতে আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা কর।"

কিন্তু এতদ্ভিন্ন, সময়ে সময়ে তাহার অন্তরে পাপবোধ হওয়ায়, সে ঈশ্বরের বশীভূত হইতে উদ্যত হইয়াছিল, কারণ আমরা তাহাকে এইরূপ স্বীকার করিতে দেখি—যথা, "এইবার আমি পাপ করিলাম; সদাপ্রভু ধার্ম্মিক, কিন্তু আমি ও আমার প্রজারা দোষী।" কিন্তু ঈশ্বর দয়া করিয়া দণ্ডদূর করিবামাত্র, পুনর্ব্বার আপনার পূর্ব্বোদাসীন্যে নিপতিত হইয়াছিল।

আমাদের মধ্যে অনেক লোকের অবস্থা ঠিক এইরূপ। তাহারা নিশ্চিন্তভাবে জীবন-যাপন করিয়া আসিতেছে। তাহারা ঈশ্বরহীন হইয়া কালাতিপাত করিতেছে। সহসা তাহারা এমন কোন বিপদে পতিত হয়, যাহাতে ক্ষণকালের জন্য তাহাদের মস্তক ঘুরিয়া যায়; তখন তাহারা কিছু চিন্তাশীল হইয়া পড়ে। হয় তো, তাহাদের বাটীতে কাহার মৃত্যু হইয়াছে; কিম্বা তাহারা রোগশয্যায় শয়ন করিয়া আছে। এরূপ স্থলে কি ঘটে? তাহারা ভয়ে বিহ্বল হয়; মৃত্যুর বিষয় চিন্তা করে, এবং জানে যে, তাহারা তাঁহার সম্মুখে যাইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। ফলতঃ, তাহারা নরকের বিষয় ভাবিয়া বিষম ভয়াকুল হইয়া পড়ে। তখন তাহারা তাহাদের পরিচারককে ডাকিতে পাঠায়, এবং তাহাদের জন্য সদাপ্রভুর নিকট প্রর্থনা করিতে বিনতি করে।

কিন্তু অনেক স্থলে ইহা কেমন নিষ্ফল হইয়া যায়! নিষ্ফল হইয়া যায় বটে, কিন্তু "বিচারের ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা" থাকে; তথাপি তাহাদের অন্তরে পাপের জন্য কোন প্রকৃত দুঃখবোধ হয় না, কোন ঘৃণা জন্মে না, তাহা দূর করিয়া দিবার কোন অভিলাষ হয় না। ক্ষণকালের জন্য তাহারা বিবেকের দংশনভোগ করিতে পারে, তথাপি অন্তরে অনুতাপ বোধ করে না। হায়! আমরা এতদূর আসিয়াও পরিণামে পাপান্ধ থাকিয়া যাইতে পারি।

কিন্তু এক্ষণে ফরৌণের তৃতীয় অবস্থার বিষয় আলোচনা করা যাউক। সে ঈশ্বরের সহিত সন্ধি করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে কিছু কিছু ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছুক, কিন্তু সমস্ত

ছাড়িয়া দিতে স্বীকৃত হইতেছে না। সে একটী চুক্তি করিতে চেষ্টা করিতেছে। সে এইরূপ প্রস্তাব করিতেছে যে, তাহারা তাহার দেশের মধ্যে থাকিয়াই বলিদানাদি উৎসর্গ করুক। আর তৎপরে যখন ইহাতেও তাহারা সম্মত হইল না, তখন সে বলিল, তাহারা যাউক, কিন্তু অধিক দূরে নহে; আবার, পুরুষেরা যাউক, কিন্তু স্ত্রীলোক ও বালক-বালিকারা নহে।

এই প্রকারে অনেক পাপী অনুতাপীর ন্যায় দেখায়; তাহাতে আমরা তাহার অবস্থা আশাপ্রদ বলিয়া ভাবি। কিছুকালের নিমিত্তে সে অপেক্ষাকৃত দৃঢ়চিত্ত হইয়া উঠে। হেরোদের ন্যায়, সে অনেক সৎকর্ম্ম করে; কিন্তু কোন কোন মনোহর ও সুখকর পাপ তথাপি পোষণ করিয়া রাখে। তাহার স্বভাব-চরিত্রে কিছু কিছু সংশোধনের লক্ষণ দৃষ্ট হয় বটে; কিন্তু তাহার হৃদয় পূর্ব্ববৎ অপরিবর্ত্তিতই থাকিয়া যায়। যেমন "কুক্কুর আপন বমির প্রতি ও ধৌত শূকর কর্দ্দমে গড়াগড়ি দিতে আর বার ফিরে," তেমনি সে আপনার পূর্ব্বপথে প্রতি গমন করে।

অমরা এক্ষণে ফৌরণের আত্মিক ইতিহাসের শেষ অবস্থা —চরম পরিবর্জ্জনের অবস্থায় উপস্থিত হইতেছি।

এইবার নবম বার, ঈশ্বর দয়া পূর্ব্বক দণ্ডদূর করিলেন; কিন্তু ফরৌণের হৃদয় পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও কঠিন হইল। সে এক্ষণে মোশিকে আপনার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দিতেছে; "আমার সম্মুখ হইতে দূর হও; সাবধান, আমার মুখ আর কখনো দেখিও না।" ঈশ্বরের দাসকে—যাঁহার অনুরোধে সে

এ পর্য্যন্ত রক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহাকে আপনার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া দেওয়া কেমন ভয়ানক বিষয়!

অতঃপর শেষ মারীটী—সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক মারীটী পাঠাইয়া দেওয়া হইল। আর একবার দ্বারে আঘাত করিয়া চিরকালের জন্য তাহা রুদ্ধ করা হইতেছে। ক্ষণকালের নিমিত্ত ফরৌণের মন নরম হওয়ায়, সে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। কিন্তু তৎপরে সে আপনার অনুতাপের জন্যই অনুতাপী হইতেছে, এবং স্বীয় সৈন্য সামন্ত লইয়া ইস্রায়েলীয়দের পশ্চাদ্ধাবন করিতেছে; আর যখন সদাপ্রভু তাহাদের জন্য সমুদ্রের মধ্য দিয়া একটী পথ করিয়া দিলেন, তখন সে যুদ্ধার্থী অশ্বের ন্যায়, মত্তবৎ তাহাদের পশ্চাদগামী হইল। ঈশ্বর তাহাকে ইতিপূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্জ্জন করিয়াছিলেন, সুতরাং সে দুঃসাহস পূর্ব্বক আপনার বিনাশ আপনিই ঘটাইল। সে আপনার পাপরাশি মস্তকে লইয়া বিনষ্ট হইল—ঈশ্বরের দীর্ঘ-সহিষ্ণুতার ও অসন্তোষব্যঞ্জক ক্রোধের স্মৃতিস্তম্ভ-স্বরূপ হইল।

এক্ষণে ফরৌণের ইতিহাস হইতে একটী শিক্ষালাভ কর। পাপবোধ জন্মিলে তাহা কখনও তুচ্ছ করিও না। ঈশ্বর কি তোমার বিবেককে জাগরিত করিয়াছেন? তাঁহার আত্মা কি তোমার অন্তরে কার্য্য করিতেছেন? তবে তাঁহার প্রতিরোধ করিও না। তাঁহাকে পরিহাস করা যায় না। হৃদয়ের কাঠিন্য একবার আরম্ভ হইলে, আত্মা নরকের যোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত, তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে।

"হে দয়ালু প্রভো, হৃদয়ের কঠিনতা এবং তোমার বাক্য ও আজ্ঞার অবহেলন হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।"

বিলিয়ম।

বা

অসার ইচ্ছা।

আমাদের প্রিয়তম প্রভু তাঁহার পার্ব্বত্য উপদেশে বলেন, "তোমার আন্তরিক জ্যোতি যদি অন্ধকার হয়, তবে সেই অন্ধকার কত বড়।" এমন কতক কতক লোক আছে, যাহারা অনেক বিষয় জানে; তাহারা পারমার্থিক বিষয় সকল স্পষ্টরূপে দেখিতে পায়, কিন্তু তাহাদের আচার-ব্যবহারে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের জীবনে ধর্ম্মের প্রভাব বাস্তবিকই নাই।

বিলিয়ম ইহার একটী শোচনীয় দৃষ্টান্তস্থল। তাহার মস্তক জ্ঞান-জ্যোতিতে পরিপূর্ণ কিন্তু তাহার হৃদয় ঘোর অন্ধকারময় ছিল। সে, মিস্‌পতামিয়ার পিথোর নামক স্থানে বাস করিত; সেইখানে, লোকে তাহাকে একজন ভাববাদী বলিয়া মনে করিত; অধিকন্তু, সে প্রাচীনকালের মন্ত্রবেত্তাদিগের অপবিত্র মন্ত্রতন্ত্রের আলোচনা করিত বলিয়াও বোধ হইতেছে।

প্রান্তরের মধ্য দিয়া ভ্রমণ করিবার সময়, ইস্রায়েলীয়েরা মোয়াবের সমতলভূমিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের আগমনে মোয়াবের রাজা বালাক্ মহাভীত হইয়া পড়ায়,

তাহাদের গতিরোধ করিতে পারা যায় কি না, তাহা জানিবার নিমিত্ত সে অবিলম্বে বিলিয়মকে আনয়ন করণার্থে লোক পাঠাইয়া দিল। সে অনুমান করিযাছিল যে, যদি ভাববাদী তাহার অনুরোধে তাহাদিগকে অভিশাপ দিতে কেবলমাত্র সম্মত হয়, তাহা হইলে তাহার আর কোন ভয় করিতে হইবে না। কিন্তু বিলিয়ম তাহার নিকটে গমন করিতে অস্বীকার করিল; কারণ ঈশ্বর তাহাকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে, তুমি ঐ লোকদিগকে শাপ দিও না, যেহেতু তাহারা আমার আশীর্ব্বাদের পাত্র।

ঐ পর্য্যন্ত সে উচিত কার্য্য করিয়াছিল, কিন্তু বালাক্ পুনবায় লোক পাঠাইল। এবার সে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দূত পাঠাইল, এবং আরও অধিক উৎকোচ দিবার অঙ্গীকার করিল; তথাপি ভাববাদীকে যেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া বোধ হইতেছে। ঈদৃশ স্থলে যেরূপ উত্তর দেওযা উচিত, সে তাহাই দিয়াছিল। সে বলিয়াছিল, "বালাক্ স্বর্ণ ও রূপাতে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দিলেও আমি আপন ইচ্ছাতে ভাল কি মন্দ করিতে সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না।"

যদি সে ঐখানেই—কর্ত্তব্যকর্ম্মের স্পষ্ট, পরিষ্কার, অভ্রান্ত পথেই, অটল হইয়া দণ্ডায়মান থাকিত, তবে তাহার পক্ষে ভালই হইত। কিন্তু তাহা হইল না; তাহার অন্তরে আর একটী চিন্তার উদয় হইল। মনোমুগ্ধকর উৎকোচের বিষয় ভাবিয়া তাহার মন দোলায়মান হইল। যদি সে দানিয়েলের ন্যায় বলিত, "তোমার দান তোমার থাকুক ও তোমার পুরস্কার অন্যকে দেও," তবে ভালই হইত, কিন্তু তাহা না বলিয়া, সে প্রলোভন

টোপে ধৃত হইল, কারণ সে "অধার্ম্মিকতার বেতন ভাল বাসিত।"

সে বালাকের দূতগণকে তৎক্ষাৎ বিদায় করিয়া দিতে কত অনিচ্ছুক, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। সে বুঝিতে পারিতেছে যে; তাহাদিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া তাহার উচিত; কিন্তু সে এত বড় লাভের বিষয়টা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে সাহসী হইতেছে না। সে বলিল, "সদাপ্রভু আমাকে আর যাহা কহিবেন, তাহা আমি জানিব।" এইরূপ ভান করিয়া সে তাহাদিগকে রাত্রি-যাপন করিতে বলিল। আর কেনই বা সে এরূপ ইচ্ছা করিতেছিল? সদাপ্রভু কি তাহাকে স্পষ্টরূপে বলেন নাই? তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্মের পথ কি সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল না? তবে এরূপ করিবার কারণ এই যে, সে তাহাদের সঙ্গে যাইতে অভিলাষী হইয়াছিল। একারণ প্রলোভনজনক বস্তুটী দূরে নিক্ষেপ না করিয়া, বরং সে তাহা হস্তের নিকটেই রাখিতেছে; নির্ব্বোধ পতঙ্গের ন্যায়, সে অগ্নিশিখার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

অতঃপর সদাপ্রভু তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাহা ইচ্ছা পূর্ব্বক নহে, অনিচ্ছা পূর্ব্বকই দিয়াছিলেন। সে যাইতে পারে; কিন্তু তাহার নিজের ক্ষতিতেই যাইতে হইবে। সে যাইতে পারে; কিন্তু কোন আশীর্ব্বাদই তাহার সহবর্ত্তী হইবে না।

কখন কখন আমাদের নিজের অভীপ্সিত পথে গমন করিতে অনুমতি দিয়া, ঈশ্বর আমাদিগকে দণ্ড দেন। হৃদয় কোন বিষয়ে আসক্ত হইলে, আমাদের স্বেচ্ছাকৃত মনোনীত বিষয়টী

যে মন্দ, তাহা আমাদিগকে দেখাইবার জন্যই তিনি কখন কখন তাহা করিতে দেন। বস্তুতঃ তিনি ইস্রায়েলীয়দেরও সহিত এইরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। সদাপ্রভুকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া তৃপ্ত থাকাই তাহাদের উচিত ছিল; কিন্তু তাহা না করিয়া, তাহারা একজন পার্থিব রাজা নিযুক্ত করিতে সমুৎসুক হইয়াছিল। তাহাদের প্রার্থনানুসারে তিনি তাহাদিগকে একজন রাজা দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা তাহাদের দণ্ডস্বরূপ ছিল; "আমি ক্রোধ করিয়া তোমাকে রাজা দি।"

অতঃপর এই অনাত্মাবহ ভাববাদী মোয়াবে গমন [?]করণার্থে যাত্রা করিল। কিন্তু সে যে গর্দ্দভারোহণ করিয়া যাইতেছে, তাহা সহসা পথে নিশ্চল হইয়া দণ্ডায়মান রহিল; কোন ক্রমেই সে তাহাকে আর অগ্রসর করিতে পারিতেছে না। ঈশ্বরের দূত পথে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; বিলিয়ম তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না। সেইখানে তিনি নিষ্কোষ খড়্গ লইয়া দণ্ডায়মান আছেন; গর্দ্দভটী মুখ না ফিরাইলে, সেই খড়্গাঘাতেই তাহার প্রাণবিয়োগ হইত। "ফলতঃ, তাহার অবাক্ বাহন মানব-ভাষাতে বাক্য উচ্চারণ করত সেই ভাববাদীর নির্ব্বোধতা নিবারণ করিল।" বস্তুতঃ, পশুগণের মধ্যে গর্দ্দভ সর্ব্বাপেক্ষা নির্ব্বোধ, আর এই নির্ব্বোধ প্রাণিদ্বারাই একজন মহাবিজ্ঞ লোককে অনুযোগ করা হইয়াছিল।

এই সকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া বিলিয়ম ভয়ে অভিভূত হইল। ত্রাসে কম্পমান হইয়া, সে চীৎকার করিয়া উঠিল, "আমি পাপ করিলাম; কিন্তু এইক্ষণে যদি ইহাতে তোমার অসন্তোষ হয়, তবে আমি ফিরিয়া যাই।" তাহাও কি

আবার জিজ্ঞাসা করিতে হয়। তাহার সমস্ত আচরণ যে, ঈশ্বরের অত্যন্ত অসন্তোষজনক, তাহা সে অবশ্যই বেশ জানিয়াছিল। কিন্তু সে তাহা দেখিতে চাহে নাই; সে ইচ্ছা পূর্ব্বক অন্ধ হইয়াছিল; তাহার হৃদয় লোভের বশবর্ত্তী হইয়াছিল; "তাহার চিত্ত তাহার লোভের অনুগামী" হইয়াছিল।

পুনরায় তাহাকে যাইতে অনুমতি দেওয়া হইল; তাহাতে সে আপনার গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। কি জন্য য ইহা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না; কিন্তু বোধ হয়, পূর্ব্বের ন্যায় রাগ করিয়াই দেওয়া হইয়াছিল। যে কারণেই দেওয়া হউক, সে অচিরে মোয়াব দেশে উপস্থিত হইল।

তথায় উপস্থিত হইয়া সে মহাড়ম্বর করিতে লাগিল, এবং সাতটী যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার প্রত্যেকটীতে এক একটী বৃষ ও এক একটী মেষ উৎসর্গ করিল। ঈশ্বরের প্রথম আদেশানুসারে যদি সে না আসিয়া বাটীতেই থাকিত, তাহা হইলে তিনি ইহা অপেক্ষা সন্তুষ্ট হইতেন; কারণ "যেমন সদাপ্রভুর বাক্যে অবধান করণে, তেমন কি হোমে ও বলিদানে সদাপ্রভুর প্রীতি জন্মে? দেখ, বলিদান অপেক্ষা আজ্ঞাপালন উত্তম, এবং মেষের মেদ অপেক্ষা বাক্যে মনোযোগ করণ উত্তম।"

তথাপি ঈশ্বর আপনার উদ্দেশ্য সাধনার্থে বিলিয়মকে নিযুক্ত করিলেন। তিনি আপনার প্রজা ইস্রায়েলের সম্বন্ধে কতিপয় অতি গৌরবব্যঞ্জক ও মঙ্গলজনক বাক্য তাহাকে কহাইলেন; এবং ত্রাণকর্ত্তার আগমন বিষয়ে একটী প্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণী বলাইলেন। এই সকল করিতে করিতে, বোধ

হইতেছে, যেন ভাববাদী ক্ষণকালের জন্য নিত্যস্থায়ী জগতের সুখসৌভাগ্যের আকাঙ্ক্ষী হইল ; কারণ সে বলিল, "ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক, ও তাহার শেষ গতির তুল্য আমার শেষ গতি হউক।"

দুর্ভাগ্য পুরুষ! তাহার মৃত্যু "ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায়" হয় নাই। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, তৎপরে সে ঈশ্বরের প্রজাদের সহিত যোগ না দিয়া তাহাদের শত্রুগণের সহিত যোগ দিয়াছিল ; এবং এইরূপে তাহাদের পরীক্ষক হইয়া, তাহাদিগকে পাপ ও পৌত্তলিকতায় ফেলিয়াছিল। আর যখন অবশেষে ইস্রায়েলীয়েরা মোয়াবীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তাহাদের অনেককে খড়্গাঘাতে বধ করিল, তখন এই অবিশ্বস্ত ভাববাদীকে তাহাদের দলের মধ্যে দেখিতে পাইয়া, সাধারণ হত্যাকাণ্ডের সময় তাহাকেও বধ করিল। অপর, তাহার অনুতাপ সম্বন্ধে কোন কথাই লিপিবদ্ধ হয় নাই ; বাস্তবিক, এমন একটী কথাও বলা হয় নাই, যাহাতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, তাহার জীবনের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। না তাহা হয় নাই—সে আপনার পাপরাশি লইয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল ; বস্তুতঃ যাহার মন জ্ঞানালোকে প্রদীপ্ত, কিন্তু "আন্তরিক জ্যোতি অন্ধকার", সে এরূপ লোকের একটী চূড়ান্ত ও শোচনীয় দৃষ্টান্তস্থল।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিনা অতি স্পষ্ট জ্ঞানও নিতান্ত অসার। এই দেখ একজন লোক, "ইহার চক্ষু মুদ্রিত, এ সর্ব্বশক্তিমানের দর্শন পায় ;" তথাপি এ যে মহা ও দুর্লভ তত্ত্বাবলীর বিষয় অন্যান্য লোকের নিকটে বলিয়াছিল, তাহাতে ইহার নিজের

কোন উপকারই হয় নাই। আমরা জ্ঞানের দ্বারা স্বর্গে যাইতে পারি না। ইহা সম্ভব যে, আমরা পারমার্থিক বিষয় সকল সম্যক্‌রূপে বুঝিতে পারি; তৎসম্বন্ধে এমন ভাবে কথা কহিতে সক্ষম যাহাতে অন্যান্য লোকে চমৎকৃত হইতে পারে; তথাচ আমাদের অন্তরে কোন বিশ্বাস, কোন প্রেম, কোন পবিত্রতা না থাকিতেও পারে। যে পথে স্বর্গে যাওয়া যায়, আমরা তাহা স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিতে পারগ হইয়াও, আপনারা সে পথে বিচরণ করিতে নাও পারি। অতএব প্রিয় পাঠক, যে অনুগ্রহ গুণে আত্মা সঞ্জীবিত, শিক্ষিত, উত্তপ্ত ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত হয়, আগ্রহ-সহকারে তদ্দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা কর।

হৃদয়ে কোন রূপ পাপ-পোষণ করা, অতি অকল্যাণকর। অর্থলোভই বিলিয়মের সর্ব্বপ্রধান পাপ। এতদ্দ্বারা তাহার অন্যান্য সদ্‌গুণ সকল ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল। কি উচিত, কিই বা অনুচিত, তাহা সে জানিত—অন্য কেহই তাহা অপেক্ষা ভাল জানিত না; কিন্তু যাহা মন্দ তাহাতেই সে আসক্ত হইয়াছিল। যদিও সে মুখে বলিয়াছিল যে, "বালাক্ স্বর্ণ ও রূপাতে পরিপূর্ণ আপন গৃহ আমাকে দিলেও আমি আপন ইচ্ছাতে ভাল কি মন্দ করিতে সদাপ্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না," তথাপি তৎকালেই তাহার অন্তঃকরণে সেই স্বর্ণ ও রূপার অভিলাষই প্রবল ছিল। তাহার ওষ্ঠাধরে ঈশ্বরের অনুকূলে ঔৎসুক্য প্রকাশ পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে তাঁহার বিপক্ষে যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার বাক্য স্বর্গীয়, আধ্যাত্মিক, ভক্তিব্যঞ্জক বটে,

কিন্তু তাহার কার্য্য পার্থিব, প্রাণিযোগ্য ও ভৌতিক। তাহার কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, তাহা সে জানিত, এবং সময়ে সময়ে তাহা পালন করিতে প্রবল অভিলাষ বোধ করিত ; কিন্তু অর্থ-লোভের বশবর্ত্তী হওয়ায়, সে অন্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, এবং কর্ত্তব্যকর্ম্মের সরল পথ পরিত্যাগ করিয়া বিপথগামী হইয়াছিল।

অতি আগ্রহপূর্ণ সদিচ্ছাতেও কখন কখন কোন ফল হয় না। বিলিয়ম এইরূপ কামনা করিয়াছিল যে, "ধার্ম্মিকের মৃত্যুর ন্যায় আমার মৃত্যু হউক ;" আর ইহাই যে তাহার আন্তরিক অভি-লাষ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এতদপেক্ষা সংকামনা তাহার অন্তর হইতে বহির্গত হইতে পারিত না। যদি তাহার কথায় ও কার্য্যে ঐক্য হইত, তাহা হইলে কথাগুলি আশীর্ব্বাদ-জনক হইত। কিন্তু তাহার জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করিলে, কথাকয়টী অদ্ভুত ও শোচনীয় বলিয়া বোধ হয়। আবার, নিকাশ দিবার দিন, খ্রীষ্টের বিচারাসন, নিকটবর্ত্তী নিত্যস্থায়ী পরকালের বিষয় ভাবিলে, কথাগুলি ভয়ঙ্কর বলিয়া বোধ হয়।

কেবল স্বর্গের অভিলাষী হইলেই যথেষ্ট হয় না ; আমাদি-গকে সেখানে গমন করণার্থে চেষ্টা করিতে হইবে। ধার্ম্মিকের ন্যায় মরিতে ইচ্ছা করিলেও যথেষ্ট হয় না ; আমাদিগকে ধার্ম্মি-কের ন্যায় জীবন যাপন করণার্থে চেষ্টা করিতে হইবে। এই কথা পুনঃপুনঃ বলা হইয়াছে যে, "স্বর্গ নরকই সদিচ্ছাদ্বারা গঠিত " আহা ! যেন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে বলিতে সক্ষম হই যে, "আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট," আর তাহা হইলে "মরণ যে লাভ," ইহা আমরা বাস্তবিক বুঝিতে পারিব।

যিহোশূয়

বা

ধার্ম্মিক যোদ্ধা।

আমরা কখন কখন এক এক জন লোককে স্ব স্ব কার্য্য-সম্পাদনের এমন সম্পূর্ণ উপযুক্ত দেখি যে, আমরা মনে করি, ইহাঁর অবর্ত্তমানে এরূপ লোক আর পাওয়া যাইবে না। কিন্তু যে ঈশ্বর বোঝাকে পৃষ্ঠের উপযোগী করেন, তিনিই আবার পৃষ্ঠকে বোঝার উপযোগী করিতে পারেন। তিনি আপনার কার্য্যের জন্য এমন লোক উত্থিত করিতে পারেন, যাঁহারা তাঁহার অনুগ্রহে, তাহা সম্পাদন করিতে ইচ্ছুক ও সক্ষম উভয়ই হইতে পারেন।

তথাপি মোশি অপেক্ষা আর কে তাঁহার এই কষ্টসাধ্য কার্য্যের উপযুক্ত ছিল? তিনিই সেই মহাজাতি ইস্রায়েলীয়-দিগকে অঙ্গীকৃত দেশে লইয়া যাওনার্থে অধিনেতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাদিগকে তাহাদের নবগৃহে বসতি করাইয়া তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার জন্য তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও তত উপযুক্ত বোধ হয় নাই।

কিন্তু ঈশ্বর অচিরে দেখাইলেন যে, যদি তিনি এক জনকে অপসারিত করেন, তবে তাহার স্থানে আর এক জনকে বসা-

হইতে পারেন। অতএব মোশির মৃত্যু হইলে, তাঁহার স্থানাধিকার করণার্থে একজন যিহোশূয় প্রস্তুত ছিলেন।

এ যিহোশূয় কে? মোশির জীবনকালে, আমরা অনেকবার ইহাঁর নাম শুনিয়াছি। তিনি "মোশির পরিচারক" ছিলেন। ফলতঃ, তিনি সতত তাঁহার অনুচরের কার্য্য করিতেন এবং তাঁহার প্রভুর আত্মিক গুণ কিছুং প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও তাঁহার বিজ্ঞতা কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন। অমালেকীয়দের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য, তিনি মোশিকর্তৃক ইস্রায়েলীয় সেনার অধিনেতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, এবং এই সকল শত্রুকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়াছিলেন। যখন মোশি পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া ঈশ্বরের সহিত কথা কহিতে গিয়াছিলেন, তখন যিহোশূয়ও তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কনান-দেশ অনুসন্ধান করণার্থে যে বারো জন চর নির্ব্বাচিত ও প্রেরিত হইয়াছিলেন, তিনি তাহাদের মধ্যে একজন; অপর, তিনি ও কালেব্, এই দুই জনমাত্র, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তদ্দেশের প্রকৃত ও বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ বর্ণন করিয়াছিলেন।

ইস্রায়েলীয়েরা এই সময়ে কনান-দেশের প্রান্ত সীমাতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; আর যখন মোশিতে তাহাদের বিশেষ আবশ্যক-বোধ হইয়াছিল, তখনই ঈশ্বর সহসা তাঁহাকে তাহাদের নিকট হইতে লইলেন। মোশি নিজেই যিহোশূয়কে আপনার স্থানাধিকার করিতে নিযুক্ত করেন; কিন্তু মোশি অপেক্ষা একজন মহান্ ব্যক্তিও তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি অবিলম্বে তাহাদের অধিনেতা

হইয়া, তাহাদিগকে অঙ্গীকৃত দেশে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

যখন আমরা কোন দুরূহ ও কষ্টসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত হই, তখন এইরূপ অনুভব করা বড়ই উপকারক যে, কার্য্যটী আমাদের নিজের মনোনীত করিয়া লওয়া নহে, কিন্তু ঈশ্বরই আমাদিগকে উহাতে নিযুক্ত করিয়াছেন; সুতরাং উহাই আমাদের স্পষ্ট কর্ত্তব্যকর্ম্ম, এবং আমরা তাঁহার সাহায্যের প্রত্যাশা করিতে পারি। এইরূপ ধারণাতেই যিহোশূয় প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন; আর আমরাও সেইরূপ হইতে পারি। এইরূপ ধারণা বশতঃই তাঁহার ভারলাঘব হইয়াছিল, এবং তিনি নানাবিধ বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আশ্বাসযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বারম্বার এই অনুগ্রহব্যঞ্জক ও উৎসাহবর্দ্ধক অঙ্গীকারটী স্মরণ করিয়াছিলেন—যথা, "তোমার যাবজ্জীবন কেহ তোমার সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে না; আমি যেমন মোশির সহিত ছিলাম, তদ্রূপ তোমার সহিত থাকিব।"

আমরা এক্ষণে ঈশ্বরের প্রজাগণের মনোনীত অধিনেতা বলিয়া যিহোশূয়ের বিষয় আলোচনা করিব। উঃ! তাঁহার পথে কি বিষম বাধা ও বিঘ্নরাশিই দণ্ডায়মান ছিল বলিয়া বোধ হইতেছে। প্রথমেই একটা ভয়ানক প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইল। উক্ত বিশেষ ঋতুতে যর্দ্দন নদীর কূল চিরকাল জলে প্লাবিত হইয়া যাইত। নদীটি পার হওয়া নিতান্ত আবশ্যক ছিল। তাহা পার না হইলে, ইস্রায়েলীয়দের জনপ্রাণিও অঙ্গীকৃত দেশের ভূমিতে পদার্পণ করিতে পারিত না। এস্থলে

তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষাকর একটী প্রতিবন্ধক উপস্থিত ছিল। কিন্তু যিহোশূয় জানিতেন যে, ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন; আর এই ধারণায় তাঁহার সাহস ও উৎসাহ জন্মিয়াছিল। ঈশ্বরের অনুমতি বিনা তিনি এক পদও অগ্রসর হন নাই— একটী আজ্ঞাও দেন নাই। তাঁহার কথায় বেগবতী নদীর জল প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকিল, এবং লোকেরা শুষ্ক ভূমির উপর দিয়া পার হইয়া গেল। তাহাদের নবাধিনেতার প্রথম আশ্চর্য্য কর্ম্ম এই। ঈশ্বর যে, বাস্তবিক তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, ইহাই তাহার প্রথম প্রমাণ।

আহা! যদি যিহোশূয়ের ন্যায় বিশ্বাস ও যিহোশূয়ের ন্যায় সাহস আমাদের থাকিত, তবে কত উৎসাহই হইত! ঈশ্বর কি আমাদের নিকটে অঙ্গীকার করেন নাই? তিনি কি বলেন নাই, "আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না?" তবে কি আমরা সাহস পূর্ব্বক বলিব না, "সদাপ্রভু আমার পক্ষ, আমি ভয় করিব না; মনুষ্য আমার কি করিতে পারে?" যর্দ্দনের জলের ন্যায় প্রবল প্রতিবন্ধক আমাদের পথে দণ্ডায়মান থাকিলেও, তিনি যেমন যিহোশূয়ের নিকটবর্ত্তী ছিলেন, যদি তেমনি আমাদেরও নিকটবর্ত্তী থাকেন, তাহা হইলে আমাদের অগ্রসর হইতে দ্বিধা করিবার আবশ্যক নাই। পরীক্ষা ও বিপদকালে ঈশ্বরের সেবকদের উৎসাহার্থে একটী মনোহর অঙ্গীকার আছে—যথা, "ভয় করিও না, কেননা আমি তোমাকে মুক্ত করিয়াছি। তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদনদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না।

কেননা আমি সদাপ্রভু তোমার ঈশ্বর, ইস্রায়েলের পাবন তোমার ত্রাণকর্ত্তা।”

কিন্তু ইস্রায়েলের বিপদাপদের শেষ হয় নাই; তাহা আরব্ধ হইয়াছিল-মাত্র। কনানীয়েরা সাহসী ও সমরপটু জাতি ছিল, আর তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু যিহোশূয় আপনার মুষ্টিমেয় অনুগামীদিগকে লইয়া, এই রাশি রাশি শত্রুর বিপক্ষে কি করিতে পারেন? বহু দিন পূর্ব্বে, ঈশ্বর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, “আমি দেশে শান্তি প্রদান করিব? তোমরা শয়ন করিলে কেহ তোমাদিগকে ভয় দেখাইবে না। এবং তোমরা আপনাদের শত্রুগণকে তাড়াইয়া দিবে ও তাহারা তোমাদের সম্মুখে খড়্গে পতিত হইবে। এবং তোমাদের পাঁচ জন তাহাদের এক শত জনকে তাড়াইয়া দিবে ও তোমাদের এক শত জন দশ সহস্র লোককে তাড়াইয়া দিবে।” অতএব যিহোশূয় ঈশ্বরের কথায় বিশ্বাস করিয়া সাহসী হইয়াছিলেন।

তাহারা দেশের মধ্যে পদার্পণ করিবা-মাত্র যিরীহো নগর তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া, যেন তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কেননা তাহা সশস্ত্র লোকে পরিপূর্ণ, এবং সুদৃঢ় প্রাচীর-দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু যিনি ইস্রায়েলের পক্ষে যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত, তাঁহার নিকটে উচ্চ প্রাচীর ও লোকবাহুল্যে কি হইতে পারে? নগরটী আক্রমণ করিতেই হইবে; কিন্তু কি প্রকারে? সচরাচর যেরূপে আক্রমণ করা হয়, সেরূপে নহে; যুদ্ধ জয় করণার্থে একখানিও খড়্গ, বা বল্লম ব্যবহৃত হইবে না, এক বিন্দুও রক্তপাত হইবে না। ঈশ্বর তাহাদিগকে

শ্রেণীবদ্ধ হইয়া নগর প্রদক্ষিণ করিয়া তুরী বাজা-ইতে ও তাহাদের অগ্রে অগ্রে নিয়মসিন্দুক বহন করিয়া লইয়া বেড়াইতে আজ্ঞা করিলেন। এক সপ্তাহকাল প্রতিদিন এই-রূপ করিতে হইবে। ইহা যিহোশূয়ের বিশ্বাসের কতই পরীক্ষা-জনক! প্রতিদিন তাহাদিগকে এই কার্য্য পুনঃপুনঃ করিতে হইয়াছিল, আর তাহা তাহাদের নিকটে অবশ্যই সম্পূর্ণ অন-র্থক বলিয়া বোধ হইয়াছিল, এবং তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থে ইহাতে কোন কৃতকার্য্যতার লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই। নগরের প্রাচীর পূর্ব্বের ন্যায় সুদৃঢ়ই দেখাইয়াছিল; আর তাহারা যে তাহাদের শত্রুগণকে এইরূপে কখন জয় করিতে পারিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা বোধ হয় নাই। কিন্তু যিহোশূয় জানিতেন যে, সদাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই ঘটিবে; সেই জন্য তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, "নীরব থাকিয়া সদাপ্রভুর নিকটে পরিত্রাণের অপেক্ষা করা ইহাই মঙ্গল।"

শেষদিন তাহাদিগকে সাতবার নগরটী প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। আঃ, আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, সপ্তম বারের প্রদক্ষিণ-কার্য্য সমাপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বে, অনেকের মনে নৈরাশ্যের উদ্রেক হইয়াছিল, এবং এইরূপ অসম্ভবপর উপায়ে সেই সুদৃঢ় প্রাচীর যে ভূমিসাৎ হইবে না, ইহা ভাবিয়া অনেকে হাস্য করিতেও ছাড়ে নাই। সপ্তমবার প্রদক্ষিণ করা শেষ হইলে, সমস্তই নিস্তব্ধ হইল, এবং যিহোশূয় লোকদিগকে কহিলেন, "তোমরা সিংহনাদ কর, কেননা সদাপ্রভু তোমা-দিগকে নগরটী দিলেন।" লোকেরা সিংহনাদ করিবা-মাত্র, যিরীহোর সুদৃঢ় প্রাচীর পড়িয়া গিয়া সমভূমি হইল। ইস্রায়েল-

লীয়দের জয় হইল, এবং তাহারা নির্ব্বিঘ্নে নগরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সদাপ্রভু যে, ইস্রায়েলের হইয়া যথার্থই যুদ্ধ করিয়াছিলেন, এই সময়ে তিনি তাহার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ দিয়াছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যাইতেছে যে, ইমোরীয়দের বিনাশ সাধনার্থে, তিনি একদা স্বর্গ হইতে শিলাবৃষ্টি বর্ষণ করিয়া ইস্রায়েলীয়দিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তাহাদের শত্রুগণের সম্পূর্ণ পরাজয় না হওয়া পর্য্যন্ত সূর্য্যের গতিরোধ করিতে দিয়াছিলেন।

ফলতঃ, যিহোশূয় একজন বিজ্ঞ অধিনেতা ও সাহসী সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। কিন্তু এতদ্ভিন্ন তাঁহার আরও কিছু সদ্গুণ ছিল। আমরা দেখিতে পাই যে, লোকেদের পারমার্থিক অভাবমোচনে মনোযোগী হইয়া ব্যবস্থোক্ত অঙ্গীকার ও ভয়প্রদর্শক বাক্য সকল তাহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিয়া, এমন কি, তাহাদের সঙ্গে জানুপাতিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করত তিনি তাহাদের আধ্যাত্মিক মঙ্গলসাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন।

ইংরাজদের সেনাদলস্থ অনেক ঈশ্বরনিষ্ঠ সৈনিকের ন্যায়, তিনি সদাপ্রভুর দাস হইতে লজ্জিত হয়েন নাই। যেমন তাঁহাদের বিষয়ে তেমনি ইহাঁর বিষয়েও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহাঁর অন্তরে ঐশ্বরিক অনুগ্রহেব আধিপত্য থাকে, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট অধিনেতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা সাহসী সৈনিক পুরুষ।

কিন্তু বিশেষতঃ যখন যিহোশূয়ের শেষকাল উপস্থিত হইল, তখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ঈশ্বরের সেবা করাই তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ। একশত দশ বৎসর বয়সে

যখন তিনি প্রতিদিন মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়তম লোকদিগকে আপনার চতুঃপার্শ্বে সমবেত করিয়া, মুমূর্ষু পিতা যেমন সন্তানগণকে লক্ষ্য করিয়া কথা কহেন, তেমনি তিনি তাহাদিগকে সম্বোধন পূর্ব্বক কথা কহিয়াছিলেন, এবং বিদায়কালে তাহাদিগকে উপদেশবাক্য, সৎপরামর্শ ও উৎসাহ দিয়াছিলেন। তিনি হৃদয়স্পর্শী বাক্যে তাহাদের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন, এবং তাহাদিগকে বিনয় পূর্ব্বক বলিলেন, "তোমরা সদাপ্রভুতে আসক্ত থাক, তাঁহাকে ভয় কর, এবং যাথার্থ্যে ও সত্যে তাঁহার আরাধনা কর।" তৎপরে তিনি আরও বলিলেন যে, তোমাদের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন, আমি নিজের সম্বন্ধে এ বিষয় অনেক দিন স্থির করিয়াছি; "আমি ও আমার পরিজন আমরা সদাপ্রভুর আরাধনা করিব।"

যিহোশূয়ের অধিনেতৃত্বের শেষ হইয়াছে। তাঁহার সমস্ত যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। তিনি এক্ষণে ঊর্দ্ধলোকস্থ কনানে আছেন। আমাদের বিশ্বাস কি তাঁহার বিশ্বাসের ন্যায় দৃঢ় ও জীবন্ত? আমরা কি প্রভুর সেবাকার্য্যে সাহসী? আমরা কি তাঁহার বিশ্বাস্য সৈন্য ও দাস? তাহা হইলে, সেই সুখময় দেশে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া অনন্তকাল এইরূপ গান করিব, "ধন্য ঈশ্বর, তিনি আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমাদিগকে জয় প্রদান করেন।"

শিম্‌শোন্

বা

মনুষ্যের দুর্ব্বলতা ও ঈশ্বরের বল।

মহৎ লোকদের জন্মে কিছু না কিছু আশ্চর্য্য বিষয় প্রায়ই আছে। ইস্‌হাক ও মোশির সম্বন্ধে এইরূপ হইয়াছিল ? আর শিম্‌শোনেরও সম্বন্ধে তাহাই হইয়াছিল। তাঁহার মাতা নিঃসন্তান ছিলেন; এবং জনৈক স্বর্গদূত তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামী মানোহকে দর্শন দিয়া, তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের একটী পুত্রসন্তান জন্মিবে, আর এই পুত্র অন্যান্য লোকের ন্যায় না হইয়া, একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হইবে।

এই কালটীতে ইস্রায়েলীয়েরা পলেষ্টীয়দের এবং অন্যান্য পৌত্তলিক জাতিগণের দ্বারা পুনঃপুনঃ নির্দ্দয়রূপে উৎপীড়িত হইয়াছিল; আর ঈশ্বর তাহাদের নিস্তারার্থে, সময়ে সময়ে এমন সকল ব্যক্তিকে উত্থিত করিয়াছিলেন, যাঁহাদিগকে তিনি বিচারকর্ত্তৃ নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

মানোহ ও তাঁহার ভার্য্যাকে বলা হইয়াছিল যে, তাঁহাদের পুত্র শিমশোন্ এইরূপ একজন বিচারকর্ত্তা বা নিস্তারকর্ত্তা হইবেন। তাঁহাকে নাসরীয়রূপে লালিতপালিত ও শিক্ষিত করিতে হইবে। ফলতঃ, এরূপ ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবাকার্য্য করণার্থে বিশেষরূপে পৃথক্‌কৃত হইতেন। আর ইহার চিহ্নস্বরূপ, তাঁহাকে দ্রাক্ষারস বা সুরাপান করিতে নিষেধ করা হইত,

এবং তাঁহার মস্তকের কেশ কখন মুণ্ডন না করিতে আজ্ঞা করা হইত।

অনতিবিলম্বে এই সকল পলেষ্টীয়ের সঙ্গে একটী বিবাদের সূত্রপাত হয়। ঘটনাক্রমে তাহাদের দেশে শিম্শোন্ একটী রূপবতী কন্যাকে দেখিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে অভিলাষী হন। একদা যখন তিনি তাহাকে দেখিবার জন্য তিম্নাথায় গমন করিতেছিলেন, তখন একটা প্রচণ্ড সিংহ আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে। তৎকালে তাঁহার হস্তে কোন অস্ত্রাদি না থাকায়, তিনি মহাবিপদাপন্ন হন। কিন্তু আমরা জ্ঞাত হই যে, "সদাপ্রভুর আত্মা তাহাতে আবেশ করিলেন, তাহাতে তাহার হস্তে কিছু না থাকিলেও সে ছাগবৎসকে ছিঁড়িবার ন্যায় ঐ সিংহকে ছিড়িয়া ফেলিল।" অতএব এস্থলে সদাপ্রভু তাঁহার দাসের প্রাণরক্ষার্থে তাঁহাকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে, পুনরায় তিম্নাথায় যাইবার সময়, তিনি সেই স্থানের নিকট দিয়া গমন করেন। সিংহটীর শব তখনও সেইখানেই আছে কি না, তাহা দেখিবার ইচ্ছায়, তিনি পথ ছাড়িয়া তথায় গেলেন, এবং দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, এক-ঝাঁক মধুমক্ষিকা তাহাতে চাক বাঁধিয়াছে ও সেই চাকে মধু-সংগ্রহ করিতেছে। ইহা হইতে একটি প্রহেলিকা রচনা করিয়া, তিম্নাথায় যে সকল পলেষ্টীয়দের সহিত তিনি সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে তাহা কহিলেন। তাহারা আগ্রহ-সহকারে ইহার তাৎপর্য্য বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া, অবশেষে তাঁহার স্ত্রীর সাহায্যে (কারণ তিনি তাঁহার

স্ত্রীকে ইহার অর্থ বলিয়াছিলেন) তাহার অর্থ করিয়া দিল। ইহাতে তিনি এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, তাহাদের একদল লোককে আক্রমণ করিয়া ত্রিশ জনকে বধ করিয়াছিলেন।

তাঁহার শ্বশুর তাঁহার স্ত্রীকে বাটীতে লইয়া যাইতে না দেওয়ায়, তিনি পুনর্বায় তিম্নাথায় গমন করেন। তথায় গিয়া তিনি যাহা দেখিতে পাইলেন তাহাতে তাঁহার মনোদুঃখের একশেষ হইল। তিনি যে স্ত্রীকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন, তাহাকে তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া আর একজনকে দেওয়া হইয়াছে। এই অন্যায় কার্য্য তাঁহার পক্ষে অসহ্য হওয়াতে তিনি ক্রোধে অধীর হইয়া পলেষ্টীয়দের কতক কতক ক্ষেত্রের পক্বশস্য নষ্ট এবং পুনরায় তাহাদের অনেকগুলি লোককে হত্যা করিলেন।

এই কারণে শিম্শোন্‌কে বন্দী করিবার আশায়, পলেষ্টীয়েরা যিহূদিয়া দেশ আক্রমণ করিল। সুতরাং তাঁহার স্বদেশীয়দের মধ্যে কয়েকজন লোক তাঁহাকে তাঁহার শত্রুগণের হস্তে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে নিষ্ঠুর বিশ্বাসঘাতকতা ও অসুদার আচরণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধৃত করিল। কিন্তু তাহারা জানে নাই যে, ঈশ্বর তাঁহাকে কি আশ্চর্য্য সামর্থ্যই দান করিতে পারেন; কারণ, যদিও তাহারা তাঁহাকে রজ্জু দিয়া দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়াছিল, তথাপি তিনি নিমেষমধ্যে তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন, এবং পলেষ্টীয়দিগেকে আক্রমণ করত পুনর্ব্বার তাহাদের শত শত লোককে বধ করিলেন।

আর এক সময়ে ঘসা নামক স্থানে তাঁহার শত্রুগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া ধরিবার উপক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের হস্ত

হইতে নিস্তার পাইবার উপায়ান্তর না দেখিয়া, তিনি নগরের দ্বার উপড়াইয়া তাহা স্কন্ধে করিয়া লইয়া সজয়ে প্রস্থান করিলেন, এবং এইরূপে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন।

কিন্তু অবশেষে পলেষ্টীয়েরা তাঁহাকে আপনাদের করায়ত্ত করিতে কৃতকার্য্য হইল। তদনন্তর তাহারা তাঁহাকে প্রথমে যন্ত্রণা দিয়া, তৎপর বধ করিতে স্থির করিল। তাহারা তাঁহাকে ধৃত করিয়া তাঁহার চক্ষু উৎপাটন করিল, এবং লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন পূর্ব্বক সামান্য অপরাধীর ন্যায় কারাগারে যাঁতাপেষণে নিযুক্ত করিল।

এই সমস্ত করিয়াই তাহারা ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা লোকদিগকে একত্রিত করিয়া, তাঁহাকে তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিল, এবং এই দুর্ভাগ্য বন্দীকে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে দাঁড় করাইয়া তাহাদের হাস্যাস্পদ করিল।

ঈদৃশ নির্দ্দয় ব্যবহার প্রযুক্ত তিনি ক্ষিপ্তপ্রায় হইলেন, এবং ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি তাঁহাকে যে অসাধারণ সামর্থ্য দিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া আর একবার তাহা তাঁহাকে দান করুন। এইরূপ প্রার্থনা করিয়া, যে স্তম্ভদ্বয়ের উপর সেই গৃহের ভার ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; তাহাতে তাহা তাঁহার নিজের ও তাঁহার যন্ত্রণাদাতা শত্রুগণের উপর পতিত হওয়ায় সকলেই প্রাণত্যাগ করিল। "এইরূপে তাহার জীবনকালের হত লোক অপেক্ষা তাহার মরণকালের হত লোক অধিক হইল।"

এ কি আশ্চর্য্য জীবন-কাহিনী! ইহাতে কত দুর্জ্ঞেয় বিষয়ই রহিয়াছে! আমাদের মনে কত কঠিন সমস্যারই উদয় হইতেছে।

আমরা কি শিম্‌শোন্‌কে ঈশ্বরের দাস বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি? আমরা কি তাঁহার আচরণের পোষকতা করিতে পারি? তাঁহার আচরণ কি আমাদের অনুকরণীয়, না পরিত্যাজ্য? তাঁহার বিবরণ পাঠ করিয়া অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহার কৃত সকল কার্য্যেরই পোষকতা করেন; আবার কেহ কেহ তাঁহার আচরণকে অতীব গর্হিত ও দূষণীয় বলিয়া বিবেচনা করেন। আইস, আমরা তাঁহার চরিত্রের বিষয় স্থির ও নিরপেক্ষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখি।

প্রথমতঃ, আমার মতে, আমরা তাঁহাকে বিশ্বাসী বলিয়া বিবেচনা করিতে বাধ্য। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি প্রার্থনাশীল লোক ছিলেন, এবং বিপদাপদের সময় সর্ব্ব-স্থলেই ঈশ্বরকে আপনার সহায় বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এতদ্ভিন্ন, সাধু পৌল ইব্রীয়দের পত্রে, তাঁহার নাম ঈশ্বরের অন্যান্য অনেকগুলি সেবকের নামের সহিত সংসৃষ্ট করিয়াছেন। উক্ত পত্রের একাদশ অধ্যায়ে তিনি বলেন, "অধিক কথার প্রয়োজন কি? গিদিয়োন, বারক, শিম্‌শোন্ ও যিপ্তহ, দায়ূদ ও শমূয়েল ও ভাববাদিগণ, এই সকলের বৃত্তান্ত কহিলে সময়ের অকুলান হইবে। বিশ্বাসদ্বারা ইহাঁরা নানা রাজ্য পরাজয় করিলেন, ধর্ম্ম প্রচলিত করিলেন, নানা প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন, সিংহদের মুখ বন্ধ করিলেন, অগ্নির তেজ নির্ব্বাণ করিলেন, খড়্গের ধার এড়াইলেন, দুর্ব্বলতা হইতে বলপ্রাপ্ত হইলেন।" এইরূপে ঈশ্বরের বাক্যে তাঁহাকে বিশ্বাসী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; অতএব আমরা তাঁহাকে একজন বিশ্বাসী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে বাধ্য হইলাম।

দ্বিতীয়তঃ, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, যদিও তিনি

একজন বিশ্বাসী ছিলেন বটে, তথাপি তাঁহাতে অনুগ্রহের লক্ষণ অতি অল্পই প্রকাশ পাইয়াছিল। তাঁহাতে আলোক ছিল বটে, কিন্তু তাহা ক্ষীণালোক। তাঁহার ভক্তিশ্রদ্ধা ও ঈশনিষ্ঠা ছিল, কিন্তু উহার সহিত অসদ্বিষয় বিমিশ্রিত হইয়াছিল। যে পলেষ্টীয়েরা ঈশ্বরের বৈরি, তাহাদের মধ্যে বিবাহ করিতে যাওয়া, তাঁহার পক্ষে যে অনুচিত কার্য্য হইয়াছিল, ইহা আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এতদ্ব্যতীত, তাঁহাতে যে বৈরনির্য্যাতন-প্রবৃত্তি ছিল, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা দূষণীয়; তদ্দ্বারা তাঁহার চরিত্র কলুষিত ও নষ্ট হইয়া গিয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ঘৃণার্হ পাপে নিপতিত, এবং তাঁহার আত্মাকে বিপদাপন্ন করিয়াছিল।

আমরা কি বর্ত্তমান সময়েও কথন কথন এরূপ চরিত্রের লোক দেখিতে পাই না? এমন লোক কি নাই, যাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তাহারা প্রভুর পক্ষে আছে, তাহাদের অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি ফিরিয়াছে, এবং তাহারা পবিত্র আত্মা-দ্বারা আলোকিত ও শিক্ষিত হইয়াছে! তথাপি আমরা তাহাদের চরিত্রে শোচনীয় অসঙ্গত ব্যবহার দেখিতে পাইয়া থাকি। ফলতঃ, প্রভুর সেবকদের যেরূপ নম্রতা, ভদ্রতা, মৃদুতা ও প্রেমিকের ভাব থাকা উচিত, তাহাদিগেতে তাহার অসদ্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা যে তাঁহার দাস নহে, আমরা এমন কথা বলিতে সাহসী নহি; তথাচ আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না যে, তাহারা তাঁহারই দাস; হাঁ, পাছে তাহা-দিগকে পরিণামে পরিত্যক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, এজন্য আমরা তাহাদের নিমিত্ত কম্পমান হই।

আঃ, যেন আমরা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার ক্ষমতাধীন হই, যেন "আমাদের ব্যুৎপত্তি (সদাচার) সকলের প্রত্যক্ষ হয় ;" এবং ইহা স্পষ্ট ও পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হয় যে, আমরা বাস্তবিকই খ্রীষ্টের শিষ্য ! ইহা ব্যতীত আমরা আপনাদের আচার-ব্যবহার-দ্বারা ঈশ্বরকে গৌরবান্বিতও করিতে পারিব না, অন্তরে শান্তিও উপভোগ করিতে পারিব না।

তৃতীয়তঃ, আমাদের স্মরণ করা আবশ্যক যে, শিম্‌শোনের দূষণীয় আচরণের অনুকূলে দুই একটী কথাও বলিতে পারা যায়। পলেষ্টীয়েরা তাঁহার প্রতি অন্যায় ও নির্লজ্জ ব্যবহার করিয়া তাঁহার ক্রোধ উত্তেজিত করিয়াছিল। তাঁহার স্বদেশীয়গণও তাঁহার সহিত অনুদার ব্যবহার করিয়া তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল। এরূপ আচরণ না করিয়া বরং তাঁহাকে আশ্রয় দেওয়াই তাহাদের কর্ত্তব্য ছিল। অধিকন্তু, তাঁহাকে বিষম দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং তাঁহার পরীক্ষা-প্রলোভনও অল্প ছিল না।

যে কোন সময়েই তুমি তোমার ভ্রাতার চরিত্রের বিচার করিতে তৎপর হও, তখনই তাহার সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় অগ্রে ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিও। এমন কোন কোন ব্যক্তি আছে, যাহাদিগকে বিচার না করিয়াই আমরা দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিতে উদ্যত হই ; কিন্তু যদি আমরা তাহাদের সমস্ত বিষয় জানিতাম, তাহা হইলে, হয় তো, তাহারা আমাদের দৃষ্টিতে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। আহা ! যিনি জগতের বিচার করিতে আইসেন নাই, পরিত্রাণ করিতেই আসিয়াছিলেন, যদি আমরা তাঁহার সদ্‌গুণের ন্যায় সদ্-

গুণরাজিতে আরও বিভূষিত হইতে পারিতাম, তবে সহসা কাহারও বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতাম না।

তবে আইস, আমরা শিম্‌শোনের পাপ ও দোষ সকল দেখিয়া তাহা ঘৃণা করিতে শিখি; অধিকন্তু, আইস, আমরা আশা করি যে, যিনি মনুষ্যের অন্তঃকরণে লক্ষ্য রাখেন, সেই ঈশ্বরই শিম্‌শোনের হৃদয়ে এমন সকল সদ্‌গুণ দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাহা আমাদের নয়নের অগোচর।

অবশেষে স্মরণ করা আবশ্যক যে, শিম্‌শোন্ একজন বলবান লোক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সে সামর্থ্য ঈশ্বরের নিকট হইতে প্রাপ্ত, তিনি নিজে অন্যান্য লোকের ন্যায় দুর্ব্বল ছিলেন। আর আমরাই বা কি? ঈশ্বরের নিকট হইতে সাহায্য না পাইলে, আমরা কেমন দুর্ব্বল, কেমন শক্তিহীন! কিন্তু প্রভু আমাদের সহবর্ত্তী থাকিলে, আমরা কেমন বলবান! সাধু পৌল বলেন, "আমার সামর্থ্যদাতা খ্রীষ্টের অধীনে সকলই আমার সাধ্য।" আমাদের এমন একজন শত্রু আছে, যে "গর্জ্জনকারী সিংহের ন্যায়" আমাদিগকে গ্রাস করিতে সচেষ্ট। কিন্তু শিম্‌শোনের ন্যায়, আমরা তাহাকে জয় করিতে পারি; পলায়ন করিয়া নহে, কারণ সে আমাদের অপেক্ষা দ্রুতগামী; আমাদের নিজের অস্ত্রশস্ত্রে নহে, কারণ আমরা স্বভাবতঃ নিরস্ত্র; আমাদের স্বহস্তে নহে, কারণ তাহা দুর্ব্বল ও অবশ; ঈশ্বরের আত্মাতেই আমাদের ভরসা। আর যদি তিনি আমাদের অন্তরে থাকিয়া যুদ্ধ করেন, তবে কে আমাদের অনিষ্ট করিতে পারে?

রূৎ

বা

অনাথার সান্ত্বনাপ্রাপ্তি।

ঈশ্বর আপনার ভাববাদীর প্রমুখাৎ বলেন, "তুমি আপন পিতৃহীন বালকদিগকে ত্যাগ কর, আমি তাহাদিগকে বাঁচাইব, তোমার বিধবাগণও আমাতে বিশ্বাস করুক।" বাস্তবিক, তিনিই সকলের পিতা ও রক্ষাকর্ত্তা; কিন্তু তিনি বিধবার বিশেষ অভিভাবক; সে তাঁহার বিশেষ যত্নের পাত্রী।

রূৎ ইহার একটী সুন্দর উদাহরণস্থল। প্রিয় পাঠক পাঠিকে, আমি প্রার্থনা করি, ঈশ্বর তাঁহার দৃষ্টান্ত-দ্বারা তোমায় সান্ত্বনা ও উৎসাহ-দান করুন।

রূৎ একজন মোয়াবীয়া রমণী ছিলেন, কিন্তু তিনি জনৈক ইস্রায়েলীয়কে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই ইস্রায়েলীয় পুরুষ দুর্ভিক্ষ বশতঃ, স্বীয় পিতা ইলীমেলক্ ও মাতা নয়মীর সঙ্গে কনান দেশ হইতে তন্নিকটবর্ত্তী মোয়াব দেশে কিছুকালের জন্য প্রবাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই দেশের অধিবাসীরা অজ্ঞানান্ধ পৌত্তলিক ছিল, আর রূৎ তাঁহার স্বদেশীয়দের অন্যান্যের ন্যায়, সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-জ্ঞান-বিবর্জ্জিতা ছিলেন। তিনি যে ঈশ্বরের সেবকগণের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন,

ইহা তাঁহার পক্ষে ভালই হইয়াছিল। কোন্ সময়ে তিনি পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা জানি না; কিন্তু কাষ্ঠ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দেবদেবীর উপাসনা করার অযৌক্তিকতা, সত্যধর্ম্মের সৌন্দর্য্য এবং ধন্যতার বিষয় তিনি নিঃসন্দেহই অচিরে তাঁহাদের নিকট হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন।

বিবাহের পর রূৎ অধিক দিন স্বামী-সহবাসে কাল যাপন করিতে পারেন নাই। তাঁহার পতির মৃত্যু হওয়ায়, তিনি অচিরে বিধবা হন। তাঁহার যাতা ও শ্বশ্রূরও ঐ একই দশা হয়; বাস্তবিক তাঁহারা সকলেই বৈধব্যরূপ কশাঘাতে প্রপীড়িত হইয়াছিলেন।

আর এই সময় দুর্ভিক্ষের নিবৃত্তি হওয়ায়, নয়মী স্বদেশে প্রতিগমন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু অর্পা ও রূতের কি হইবে? যদিও তাঁহারা তাঁহাদের শ্বশ্রূকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতেন বটে, তথাপি কনান দেশে তাঁহাদের সম্বন্ধ কি? তাহা তো তাঁহাদের পক্ষে বিদেশ; আবার সাংসারিক বিষয় বিবেচনা করিলেও, সেখানে তো তাঁহাদের কিছুই নাই। কিন্তু তাঁহাদের শ্বশ্রূকে তাঁহারা প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। নয়মী তাঁহাদের মাতাস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে আপনাদের বন্ধু ও পরামর্শদাত্রী বলিয়া বিবেচনা করিতে শিখিয়াছিলেন; আর তাঁহার আচার-ব্যবহার ও দৃষ্টান্তে তাঁহাদের যে, কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহাও তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

নয়মী তাঁহাদিগকে কোন সাধ্যসাধনা করেন নাই। তিনি

তাঁহার পুত্রবধূগণকে ভালবাসিতেন বটে; কিন্তু তিনি এমন কামনা করেন নাই যে, তাঁহারা আপনাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই তাঁহার সঙ্গে কিছু-দূর গিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহাদের বিদায়-গ্রহণের সময় উপস্থিত হইল। আঃ! তাঁহাদের অন্তরে কি বিষম গোলযোগই বাধিল। একদিকে স্বার্থ, আর একদিকে কর্ত্তব্য-কর্ম্ম; একদিকে তাঁহাদের যাহা করা উচিত, আর একদিকে তাঁহারা যাহা করিতে ইচ্ছুক, এই দুইয়ে যুদ্ধ বাধিল। জগৎ তাঁহাদিগকে একদিকে টানিতে লাগিল; তাঁহাদের কর্ত্তব্যবোধ আর একদিকে টানিতে লাগিল। তাঁহাদের গৃহ ও পৌত্ত-লিক আত্মীয়গণের প্রতি তাঁহাদের অনুরাগ ছিল, তাহা তাঁহাদিগকে স্বদেশে থাকিয়া যাইতেই ইচ্ছুক করিয়াছিল; কিন্তু নয়মীর প্রতি তাঁহাদের স্নেহমমতা এবং নয়মীর ঈশ্বরের প্রতি তাঁহাদের যে ভক্তি ছিল, তাহা তাঁহাদিগকে তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিতে প্রবৃত্তি দিয়াছিল।

এ বিষয়ে কি কর্ত্তব্য, রূৎ তাহা শীঘ্রই স্থির করিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে সমস্তই বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিলেন; অতএব তিনি ঈশ্বরের দাসগণের সুখদুঃখের ভাগিনী হইতে সঙ্কল্প করিলেন। সেই জন্য স্নেহ পূর্ব্বক নয়মীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "তুমি যথা যাইবা, আমিও তথা যাইব, তোমার লোকই আমার লোক, এবং তোমার ঈশ্বরই আমার ঈশ্বর।" কিন্তু অর্পার মন সরিল না। আমরা জ্ঞাত হই যে, সে আপনার শ্বশ্রূকে চুম্বন করিয়া স্বীয় দেবতা ও স্বজাতির নিকটে ফিরিয়া গেল।

দুর্ভাগ্য অর্পা! সে স্বদেশ ও আত্মীয়বর্গের মায়ায় মুগ্ধ হইয়াছিল; তাহার ধর্ম্মবিষয়ক কর্ত্তব্যজ্ঞান তেমন দৃঢ় ছিল না। সে যে পরমসুখের ভাগিনী হইতে পারিত, এইরূপে তাহাতে বঞ্চিত হইয়াছিল। আঃ! আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যখন সে তাহার পৌত্তলিক আত্মীয়-বন্ধুগণের নিকটে ফিরিয়া গিয়াছিল, তখন তাহার বিবেক যাহাকে পুনঃপুনঃ বলিয়াছিল যে, সে অনুচিত কার্য্য করিয়াছে। যে লোকটী যীশুকে বলিয়াছিল, "হে প্রভো, আমি আপনকার পশ্চাৎ যাইব, কিন্তু অগ্রে নিজ ঘরের লোকদের নিকটে বিদায় লইয়া আসিতে দিউন," অর্পা তাহারই ন্যায় ছিল।

কিন্তু রূৎ যে পথের পথিনী হইয়াছিলেন, তাহা সুখের পথ, আর সে জন্য তাঁহাকে কখন অনুতাপ করিতে হয় নাই। বস্তুতঃ, স্বীয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া অপরিচিত দেশে গমন করাতে তাঁহার কিছু সাহসের আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু আপনার কর্ত্তব্যকর্ম্ম বুঝিতে পারিলে পর, তাঁহার মনে আর কোন সংশয় হয় নাই।

এই দুই যাতার আচরণের বিষয় তুলনা করিয়া মনে মনে জিজ্ঞাসা কর, তুমি কাহার সদৃশ—দুর্ব্বলমনা, চঞ্চলচিত্ত অর্পা, না সাহসী, বিশ্বাসী রূৎ?

আঃ! একটু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে আমাদের সকলেরই কত লাভ হইতে পারে! খ্রীষ্ট আমাদিগকে বলিতেছেন, "আমার পশ্চাদ্গামী হও, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব।" জগৎও আমদের কাণে কাণে বলিতেছে,"আমিও তোমাদিগকে আনন্দ দিতে পারি; তোমাদিগকে সুখী করিতে পারি। কেবল

আমাকে তোমাদের অন্তঃকরণ দেও।” ঈদৃশ স্থলে আমাদের মধ্যে অনেকে কিরূপ আচরণ করেন? কেন, আমরা কি এক প্রকার চুক্তিস্থির করি না? আমরা ঈশ্বরের একটু, এবং জগতের একটু সেবা করিতে চেষ্টা করি। আমরা এখন তখন স্বর্গের দিকে দৃষ্টিপাত করি বটে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে সংসারের দিকেই আমাদের দৃষ্টি থাকে। আমরা খ্রীষ্টের নাম ধারণ করি, কিন্তু আমাদের প্রেম শীতল, আমাদের সেবাকার্য্য নগণ্য, ক্ষীণ ও হৃদয়হীন। সেই জন্য আমরা বর্ত্তমানেও সুখী নহি, ইহার পরেও সুখী হইব না; কারণ খ্রীষ্ট যেখানে আছেন, আমরা কখন সেখানে যাইতে পারিব না।

অতএব আমরা প্রার্থনা করি, যেন ঈশ্বর আমাদিগকে সাহস ও স্থিরপ্রতিজ্ঞা দেন। অপর, যে উত্তম অংশ আমাদের নিকট হইতে নীত হইবে না, যেন আমরা তাহাই মনোনীত করি, এবং তাঁহাকে আমাদের সমগ্র, অবিভক্ত হৃদয় দিই।

যখন শ্বশ্রূ ও পুত্রবধূ বৈৎলেহমে উপস্থিত হইলেন, তখন নয়মীর অবস্থার এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছিল যে, তাঁহার আত্মীয়-বন্ধুগণ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। দশ বৎসরকাল বিদেশে থাকায়, তাঁহার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তাহারা বলিল, "উনি কি নয়মী?" "উনি কি ইলীমেলকের ভার্য্যা, এবং একটী পরিবারের ভাগ্যবতী মাতা? উনি কি পূর্ব্বে ভাল ভাল বস্ত্র পরিধান করিতেন না, আর এক্ষণে মলিন ও ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়া আছেন? এক সময়ে পরিচারিকারা কি উঁহার সেবা করিত না, আর এক্ষণে উনি একাকিনী?" হাঁ, তাহাই বটে,

দুঃখক্লেশেই তাঁহার অধিক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, বার্দ্ধক্য বশতঃ নহে। দুর্ভাগ্যে তাঁহার কান্তি শুকাইয়া গিয়াছে। কিন্তু তদ্দারা তাঁহার আত্মার সমূহ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি পূর্ব্বেও ঈশ্বরকে প্রেম করিতেন; কিন্তু এক্ষণে তাঁহাকে আরও প্রাণের সহিত প্রেম করিতে শিখিয়াছেন। আর যে বিদেশিনী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা আছেন, তিনিও তাঁহার সুখদুঃখের—আনন্দ ও নিরানন্দের ভাগিনী হইয়াছিলেন।

প্রথমে এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহারা সম্ভবতঃ দুঃখিনী ও অনাথাই থাকিয়া যাইবেন। নয়মীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়গণের অনেকেই গতপ্রাণ হইয়াছিল; অবশিষ্ট সকলেই তাঁহাকে বহুকাল দেখে নাই; সুতরাং তিনি যেন তাহাদের কেহই নহেন। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার চিরবন্ধু ছিলেন। কি দূরত্ব, কি কালাধিক্য, কিছুতেই আমাদিগকে তাঁহার বন্ধুত্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তিনি কি বলেন নাই, "আমি তোমাকে ছাড়িব না ও তোমাকে ত্যাগ করিব না;" আর তাঁহার কথার কি নিশ্চয়তা নাই? আছে বৈ কি। যে ঈশ্বর তাঁহাকে ও তাঁহার পতিহীনা সঙ্গিনীকে মোয়াব দেশে প্রেম করিতেন, তিনিই এক্ষণে তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন; তাঁহারা তাঁহার আশ্রয় ও যত্নাধীনে নিরাপদ রহিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের পালক; সুতরাং তাঁহাদের অসুসার হইতে পারে না।

তখন শস্যকর্ত্তনের সময়। সুপক্ক শস্যের আটি সকল সম্প্রতিমাত্র সংগৃহীত হইয়াছে; দীনদুঃখীরা ক্ষেত্রে শস্য কুড়াইতেছে। নয়মী রূৎকে শস্য-সংগ্রাহকদের সঙ্গে সঙ্গে পতিত শিষ কুড়াইতে পাঠাইতেছেন; ঘটনাক্রমে তিনি বোয়স্ নামক

জনৈক ধনবান লোকের ক্ষেত্রে শস্য কুড়াইতে গেলেন। ধর্ম্ম-ভীরু ছিলেন বলিয়া, বোয়স দীনদুঃখীদের বিষয় ভাবিতেন, এবং তাহাদের নিকটে গমন করিয়া, কাহাকেও মিষ্ট ও সদয় বাক্যে আশ্বস্ত করিতেন, কাহার বা দুঃখকাহিনী মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন। এমন সময়, তিনি রূতের শান্ত ও সংযতভাব দেখিয়া আকৃষ্ট হইলেন এবং তাঁহার বিষয় অনুসন্ধান করিয়া, তাঁহার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রকাশ করিলেন।

এই সমস্তে রূৎ ঈশ্বরের অনুগ্রহ না দেখিয়া থাকিতে পারেন নাই। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি দৈবাৎ সেই ক্ষেত্রে উপস্থিত, ও বোয়সের সহিত পরিচিত হন নাই। আর যখন তিনি বাটীতে ফিরিয়া আইলেন, তখন ঈশ্বর তাঁহাকে যে বন্ধু মিলাইয়া দিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহার অন্তঃকরণ কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

কিন্তু এই সমস্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। তিনি যে বোয়সে কেবলমাত্র বন্ধুলাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে; বরং অচিরে এইরূপ প্রকাশ পাইল যে, তিনি নয়মীর একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ফলতঃ তাঁহার উদারচেতা প্রতিপালক আর কেহই নহেন, তাঁহার পতিকুলের কতিপয় অবশিষ্ট আত্মীয়ের একজন।

এইরূপ বোধ হইতেছে যে, রূতের সহিত বোয়সের যে কোন সম্বন্ধ ছিল, তাহা তিনি তখনও জানিতে পারেন নাই। যে মোয়াবীয়া বিদেশিনীর হৃদয়ভেদী দুঃখকাহিনী ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের বিষয় জ্ঞাত হইয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত ও বিমুগ্ধ হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকে কেবল সেই মোয়াবীয়া বিদেশিনী বলিয়াই জানিতেন।

যে যাহা হউক, কিছুকাল পরে, রূৎ ও বোয়সে অকৃত্রিম প্রণয়ের সঞ্চার হইল, এবং তিনি তাঁহাকে বিবাহ করিলেন। সত্য বটে, তাঁহার এমন কোন যৌতুক ছিল না, যাহার লোভে কেহ তাঁহার পাণিগ্রহণ করিতে অভিলাষী হইত; কিন্তু তাঁহার যাহা ছিল, তাহা যৌতুক অপেক্ষাও মূল্যবান; ফলতঃ, "মৃদু ও শান্ত ভাবরূপ অক্ষয় শোভাবিশিষ্ট যে হৃদয়ের গুপ্ত মনুষ্য," তাহাই তাঁহার ভূষণস্বরূপ ছিল, আর তাহা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বহুমূল্য। কলুষিত চরিত্র লইয়া বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী থাকা অপেক্ষা দরিদ্র ও ধার্ম্মিক থাকা ভাল। শলোমন বলেন, "প্রচুর ধন অপেক্ষা সুখ্যাতি ভাল; এবং রূপা ও সুবর্ণ অপেক্ষা অনুগ্রাহকতা ভাল।" রূৎও তাহাই দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি ও নয়মী বহুদিন ঈশ্বরের পথে গমনাগমন করিতেছিলেন। তাঁহারা অনেক দুঃখভোগ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের দুঃখভোগের দ্বারা সুফল ফলিয়াছিল। তাঁহারা দুঃখরূপ ঘোর ও সুদীর্ঘ রজনী অতি কষ্টে যাপন করিয়াছিলেন, আর এক্ষণে তাঁহাদের ভাগ্যে দুঃখনিশির অবসান হওয়ায় সুখের নবদিন উপস্থিত হইল।

তুমি কি দুঃখদুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছ? তোমার হৃদয় কি কোন গুরুতর দুঃখভারে ভারাক্রান্ত হইয়াছে? তাহা কি দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে? তোমার কি সংসারে আপনার বলিতে কেহই নাই? তুমি কি দুঃখী ও নিরানন্দ বোধ করিতেছ? আঃ! তবে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মরণ কর, সেখানে এমন একজন আছেন, যিনি তোমাকে প্রেম করেন, যিনি

তোমার বর্ত্তমান দুঃখক্লেশকে সুখে পরিণত করিতে পারেন, যিনি তোমার পথে অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতে পারেন। তুমি আপনাকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ কর, ও তাঁহার দয়ার উপর নির্ভর কর। তাহা হইলে, তিনি রূৎকে যেমন "শোকের পরিবর্ত্তে আমোদরূপ তৈল, অবসন্ন আত্মার পরিবর্ত্তে প্রশংসা-রূপ পরিচ্ছদ" দিয়াছিলেন, তেমনি তোমাকেও দিতে পারেন।

এলি
বা
অযথা প্রশ্রয়দান

এমন লোক ভূমণ্ডলে কয় জন আছে, যাহার চরিত্রে কোন গুরুতর দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না? সকল পুষ্পেই কীট ও সকল চক্ষুতেই কৃষ্ণবর্ণ দাগ আছে, অতি শুভ্র বস্ত্রেও মালিন্য আছে, চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। আমি এক্ষণে এমন একজনের কথা বলিতে যাইতেছি, যিনি সৎলোক ছিলেন, যাঁহার জীবন শুদ্ধ ও পবিত্র ছিল, যিনি ঈশ্বরকে প্রেম ও তাঁহার সেবায় আনন্দবোধ করিতেন। কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহার ভারী দোষ ছিল—তিনি আপনার সন্তানগণকে উপযুক্তরূপে শাসন করিতে ত্রুটি করিয়াছিলেন।

এলি লেবির বংশসম্ভূত। তিনি কিছুকাল ইস্রায়েলের বিচারকর্ত্তার কার্য্য করিয়াছিলেন, অধিকন্তু, তিনি ঈশ্বরের মহাযাজকও ছিলেন। তিনি শীলোতে সদাপ্রভুর প্রাসাদ-সংলগ্ন একটী গৃহে বাস করিতেন, এবং সেই পবিত্র আবাসে তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় যাপন করিয়াছিলেন।

কিন্তু বার্দ্ধক্যে উপনীত না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত হই না। যৎকালে হান্না ঈশ্বরের সম্মুখে

আপনার মনোদুঃখ প্রকাশ করিতে আসিয়াছিলেন, তৎকালেই এলিকে মন্দিরে উপবিষ্ট বলিয়া প্রথম উল্লেখ করা হইয়াছে। হান্নার ভাব দেখিয়া এলির মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়ায়, তিনি নিবিষ্টচিত্তে তাঁহার উপর দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। তিনি অনেক লোককে মন্দিরে আসিতে ও যাইতে দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এই নারীর ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু অসাধারণ ছিল, যাহাতে তিনি তাঁহাকে ক্ষিপ্তা বা মদমত্তা বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার নিজেরই ভ্রান্তি হইয়াছে। প্রকৃত বিষয়টী এই যে, তিনি গভীর মনোদুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন; আর যদিও তিনি মুখে কোন বাক্যোচ্চারণ করেন নাই বটে, তথাপি মনে মনে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতেছিলেন।

হান্না এরূপ লোক ছিলেন, যিনি অন্তরে অনেক অনুভব করিলেও মুখে অল্পই বলিতে পারিতেন; ফলতঃ, তাঁহার হৃদয় এমন পরিপূর্ণ ছিল যে, মুখে বাক্যোচ্চারণ হয় নাই। যখন এলি তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব জ্ঞাত হইলেন, তখন তিনি তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাবাক্য কহিলেন; তাহাতে হান্না আশ্বস্ত ও উৎসাহিত হইয়া প্রস্থান করিলেন, এবং তাঁহার মুখে আর বিষণ্ণ ভাব দৃষ্ট হইল না।

অতঃপর হান্না চিরদিনই এলিকে আপনার পরামর্শদাতা ও বন্ধু বলিয়া বিবেচনা করিতেন, এবং আপনার একমাত্র সন্তান সমূয়েলকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইত্যগ্রেই বলিয়াছি, এলির একটী দোষ ছিল, আর সেই দোষ প্রযুক্ত তাঁহাকে বৃদ্ধকালে অনেক মনোদুঃখ-

ভোগ করিতে হইয়াছিল। হফ্‌নি ও পীন্‌হস্‌ নামে তাঁহার দুই পুত্র ছিল, এবং এই দুই পুত্রের চরিত্র তাহাদের পিতার চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত হইলেও, তাহাদিগকে যাজকপদে নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা যেরূপ আচরণ করিত, তাহা তাহাদের উচ্চপদের অপযশস্কর ছিল। তাহা এরূপ জঘন্য আচরণ যে, চিন্তাশীল লোকমাত্রেই তদ্দ্বারা ব্যথিত হইতেন, এবং "লোকেরা সদাপ্রভুর নৈবেদ্য তুচ্ছনীয় করিত।" এখন যেমন কোন অসতর্ক বা দুশ্চরিত্র ব্যক্তি পরিচারক-পদে নিযুক্ত হইলে, ঈশ্বরের দাসদের অন্তরে দুঃখের উদ্রেক হয়, এবং তাঁহার শত্রুগণ নিন্দা করিবার সুযোগ পায়, তখনও ঠিক তেমনি হইয়াছিল।

এলি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়াছিলেন এবং সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাদের আচরণ যেমন জঘন্য, তদনুরূপ তীব্রতার সহিত ভর্ৎসনা করেন নাই। পিতা বলিয়া তাঁহার পিত্রোচিত কঠোর ক্ষমতা ব্যবহার করা, এবং বিচারকর্ত্তা ও মহাযাজক বলিয়া তাহাদিগকে সদাপ্রভুর নামে অনুযোগ ও পদচ্যুত করা তাঁহার উচিত ছিল। তাহা না করিয়া তিনি মৃদুভাবে তাহাদের সঙ্গে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিলেন, "তোমরা কেন এমত ব্যবহার করিতেছ? কেননা এই সমস্ত লোকের নিকটে আমি তোমাদের মন্দ ক্রিয়ার জনরব শুনিতেছি। হে আমার পুত্রগণ, না না, আমি যে জনরব শুনিতে পাইতেছি, তাহা ভাল নহে; তোমরা সদাপ্রভুর প্রজাদিগকে আজ্ঞালঙ্ঘন করাইতেছ।"

ঈদৃশ মিষ্ট ভর্ৎসনায় কোন ফল হইতে পারে না। তাহারা

ইহাতে অবশ্যই তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিয়াছিল, এবং পূর্ব্বের ন্যায় আপনাদের দুষ্টতার পথে গমন করিয়াছিল। এরূপ মৃদুবাক্যে এক্ষণে আর কোন সুফল ফলিবার সম্ভাবনা ছিল না। তাহাদের অন্তঃকরণ কঠিন ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছিল; সেই জন্য তাহারা তাহাদের পিতার মনোদুঃখ বা পিতার সৎপরামর্শে আর কর্ণপাত করিত না।

সত্য বটে, এলি তাহাদের হৃদয়ের অবস্থান্তর করিতে পারিতেন না; এ কার্য্য তাঁহার ক্ষমতাতীত ছিল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে তীব্ররূপে ভর্ৎসনা ও শাসন করিতে পারিতেন, এবং তাহাদিগকে সদাপ্রভুর সম্মুখে আর পরিচর্য্যা করিতে দেওয়া তাঁহার উচিত ছিল না। "তাঁহার পুত্রেরা আপনাদিগকে শাপগ্রস্ত করিতেছিল, তথাপি তিনি তাহাদিগকে ক্ষান্ত করেন নাই।" সত্য বটে, তিনি তাহাদিগকে স্নেহ করিতেন, কিন্তু তাহা প্রকৃত স্নেহ নহে, তাহা অযথা প্রশ্রয়দান। যদি তিনি তাহাদের সহিত একটু কঠোর ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে আরও ভাল হইত। একটু সময়োচিত শাসনদ্বারা তিনি তাহাদিগকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে উদ্ধার করিতে পারিতেন।

আমি পিতা-মাতাদিগকে সন্তানগণের সহিত কর্কশ ও কঠোর ব্যবহার করিতে বলিতেছি না, কিন্তু তাঁহাদিগকে তাহাদের সহিত দৃঢ় ব্যবহার করিতে, তাহাদের আজ্ঞাপালন করাইয়া লইতে, এবং তাহাদের চরিত্রে কোনরূপ দোষ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে পরামর্শ দিতেছি। যদি এলি এইরূপ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বৃদ্ধকালে দুঃখী না হইয়া সুখী হইতে পারিতেন।

ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া দুইবার এলিকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রগণের অসদাচরণের নিমিত্ত তাঁহাকে এবং তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড দিবেন। একদা ঈশ্বর আপনার এক লোককে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এবং তিনি এলিকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার কুলে ভয়ানক দুঃখদুর্দ্দশা ঘটিবে ও তাঁহার দুই পুত্র একদিনেই প্রাণত্যাগ করিবে। কিন্তু তাঁহার চক্ষু অন্ধীভূত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং সে চেতনাদায়ক বাক্যে কোন সুফল ফলে নাই।

ইহার প্রায় বিশ বৎসর পরে, সদাপ্রভু তাঁহাকে আর এক বার সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং শমূয়েল তাঁহার নিকটে বাস করিতেন। শমূয়েল ঈশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া তাঁহাকে স্পষ্ট-রূপে বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর যে দণ্ডের কথা কহিয়াছেন, তাহা শীঘ্রই কার্য্যে পরিণত হইবে।

এই কথা শুনিয়া এলির মন অবশ্যই বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল; কারণ তিনি আপনার পুত্রগণকে নিরতিশয় ভাল-বাসিতেন। কিন্তু দেখ, তিনি কেমন আজ্ঞাবহের ন্যায় শান্ত-ভাবে সেই প্রেরিত দুঃসংবাদ গ্রহণ করিলেন; তাঁহার মুখে কোন অসন্তোষব্যঞ্জক বাক্য শ্রুত হয় নাই, তাঁহার ওষ্ঠাধর হইতে ভর্ৎসনার ন্যায় কোন কথা নির্গত হয় নাই। যে বার্ত্তাবাহক তাঁহার নিকট দুঃসংবাদ আনিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার উপর কোন রাগ করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র বলিলেন, "তিনি সদাপ্রভু তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করুন।" তিনি ঈশ্বরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, শুদ্ধ এইরূপ অভিলাষ

প্রকাশ করিলেন যে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্য সাধিত ও তাঁহার নাম গৌরবান্বিত হউক। ফলতঃ, তাঁহার প্রার্থনার ভাষা বিভিন্ন হইলেও উহার ভাব এইরূপ; "তোমার রাজ্য আইসুক; তোমার ইচ্ছা পালিত হউক।"

আঃ! তিনি যেমন নম্রভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছার বশীভূত হইয়াছিলেন, আমরাও যেন সেইরূপ হইতে পারি। আমাদের রসনা হইতেও যেন ঐ কথাগুলি বহির্গত হয়। যখন আমাদের ভাগ্যে দুঃখক্লেশ ঘটে, এবং আমরা আপনাদের পাপের দণ্ডভোগ করি, তখন যেন আমরা স্বীকার করি যে, আমরা তৎসমস্তেরই যোগ্যপাত্র, আর "তিনি সদাপ্রভু; তাঁহার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করুন।"

আহাঃ! দিন দিন তাহাদের নূতন নূতন পাপের কথা শুনিয়া, এলির হৃদয় কতই ব্যথিত হইয়াছিল! অধিকন্তু, ঈশ্বরের হস্ত যে তাহাদের বিপক্ষে উত্তোলিত এবং তাহাদের আয়ু যে নিঃশোষিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তাঁহার পুত্রগণের জন্য তাঁহার প্রাণ ভয় ও দুঃখে কেমন ব্যাকুল হইয়াছিল!

এই সময়ে ইস্রায়েলীয়েরা সম্প্রতি একটা যুদ্ধে পরাজিত, এবং তাহাদের চারি সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছিল। সেনারা প্রত্যাগমন করিবা-মাত্র অধিনেতৃগণ একটা সমরসভা আহ্বান করিয়া, শেষ আশালতাস্বরূপ, ঈশ্বরের নিয়মসিন্দুক শিবিরে লইয়া যাইতে স্থির করিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, এইরূপ করিলে তাঁহারা আপনাদের শত্রুগণের উপর জয়লাভ করিতে পারিবেন। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, উহা ঈশ্বরের সম্পত্তি, আর তিনি উহা অবশ্যই

রক্ষা করিবেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে সিন্দুকটীর ভার হফ্‌নি ও পীন্‌হসের হস্তে ন্যস্ত ছিল। সেই জন্য তাহারা উহার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বোধ হয়, এতদ্বিষয়ে এলির পরামর্শ গ্রহণ করা হয় নাই, অথবা যদি হইয়া থাকে, তবে তাঁহার আপত্তি অগ্রাহ্য করা হইয়াছিল।

যাহা হউক, পলেষ্টীয়েরা অদম্য উৎসাহ ও অসমসাহসের সহিত ইস্রায়েলীয়দিগকে পুনরায় আক্রমণ করিয়াছিল। ইহার ফল এইরূপ হইল যে, ইস্রায়েলীয়েরা আবার পরাভূত, সিন্দুকটী শত্রু-পক্ষের হস্তগত এবং এলির পুত্রদ্বয় নিহত হইল।

কিন্তু এই সময়ে এলি কোথায় ছিলেন? যদিও এক্ষণে নব্বুই বৎসর বয়স্ক বৃদ্ধ ও অন্ধপ্রায়, তথাপি তিনি স্থির হইয়া আপনার কক্ষমধ্যে বসিয়া থাকিতে পারেন নাই, বরং বাহিরে আসিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রের অদূরবর্ত্তী একটী স্থানে আসনোপরি উপবেশন পূর্ব্বক যুদ্ধের ফলাফল অপেক্ষা করিতেছিলেন।

আঃ! যৎকালে তিনি সেইখানে বসিয়া মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার হৃৎপিণ্ড ভয়ে কেমন স্পন্দিত হইতেছিল! তিনি লোকদের জন্য ভীত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি আপনার স্বদেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। তিনি আপনার পুত্রগণের জন্যও ভীত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি তাহাদের বিপদের বিষয় জ্ঞাত ছিলেন, ও তাহারা যে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করণার্থে অপ্রস্তুত অবস্থায় ছিল, তাহাও জানিতেন। কিন্তু এতদ্ভিন্ন, এমন আরও কিছু ছিল, যাহার জন্য তিনি অধিকতর ভীত হইয়াছিলেন, আর তাহা ঈশ্বরের সিন্দুক; কারণ

তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদি তাহা শত্রুগণের হস্তগত হয়, তবে তাঁহার ঈশ্বরের অমর্য্যাদা হইবে।

অনতিবিলম্বে একজন বার্ত্তাবাহক ঊর্দ্ধশ্বাসে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সম্প্রতি রণভূমি হইতে প্রাণ লইয়া পলাইয়া আসিয়াছিল, এবং অশুভ সংবাদ আনিয়াছিল। তাহাতে দুর্ভাগ্য বৃদ্ধ উৎকণ্ঠিত-ভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, সমাচার কি?" তখন "সেই বার্ত্তাবাহক উত্তর করিল, ইস্রায়েল পলেষ্টীয়দের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল, লোকদের মধ্যে মহাহনন হইল; বিশেষতঃ তোমার দুই পুত্র হফ্নি ও পীনহস্‌ও মরিল, এবং সদাপ্রভুর সিন্দুক শত্রুহস্তগত হইল। তখন ঈশ্বরের সিন্দুকের নাম করিবা মাত্র এলি দ্বারের পার্শ্বে আসন হইতে পশ্চাৎ পতিত হইল, এবং গ্রীবা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে মরিল।"

হা, হতভাগ্য এলি! যুদ্ধে যে পরাজয় হইয়াছে, এ কথা বলিলেও তিনি ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিতেন। তাঁহার পুত্র-দ্বয়ের মৃত্যুসংবাদ দিলেও তিনি শান্ত-ভাবে শুনিতে পারিতেন, কারণ সে দুর্ঘটনা অতীব শোচনীয় হইলেও, তিনি তজ্জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি শুনিলেন, ঈশ্বরের সিন্দুক অধার্ম্মিক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হইয়াছে, তখন একেবারে হতবুদ্ধি ও শোকবিহ্বল হইলেন, এবং আসন হইতে পশ্চাতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

এলি একজন সৎ ও ধার্ম্মিক লোক ছিলেন। ঈশ্বরের সম্মান ও গৌরবই তাঁহার হৃদয়ের একমাত্র অভিলাষ ছিল। কিন্তু তাঁহার পরিণাম শোচনীয় ও বিষাদপূর্ণ হইয়াছিল।

তাঁহার জীবনের শেষকালটী, স্বীয় প্রশ্রয়প্রাপ্ত পুত্রগণের অসদাচরণ বশতঃ অসুখকর হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা দুষ্কর্ম্মে জীবন-যাপন করিয়া ঈশ্বরেব হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়া-ছিল। আব এইরূপে তাহারা আপনাদের বর্ষীয়ান পিতাব মনোদুঃখ জন্মাইয়া তাঁহার মৃত্যুব কাবণ হইয়াছিল।

শমূয়েল

বা

অনেক প্রার্থনার ধন।

ঈশ্বরের প্রাসাদে ঐ যে ভক্তিমতী ও চিন্তাশীলা স্ত্রীলোকটী দণ্ডায়মানা আছেন, উহাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তাঁহার মনে কি একটা হইয়াছে, কোন গুরুভারে তাঁহার অন্তঃকরণ প্রপীড়িত হইয়াছে। তিনি অন্যান্য উপাসকদের সহিত মিশিতেছেন না; কিন্তু অপর কেহ না দেখিতে পায় ও না জানিতে পারে, এই আশয়ে ঐখানে পৃথক হইয়া একাকিনী দণ্ডায়মানা আছেন। তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ, এত পরিপূর্ণ যে, বাক্যোচ্চারণ হয় না। তাঁহার ওষ্ঠাধর হইতে একটী কথাও শ্রুত হয় না; তথাচ সেই-খানে এমন একজন আছেন, যিনি কর্ণ পাতিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছেন। তিনি এমন একজনের সহিত সংলাপ করিতে-ছেন, যিনি তাঁহার দুঃখমোচন করিতে পারেন; ফলতঃ, "যিনি গোপনে দেখেন", তিনি আপনার সেই সর্ব্বশক্তিমান, কিন্তু অদৃশ্য বন্ধু, তাঁহার পিতার নিকটে প্রার্থনা করিতেছেন।

ইহাঁর নাম হান্না। ইনি নিঃসন্তান এবং ঈশ্বরের নিকটে একটী পুত্রসন্তানের কামনায় প্রার্থনা করিতেছেন। ঈশ্বর

ইহাঁর প্রার্থনা শুনিলেন ও তাহা পূর্ণ করিলেন, তাহাতে ইনি আশ্বাস ও সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হইয়া গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কিছুকাল পরে শমূয়েল—অনেক প্রার্থনার ধন—জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহাই তাঁহার নামের তাৎপর্য্য; কারণ ইহার অর্থ "ঈশ্বরযাচিত।" কৃতজ্ঞ হইয়া হান্না আপনার পুত্রকে জন্মাবধি ঈশ্বরের সেবায় নিয়োজিত করিলেন; এবং তদুদ্দেশ্যে তিনি তাঁহাকে অবিলম্বে মহাযাজক এলির হস্তে সমর্পণ করিলেন।

বালক শমূয়েল অল্পবয়সেই ঈশ্বরের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অপর, যদিও তিনি তখনও নিতান্ত অল্পবয়স্ক বটে, তথাপি তাঁহাকে মন্দিরের সেবাকার্য্যে যোগদান করিতে দেওয়া হইল।

যখন তিনি এলির সঙ্গে ছিলেন, তখন একদিন সায়ংকালে এইরূপ ঘটনা হইল যে, তিনি নিদ্রা যাইবার জন্য শয়ন করিয়াছিলেন মাত্র, এমন সময় কাহাকেও স্পষ্টরূপে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে শুনিলেন। তাহাতে তিনি এলির নিকটে দৌড়িয়া গেলেন; তিনি ভাবিয়াছিলেন, এলি তাঁহাকে ডাকিতেছেন। ইহার কিঞ্চিৎ পরে, তিনি আবার সেইরূপ শুনিলেন, এবং পুনরায় তাঁহার প্রভুর নিকটে গেলেন। কিন্তু এলি তাঁহাকে ডাকেন নাই; এলি অপেক্ষা একজন মহান ব্যক্তি তাঁহাকে ডাকিয়াছিলেন; আর তিনি ইহা বুঝিতে পারিবা মাত্র বলিয়া উঠিলেন, "হে প্রভো, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে।" ফলতঃ, ঈশ্বর তাঁহাকে অনুগ্রহ করিয়া যাহা বলিবেন, তিনি তাহা শুনিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক; ঈশ্বর তাঁহাকে যাহা শিক্ষা দিতে উপযুক্ত বোধ করেন, তিনি তাহা শিক্ষা করিতে সমুৎসুক, কিম্বা ঈশ্বর তাঁহাকে যে কোন সংবাদ লইয়া

যাইতে আজ্ঞা করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া যাইতে তৎপর।

এস্থলে তিনি যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা ঈশ্বরের সন্তানের উপযুক্ত। আমরাও যেন চিরকাল এইরূপ উত্তর দিতে পারি! যখন তুমি ধর্ম্মপুস্তক পাঠ কর, তখন প্রার্থনা পূর্ব্বক এই কথাগুলি বলিও, "হে প্রভো, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে।" যখন তোমার স্বর্গস্থ পিতা কোন দুঃখক্লেশ দিয়া তোমাকে ডাকেন, বা যখন তিনি আপনার পবিত্রাত্মা-দ্বারা তোমার অন্তরে কোন কথা কহেন, তখন সন্তানবৎ নম্রতা ও আগ্রহসহকারে তাঁহার নিকটে গিয়া বলিও, "হে প্রভো, কহুন, আপনকার দাস শুনিতেছে।"

কিন্তু ইস্রায়েলীয়দের মধ্যে শমূয়েলের একটী গুরুতর কর্ত্তব্যকর্ম্ম ছিল। তাঁহাকে তাহাদের ভাববাদী ও বিচারকর্ত্তা হইতে হইবে। এই সময়ে তাহাদের একজন বিশ্বাস্য শিক্ষক ও পরামর্শদাতার বিশেষ আবশ্যক হইয়াছিল। তাহারা সদাপ্রভু হইতে বিপথগামী হইয়াছিল, এবং তিনি তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ড দিয়াছিলেন। শমূয়েল তাহাদের নিকটে গমন করিয়া তাহাদিগকে ঈশ্বরের সেবাকার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পরামর্শ দেন। তাহারা তাঁহার কথানুসারে কার্য্য করে, এবং তদবধি তাহারা আবার সৌভাগ্যশালী হইতে থাকে। তাহাদের যে শত্রুগণ তাহাদিগকে মহাক্লেশ দিতেছিল, তাহারা বিতাড়িত হয়, এবং ঈশ্বর পুনর্ব্বার আপনার প্রজাদিগকে আশীর্ব্বাদ ও সৌভাগ্যশালী করেন।

কিন্তু তাহাদের সে অনুতাপ দীর্ঘকালস্থায়ী হয় নাই।

তাহারা শীঘ্রই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল এবং তাহাদের উপর রাজত্ব করণার্থে একজন রাজা চাহিয়াছিল। ইহা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিরুদ্ধ, কারণ তিনি নিজেই তাহাদের রাজা, আর তাহারা তাঁহার মনোনীত প্রজা ছিল। সে যাহা হউক, তাহারা শমূয়েলের চেতনাদায়ক বাক্য সত্বেও, একজন রাজা প্রার্থনা করিতে ক্ষান্ত হয় নাই। অবশেষে, নির্ব্বোধ সন্তানদের সহিত যেমন ব্যবহার করিতে হয়, তাহাদের সহিত তেমনি ব্যবহার করিয়া, ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন।

তখন শমূয়েল একজন রাজা মনোনীত করিতে আদিষ্ট হইলেন, এবং ঈশ্বরের পরিচালনাধীনে, তিনি শৌলকে মনোনীত করিলেন। কিন্তু এই কার্য্য করিবার সময়, তিনি অকুতোভয়ে লোকদিগকে বলিলেন যে, তাহারা এইরূপ অনুরোধ করিয়া আপনাদের ঈশ্বরকে যৎপরনাস্তি অসন্তুষ্ট করিয়াছে।

ঈশ্বর যাহা নিষেধ করেন, তাহার অভিলাষী হইয়া আমরা কেমন অনুচিত কার্য্য করি! বাস্তবিক, যাহা আমরা কামনা করি, তাহা দেওয়ার জন্য যেমন, তেমনি না দেওয়ার জন্যও, কখন কখন তাঁহার ধন্যবাদ করিবার যথেষ্ট কারণ আমাদের আছে।

কিন্তু মোশির ন্যায়, শমূয়েলেরও ইস্রায়েলীয় লোকদিগকে পরিচালন করা সহজ ব্যাপার ছিল না। তাহারা অবাধ্য ও শক্তগ্রীব এবং তাঁহার সৎপরামর্শে অবধান করিতে অনিচ্ছুক ছিল। তথাপি তিনি তাহাদিগকে পরিত্যাগ করেন নাই, বরং প্রেম পূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে অনেক সহ্য করিয়া

ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, “আমি যে তোমা-দের জন্য প্রার্থনা করিতে বিরত হওন দ্বারা সদাপ্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করি, এমন না হউক ; আমি তোমাদিগকে উত্তম ও সরল পথ শিক্ষা করাইব। তোমরা কেবল সদাপ্রভুকে ভয় কর, ও সত্যভাবে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত তাঁহার আরাধনা কর ; কেননা দেখ, তিনি তোমাদের উপর [জন্য] কেমন মহৎ কর্ম্ম করিলেন। কিন্তু যদি তোমরা মন্দ আচরণ কর, তবে তোমরা ও তোমাদের রাজা উভয়ে বিনষ্ট হইবা।”

আবার, যখন তাহাদিগকে একজন রাজা দেওয়া হইল, তখন স্বয়ং তিনিও শমূয়েলের অনুযোগের পাত্র হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ একবার, যখন শৌল যাজকের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নিজেই সম্পাদন করিয়া পাপ করিয়াছিলেন, তখন শমূয়েল অকুতোভয়ে ও বিশ্বস্তভাবে তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন, যথা—“তুমি অজ্ঞা-নের কর্ম্ম করিলা ; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহা পালন করিলা না।” ইহা একটী গুরুতর অনুযোগ; আর এইরূপ অনুযোগ করিয়া তিনি তাঁহাকে বলিলেন, এই আজ্ঞালঙ্ঘন প্রযুক্ত তুমি রাজ্যচ্যুত হইয়াছ।

পুনশ্চ, শৌল অগাগের বিষয়েও অপরাধ করিয়াছিলেন ; তাহাতে ঈশ্বর শৌলকে তাঁহার অপরাধ দেখাইয়া দিবার জন্য শমূয়েলকে প্রেরণ করিলেন। ঐ দেখ, সেই পরাক্রান্ত রাজা ঈশ্বরের দাসের সম্মুখে আপনাকে অবনত করিতেছেন; “শৌল শমূয়েলকে কহিল, আমি পাপ করিলাম ; সদাপ্রভুর আজ্ঞা ও আপনকার বাক্য লঙ্ঘন করিলাম। এখন বিনয় করি আমার পাপ ক্ষমা করুন, ও আমার সঙ্গে ফিরিয়া আইসুন ;

আমি সদাপ্রভুর কাছে প্রণিপাত করিব।” কিন্তু তাহা হইল না; শমূয়েলের এখনও একটী সংবাদ দিতে অবশিষ্ট আছে, আর তিনি আপনার কর্ত্তব্যাকর্ম্ম করিতে পরাঙ্মুখ হইবার লোক নহেন; ফলতঃ, “শমূয়েল চলিয়া যাইতে মুখ ফিরাইলে শৌল তাহার প্রাবারের অঞ্চল ধরিয়া টানিলে তাহা চিরিয়া গেল। তাহাতে শমূয়েল তাহাকে কহিল, সদাপ্রভু অদ্য তোমা হইতে ইস্রায়েলের রাজত্ব টানিয়া চিরিলেন, এবং তোমা হইতে উত্তম তোমার এক প্রতিবাসীকে দিলেন।”

ইহাই রাজার সহিত শমূয়েলের শেষ দেখাসাক্ষাৎ। কিন্তু আমরা জ্ঞাত হই যে, “শমূয়েল শৌলের জন্যে শোক করিত।” শৌলকে সতত বিপথে গমন করিতে তৎপর দেখিয়া, এবং এরূপ একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি যে আপনার ঈশ্বরের অনুগ্রহে বঞ্চিত হইয়াছেন, ইহা ভাবিয়া, তাঁহার হৃদয় ব্যথিত হইত। শৌলের অন্তঃকরণের অবস্থা দেখিয়া, তিনি মনোদুঃখ-বোধ করিতেন; আর আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি তাঁহার জন্য বারম্বার সদাপ্রভুর নিকটে প্রার্থনা করিতেও ত্রুটি করেন নাই।

অপর, আমরাও কি কখন কখন কোন ভ্রাতা বা বন্ধুর হৃদয়ের কাঠিন্য, অনুতাপরাহিত্য ও অবাধ্যতার জন্য শোকার্ত্ত হই না? আমরা কি অনুযোগ করিতে বাধ্য হইয়া অনেক সময় ব্যথিত হই নাই? অহো, আইস, আমরা মনে রাখি যে, যেরূপ মনোদুঃখ বশতঃ আমরা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হই, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট মনোদুঃখ, অর্থাৎ যে মনোদুঃখ-হেতু আমরা অপরের জন্য —তাহাদের আত্মার

কল্যাণের জন্য—ঈশ্বর যেন আপনার অসীম শক্তিশালী অনুগ্রহদ্বারা তাহাদের হৃদয়-স্পর্শ, কোমল ও পরিবর্ত্তন করেন, এজন্য আগ্রহ-সহকারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে তৎপর হই, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট মনোরথ।

শৌলের অগ্রেই শমূয়েল প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কেননা ঈশ্বর অনেক সময় আপনার বিশ্বস্ত দাসদিগকে অপসারিত করেন, এবং যাহ'দের জীবনকে তিনি কম মূল্য-বান জ্ঞান করেন, তাহাদিগকেই সংসারে রাখিয়া থাকেন। শমূয়েলের কার্য্য—যে কার্য্য তাঁহার স্বর্গস্থ প্রভু তাঁহাকে সম্পাদন করিতে দিয়াছিলেন, তাহা সমাপ্ত হইয়াছিল। তবে তিনি আর এখানে অবস্থিতি করিবেন কেন? যাঁহারা বিশ্বাস ও ধৈর্য্য-গুণে ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের অঙ্গীকার সমূহের অধিকারী হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের সহিত মিলিত হইবেন না কেন?

তিনটী কথাতেই, অর্থাৎ "পরে শমূয়েল মরিল," ভাববাদীর মৃত্যুর বিষয় বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি কিরূপে মরিয়া-ছিলেন, তাহা বলা হয় নাই। কিন্তু "যাহারা প্রভুতে মরে, তাহারা ধন্য, কারণ তাহাদিগকে আপন আপন শ্রম হইতে বিশ্রাম পাইতে হয়।" অন্যান্য লোকের ন্যায়, প্রভুর লোকেরাও মরেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সজয়ে, অনেকে শান্তিতে, সকলেই নিরাপদে মরেন। ত্রাণকর্ত্তা তাঁহাদিগকে আপনার নিকটে আহ্বান করেন। তিনি তাঁহাদের জন্য একটী স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। তিনি বলেন, "তুমি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর আনন্দের ভাগী হও।"

পাঠক, তুমি কি তরুণ-বয়স্ক? শমূয়েল বাল্যকালাবধিই

ঈশ্বরের সেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পরবর্ত্তী জীবন ধন্য হইয়াছিল। যদি তুমি আপনার জীবনের বাল্য, যৌবন—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কালটী—প্রভুর সেবায় ব্যয় করিতে থাক, তবে তোমার পক্ষে সুখের বিষয় বটে। যদি তুমি সংসারকে তুচ্ছজ্ঞান ও তাহার পাপদূষিত সুখাদির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া বলিতে পার যে, "যিনি আমাকে প্রেম করিয়াছেন এবং আমার জন্য আপনাকে দান করিয়াছেন, তাঁহার সেবায় আত্মসমর্পণ করণার্থে, আমি এই সমস্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া আহ্লাদ পূর্ব্বক পার্থিব সুখসমৃদ্ধি ও লাভালাভ পরিত্যাগ করিতে পারি," তাহা হইলে তোমার পক্ষে সুখের বিষয় বটে।

পাঠক, তুমি কি বৃদ্ধ? তবে শতবর্ষাধিক বয়স্ক শমূয়েলের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তিনি যে, জীবনের এত অধিককাল ঈশ্বরকে দিয়াছিলেন, সেজন্য কি তখন অনুতাপ করিয়াছিলেন? তিনি সদা প্রভুর পবিত্র ধর্ম্মধামে দিবারাত্র যে সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা কি অনিচ্ছা পূর্ব্বক করিয়াছিলেন? না, না, তাহা নহে; ঈশ্বরের সেবা করাই তাঁহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পার্থিব সুখ, ঐ জন্যই তিনি জীবন-ধারণ করিতেন; উহাই তাঁহার হৃদয়ের সান্ত্বনা ও আনন্দপ্রদ ছিল। অধিকন্তু, যে সময়ে তিনি ঈশ্বরের উর্দ্ধলোকস্থ আবাসে তাঁহার সেবা ও অনন্তকাল তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিবেন, সেই সময়ের অপেক্ষায় থাকিয়া ও তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, তিনি প্রতিদিন আপনার পার্থিব জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ এবং কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন।

শৌল

বা

ঐশ্বর্য্য সত্ত্বেও দুঃখদুর্দ্দশা।

শৌলের জীবন কাহিনী অতীব শোচনীয়। তিনি প্রথমে সুলক্ষণ দেখাইয়াছিলেন, এবং কিছুকাল ঈশ্বরের আজ্ঞা-পালন ও তাঁহার সেবা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অন্তরে প্রকৃত ঈশ্বরনিষ্ঠার মূল ছিল না; আর জীবনের শেষকালে, তিনি ধার্ম্মিকতার সমস্ত লক্ষণই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমাদের এইরূপ আশঙ্কা হয় যে, অনেকের অবস্থা তাঁহারই ন্যায়। তাহারা "আত্মাতে আরম্ভ করে," কিন্তু "শরীরে সিদ্ধ হয়।" বৃক্ষে আশাজনক মুকুল দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ফল পরিপক্ক হইবার পূর্ব্বে, তাহাতে কীট প্রবেশ করে এবং তাহা অকালে ঝরিয়া পড়ে।

যে ঘটনা বশতঃ শৌলের নাম সর্ব্বপ্রথমে জন-সাধারণের নিকটে পরিচিত হইয়াছিল, তাহা একটী অতি গুরুতর ঘটনা। কিছুকাল ধরিয়া ইস্রায়েলীয়েরা তাহাদের স্বদেশের শাসন, কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। যদিও তাহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট-বিজ্ঞ ও ক্ষমতাশালী রাজা, এমন কি, স্বয়ং ঈশ্বররূপ রাজা

ছিলেন, তথাপি অন্যান্য জাতির ন্যায়, তাহারা একজন রাজা নিযুক্ত করিতে অভিলাষী হইয়াছিল।

এজন্য সদাপ্রভু তাহাদের উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন; তথাচ তিনি তাহাদিগকে একজন রাজা দিয়াছিলেন, এবং এতদভি-প্রায়ে শৌলকেই মনোনীত করিয়াছিলেন। তৎকালে তিনি একজন তরুণবয়স্ক লোক ছিলেন, এবং আপনাকে এত উচ্চ-পদের অযোগ্য জ্ঞান করিয়াছিলেন। যখন শমুয়েল তাঁহাকে রাজপদে অভিষিক্ত করিতে আসিলেন, তখন তিনি আপনাকে উক্ত উন্নতপদের অযোগ্য বলিয়া বিলক্ষণ নম্রতা প্রকাশ করত কহিলেন;—"এ কেমন? আমি বিন্যামীনীয় লোক; ইস্রায়েলের বংশদের মধ্যে সেই বংশ ক্ষুদ্র, আবার বিন্যামীন বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র; তবে আপনি আমাকে কেন এই প্রকার কথা কহেন?" ইহার কিছুদিন পরেও শৌল ঐরূপ নম্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন, "কিন্তু অন্বেষণ করিলে তাহার উদ্দেশ্য পাওয়া গেল না," কেননা "দেখ, সেই ব্যক্তি সামগ্রীর মধ্যে লুক্কায়িত আছে।" তাহারা তাঁহার প্রতি যে সম্মান প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল, তিনি তাহা গ্রহণ করিতে তৎপর না হইয়া বাস্তবিকই লুকাইয়া ছিলেন।

অতঃপর বলা হইয়াছে যে, "ঈশ্বর তাহার অন্য অন্তঃকরণ করিয়া দিলেন।" আমি বিবেচনা করি, এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, তিনি এক্ষণে যে গুরুতর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বর তাঁহাকে তদুপযুক্ত গুণ দিয়াছিলেন; কিন্তু ইহাতে এমন বুঝায় না যে, ঈশ্বরের অনুগ্রহ-গুণে তাঁহার হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হইয়াছিল। আর জগতে কি এমন অনেক লোককে দেখিতে

পাওয়া যায় না, যাঁহারা কোন বিশিষ্ট-পদের দুঃসাধ্য কার্য্য সম্পাদন করণার্থে তদুপযোগী গুণগ্রামে শোভিত হইয়াও কোন কোন বিষয়ে মহাদোষ-ত্রুটি দেখাইয়া থাকেন। বস্তুতঃ, যে অনুগ্রহলব্ধ সদ্‌গুণ বশতঃই তাঁহারা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে মহৎ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন, তাহা তাঁহাদের না থাকিতেও পারে। যিহূদা ও বিলিয়মের নিঃসন্দেহেই অনেক গুণ ছিল; কিন্তু যে অনুগ্রহজাত সদ্‌গুণ থাকিলে, তাহারা উহা ঈশ্বরের গৌরবার্থে ব্যবহার করিতে পারিত, তাহা তাহাদের ছিল না।

যখন শৌল রাজপদে নিযুক্ত হইলেন, তখন তাঁহাকে লইয়া প্রজাগণের মধ্যে দলভেদ হইয়াছিল। কতক কতক লোকে "তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া," সম্মান-প্রদর্শনের চিহ্নস্বরূপ "দর্শনীয় দিল না।" কিন্তু "ঈশ্বর যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিলেন," তাহারা তাঁহার সুখদুঃখের ভাগী হইয়া, তাঁহার বিশ্বস্ত প্রজা হইয়াছিল।

শৌল যে সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে সম্পূর্ণ ইচ্ছুক ছিলেন, তাহা তিনি অচিরে তাহাদিগকে দেখাইবার সুযোগ-প্রাপ্ত হইলেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা যাবেশ-গিলিয়দে বাস করিত, তাহারা যে তাহাদের প্রতিবাসী অম্মোনীয়দের দ্বারা বিস্তর অপমানিত ও উৎপীড়িত হইয়াছে, এই কথা শুনিয়া তিনি তাহাদের নিস্তারকর্ত্তারূপে অগ্রসর হইলেন এবং সৈন্যসংগ্রহ করিয়া অবিলম্বে তাহাদিগকে তাহাদের নিষ্ঠুর অত্যাচারীগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিলেন।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে, তিনি আর একটী শত্রু, অর্থাৎ পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই শত্রুরা ইস্রায়েলীয়দের

প্রতিবাসী ছিল, এবং বহুকাল ধরিয়া তাহাদের কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। এতদুপলক্ষে তিনি এমন একটী পাপ করিয়াছিলেন, যাহাতে সদাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি ও তাঁহার প্রজাগণ যে ঈশ্বরের হস্তে আছেন, ইহা বুঝিয়া, তিনি হোমবলি উৎসর্গ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহলাভের চেষ্টা করেন। মহাযাজক শমূয়েল আসিয়া বলি-উৎসর্গ করিবেন, এইরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায়, শৌল অধীর হইয়া নিজেই হোমবলি উৎসর্গ করেন। ইহা স্পষ্টই অনুচিত কার্য্য, কারণ যদিও তিনি রাজা বটে, তথাপি তাঁহার যাজকের কার্য্য করিবার কোন অধিকারই ছিল না। কিঞ্চিৎ পরে শমূয়েল আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে তীব্ররূপে ভর্ৎসনা করিলেন। "শমূয়েল শৌলকে কহিল, তুমি অজ্ঞানের কর্ম্ম করিলা; তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাকে যে আজ্ঞা দিয়াছেন, তাহ পালন করিলা না।" ২বংশাঃ ২৬; ১৯ পদ পাঠ করিলে তুমি দেখিতে পাইবে যে, রাজা উষিয় তৎপরে এইরূপ একটী অপরাধ করায় তাঁহাকে দণ্ডস্বরূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইতে হইয়াছিল।

আমরা এই দুইটী ঘটনা হইতে কি শিক্ষা পাই? শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বর স্বীয় আজ্ঞার সম্মানরক্ষা করিতে অতীব সমুৎসুক। বলি ও নৈবেদ্যাদি যে উৎসর্গ করিতে হইবে, এবং যাঁহারা উক্ত উদ্দেশ্যে বিশেষরূপে পৃথককৃত হইয়াছেন, কেবল তাঁহারাই যে তাহা উৎসর্গ করিতে পাইবেন, তিনি কি এমন নিয়ম করেন নাই? তবে তাঁহার আজ্ঞা অবশ্যই

পালনীয়, নতুবা অপরাধীর উপর তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্ব-লিত হইবে। শৌল উক্ত কার্য্যদ্বারা ঈশ্বরের আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়াছিলেন। বলিয়া তাঁহাকে জ্বালাতন, এবং প্রায় রাজ্যচ্যুত হইতে হইয়াছিল। ফলতঃ, ঈশ্বরের ইচ্ছা এই, যেন আমরা পবিত্র বিষয় সকল, এবং তিনি যাঁহাদিগকে ঐ সকল বিষয়ে পরিচর্য্যা করিতে নিযুক্ত করেন, তাঁহাদিগকে মান্য করিয়া চলি।

আবার, অমালেকীয়দের বিষয়েও শৌল আজ্ঞালঙ্ঘন করিয়া দোষী হইয়াছিলেন। শমূয়েল সদাপ্রভুর নিকট হইতে একটী সংবাদ লইয়া তাঁহার কাছে গিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি যাইয়া অমালেককে আঘাত কর ও তাহার সাকল্য বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট কর; তাহাদের প্রতি চক্ষু-র্লজ্জা করিও না।" এইরূপ আদেশপ্রাপ্ত হইয়া তিনি অবি-লম্বে অমালেকীয়দের দেশে গমন করিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ পূর্ব্বক পরাজয় করেন। কিন্তু সদাপ্রভুর আজ্ঞাবহেলা করত তিনি তাহাদের রাজা অগাগের ও তাহাদের উত্তম উত্তম পশু-গণের প্রাণরক্ষা করেন। এই অনাজ্ঞাবহতার জন্য সদাপ্রভু যৎপরোনাস্তি অসন্তুষ্ট হন। অবিলম্বে শমূয়েল তাঁহার নিকটে আসিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী অশুভ কথাগুলি বলিলেন, "তুমি সদাপ্রভুর বাক্য নিরস্ত করিয়াছ, এই জন্যে তিনি রাজত্ব হইতে তোমাকে নিরস্ত করিলেন।"

এই কথা শুনিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তে তাঁহার মনে অনু-তাপের সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি অনুচিত কার্য্য করিয়াছেন এবং যথার্থই ঈশ্বরের ক্রোধ-

ভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহা প্রকৃত মনস্তাপের ফল নহে; বরং তিনি যে আপনার উন্নতপদ হইতে চ্যুত, এবং প্রজাগণের অসম্মানের পাত্র হইবেন, এই ভয়ই উক্ত অনুতাপের মূলকারণ। সত্য বটে, তিনি স্বীকার করেন যে, "আমি পাপ করিলাম," কিন্তু ক্ষণ-পরেই তিনি ভাববাদীকে কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া তাঁহার প্রতি প্রকাশ্য সম্মানচিহ্ন প্রদর্শন করিতে অনুরোধ করেন;—"এখন বিনয় করি, আমার প্রজাদের প্রাচীনবর্গের ও ইস্রায়েলের সম্মুখে আমার সম্মান রাখুন।" অপব্যয়ী পুত্র যেমন অনুতাপী হইয়া, নম্রতাপ্রকাশ পূর্ব্বক আপনার পাপস্বীকার করিয়াছিল, এ অনুতাপ তাহা হইতে কত বিভিন্ন! "হে পিতঃ স্বর্গের বিরুদ্ধে এবং তোমার সাক্ষাতে পাপ করিয়াছি; তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি।"

শমূয়েলের মৃত্যুর পূর্ব্বে, ইহাই শৌলের সহিত তাঁহার শেষ দেখাসাক্ষাৎ। তিনি একজন বিশ্বস্ত অনুযোগকর্ত্তা ও বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ছিলেন। এরূপ পরামর্শদাতার দ্বারা তাঁহার যেরূপ উপকৃত হওয়া উচিত ছিল, তাহা তিনি হন নাই। ভাববাদী তাঁহাকে যে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে এবং তিনি তাঁহাকে যে সদুপদেশ দিয়াছিলেন, তদনুসারে কার্য্য করিলে, তাঁহার মঙ্গল হইত।

এই সময় হইতে শৌলের জীবন ভারস্বরূপ হইয়া পড়িয়াছিল। আমরা পাঠ করি যে, "সদাপ্রভুর আত্মা শৌলকে ত্যাগ করিয়া গেলেন, এবং সদাপ্রভুর অনুমতিতে এক দুষ্ট আত্মা তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিতে লাগিল!" সময়ে সময়ে তাঁহার

মন বিষাদ ও নিরানন্দে নিমগ্ন হইত ; আর তখন কেবল দায়ূদের সুমধুর বীণাধ্বনিতেই তাঁহার চিত্তরঞ্জন হইত—দায়ূদ বীণা বাজাইয়া সুমিষ্ট স্বরে ঈশ্বরের স্তবগান করিতেন। হায়! তাঁহার যে শান্তির আবশ্যক ছিল, তিনি যে তাহার জন্য কখন ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আমরা এমন কোন কথা পাঠ করি না।

কিন্তু দায়ূদের সংসর্গে থাকিয়া দুর্ভাগ্য নৃপতির যথেষ্ট মনোরঞ্জন ও আমোদ-বোধ হইলেও, তাঁহার অন্তরে গভীর হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল। তিনি শমূয়েলের এই কথাগুলি কখনও ভুলিতে পারেন নাই ;—"সদাপ্রভু অদ্য তোমা হইতে ইস্রায়েলের রাজত্ব টানিয়া চিরিলেন, এবং তোমা হইতে উত্তম তোমার এক প্রতিবাসীকে দিলেন।" এই কথা স্মরণ করিয়া শৌলের হৃদয় দগ্ধীভূত হইত, সুতরাং দায়ূদের কোন ভালবাসাই তাঁহার প্রতিশোধ লইবার সাংঘাতিক উদ্দেশ্য হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই। এতদ্ব্যতীত, যখন লোকেরা গান করিতে করিতে কহিয়াছিল, "শৌল সহস্র সহস্র লোককে, ও দায়ূদ অযুত অযুত লোককে বধ করিয়াছে," তখন আর তিনি আপনার হিংসাবৃত্তি সম্বরণ করিতে পারিলেন না ; ফলতঃ, আমরা পাঠ করি যে, "সেই দিবসাবধি শৌল দায়ূদের প্রতি কুদৃষ্টি রাখিল।"

শৌলের জীবনের শেষকালের সহিত সংসৃষ্ট একটী অতি নিগূঢ় ঘটনা, অর্থাৎ শমূয়েলের প্রেতাত্মার অভ্যুত্থানের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু আমি এই বিষয়টী ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াসী হইব না ; কারণ আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, ইহা

ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়া, হয় তো ইহার নিগূঢ়তা আরও বৃদ্ধি করিয়াই ফেলিব।

এক্ষণে এই হতভাগ্য ব্যক্তির কাতরোক্তি শ্রবণ কর; "ঈশ্বরও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।" তাঁহার অন্তঃকরণে এইরূপ নৈরাশ্যের উদ্রেক হইয়াছিল। তাঁহার দুঃখদুর্দ্দশা এই-রূপে অপ্রতিকার্য্য হইয়া পড়িয়াছিল। উঃ! যেন ঈশ্বর আমাদিগকে ঈদৃশ দুরবস্থা হইতে রক্ষা করেন। আমাদের বন্ধু-বান্ধবগণ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও, আমাদের মঙ্গল হইতে পারে। আমাদের স্বাস্থ্য-সামর্থ্য নষ্ট হউক, তথাপি আমরা আনন্দ করিতে পারিব। আমাদের ধনসম্পত্তি উড়িয়া যাউক, তথাপি প্রভু আমাদের নিত্যস্থায়ী ধন-স্বরূপ হইতে পারেন। কিন্তু "ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে ত্যাগ করিয়া-ছেন," কে তাহার সম্পূর্ণ দুঃখের কথা বলিতে পারে? যদি সে জন্মগ্রহণ না করিত, তবে তাহার পক্ষে ভালই হইত।

এক সময়, শৌলের যে সুবুদ্ধি ও সদ্বিবেচনা ছিল, তাহা এক্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, এবং তাঁহার জীবন-কাহিনী, উপসংহার পর্য্যন্ত, উত্তরোত্তর আরও ঘোরাল হইয়া পড়িতেছে। যুদ্ধে আহত হওয়ায়, তিনি নিজের খড়্গদ্বারা আপনাকে বিদীর্ণ করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় সদাপ্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হন।

যিনি জীবনের প্রথমকালে সদাপ্রভুর দ্বারা এতদূর অনু-গৃহীত, এবং এমন উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন, তাঁহার পক্ষে ইহা কেমন শোচনীয় পরিণাম! যখন তিনি ইস্রায়েলের সিংহা-সনে উপবেশন করণার্থে উন্নীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার সৌভাগ্য দেখিয়া, হয় তো অনেকে তাঁহার উপর হিংসানেত্রে

দৃষ্টিপাত করিয়াছিল। কিন্তু যে শান্তি ঈশ্বরের অতি নম্রাবস্থাপন্ন সন্তানের অন্তরে বিরাজমান আছে, অর্থাৎ যাহাদের আত্মা ত্রাণকর্ত্তার রক্তে শুচীকৃত হইয়াছে, এবং যাহাদের হৃদয় ত্রাণসাধক অনুগ্রহের কল্যাণকর ক্ষমতাধীন আছে, তাহাদের অন্তরে যে শান্তি বিরাজ করে, কি ধনসম্পত্তি, কি মানসম্ভ্রম, কি জাগতিক প্রাধান্য, কিছুতেই তাঁহাকে তাহা দিতে পারে নাই।

দায়ূদ

বা

ঈশ্বরের মনের মত লোক।

দায়ূদ ইস্রায়েলের দ্বিতীয় রাজা, আর শৌলের ন্যায়, ঈশ্বর নিজেই তাঁহাকে উক্ত পদে নিযুক্ত হওনার্থে বিশেষ-রূপে মনোনীত করিয়া লইয়াছিলেন।

তাঁহার পিতা যিশয় বৈৎলেহম নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে বাস করিতেন; তিনি উচ্চ পদান্বিত লোক ছিলেন না। দায়ূদ বাল্যকাল হইতে মেষপালকের কার্য্যে শিক্ষিত হইয়াছিলেন; আর উক্ত পরিবারের সর্ব্বকনিষ্ঠ থাকায়, তিনি যে জন-সাধারণের নিকটে সুপরিচিত হইবেন, ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তথাপি ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নম্রাবস্থা হইতে উন্নত করিয়া ইস্রায়েলের রাজসিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ঈশ্বরের পশ্চাদ্বর্ত্তী কথাগুলি অতীব সারবান—যথা, "উদয়-স্থান হইতে কি পশ্চিম দিক্‌ হইতে কি দক্ষিণস্থ প্রান্তর হইতে উন্নতিলাভ হয়, এমত নয়। কিন্তু ঈশ্বরই শাসনকর্ত্তা; তিনি কাহাকে নত, কাহাকে বা উন্নত করেন।"

সদাপ্রভু যে, শৌলকে রাজ্যচ্যুত করিবেন, এ অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তিনি অবিলম্বে শমূয়েলকে

যিশয়ের আট পুত্রের মধ্য হইতে এক জনকে তাঁহার পদে রাজা হওনার্থে মনোনীত করিয়া লইতে আজ্ঞা করিলেন। প্রথমতঃ ভাববাদী দায়ূদের বিষয়ে মনোযোগী হন নাই; কিন্তু যখন তাঁহারা এক এক করিয়া তাঁহার সম্মুখ দিয়া গমন করিলেন, তখন সদাপ্রভু স্পষ্টই দেখাইলেন যে, দায়ূদ কনিষ্ঠ হইলেও, তিনি তাঁহাকেই মনোনীত করিয়াছেন; "উঠ, ইহাকে অভিষেক কর, কেননা এ সেই ব্যক্তি।"

শমূয়েল-কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হওয়ার অনতিকাল পরেই শৌলের চিত্তরঞ্জন করণার্থে তাঁহাকে রাজভবনে আনিতে পাঠান হয়; এবং তাহাতেই তিনি পরিচিত হইতে লাগিলেন। সুনিপুণ বীণাবাদক হওয়াতে, তিনি এ কার্য্যের বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন; কারণ আমরা জ্ঞাত হই যে, কেবল সঙ্গীত দ্বারাই হতভাগ্য রাজার মনোরঞ্জন হইত।

আরও একটী ঘটনা বশতঃ দায়ূদের নাম বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। যখন পলেষ্টীয়দের সহিত ইস্রায়েলীয়গণের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন এক দিন তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্বীয় ভ্রাতৃগণের তত্ত্ব লইতে ইস্রায়েলের শিবিরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি উভয় পক্ষের সৈন্যগণকে দুই বিপরীত দিকে স্থিত উপপর্ব্বতের উপর সমবেত থাকিতে দেখিতে পাইলেন। সম্প্রতি ইস্রায়েলীয়েরা বড়ই ভয়াক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সহসা তাহাদের অন্তঃকরণে সাহসের অভাব হওয়ায়, তাহারা ত্রাসে কম্পমান হইতেছিল। ইহার কারণ কি? একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘকায় যোদ্ধাকে পলেষ্টীয়দের সৈন্যশ্রেণী হইতে বহির্গত হইয়া, তাহাদের সম্মুখবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ

উপত্যকায় আস্ফালন করিয়া বেড়াইতে দেখা গেল। এ ব্যক্তির নাম গলিয়াৎ—গাতের গৌরবপাত্র; ইহাকে দেখিলে ভয়ে হৃৎ-কম্প উপস্থিত হয়। সে আপাদমস্তক রণসজ্জায় সজ্জিত ছিল, এবং তন্তুবায়ের নবাজের ন্যায় একটা বড়শা হস্তে করিয়া বেড়াইতেছিল। সহসা তাহার বজ্রগম্ভীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হইল; সে চীৎকার করিয়া কম্পমান ইস্রায়েলীয়দিগকে তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আহ্বান করিল। সে কহিল, "আমি কি সেই পলেষ্টীয় লোক নহি? অদ্য আমি ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণী-গণকে ধিক্কার দিলাম, তোমরা এক জনকে দেও, আমরা পরস্পর যুদ্ধ করি।"

কাহার প্রাণে এত সাহস যে, সে তাহার সম্মুখীন হইতে অগ্রসর হইবে? অতি বড় সাহসী যোদ্ধৃগণেরও হৃদয় ভয়ে দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে শ্লাঘা পূর্ব্বক পুনঃপুনঃ ধিক্কার দিতে লাগিল। দীর্ঘকাল সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, কারণ কেহই তাহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিল না। একে অপরের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল, ইস্রায়েলের পক্ষে কোন যোদ্ধাই সাহস করিয়া উপস্থিত হইল না।

অবশেষে এমন একজন অগ্রসর হইলেন, যিনি অন্যান্যের অপেক্ষা সাহসী। তিনি সৈনিক পুরুষ নহেন। তিনি কখন যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেন নাই। এমন কি, তিনি পূর্ণযৌবনেও উপনীত হন নাই। তিনি পল্লীগ্রামবাসী, মেষপালকের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিহিত। তাঁহার একটী সামান্য ফিঙ্গা ব্যতীত অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্রই নাই। তথাপি তিনি তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে আপনার জীবন উৎসর্গ করিতে সমুৎসুক

হয়েন। রাজা বলিলেন, "ঐ যুবা কাহার পুত্র?" তিনি দায়ূদ, বৈৎলেহমের সুনিপুণ বীণাবাদক—তিনি দায়ূদ নামে জনৈক যুবক, মেষবাথান হইতে তাঁহার ভ্রাতৃগণের তত্ত্ব লইতে আসিয়াছেন। তাঁহার সাহস দেখিয়া ইস্রায়েলীয়েরা হাস্য করিতে পারিত, এবং পলেষ্টীয়গণ তাঁহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া হাঁসিয়া গগণ বিদীর্ণ করিতে পারিত। এমন অসমান যোদ্ধৃযুগ্ম আর কখন রণক্ষেত্রে দেখা দেয় নাই।

কিন্তু দায়ূদের দৃঢ়প্রত্যয় ও নির্ভীকতার বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। তিনি কোন অসার শ্লাঘা করেন না, আপনার শক্তিতে কোনরূপ নির্ভর করেন না। তিনি বলেন, "তুমি খড়্গ, ও বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি ইস্রায়েলের সৈন্যশ্রেণীদের ঈশ্বর বাহিনীগণাধিপ সদাপ্রভুর নামে আসিতেছি"।

একঘণ্টা-কাল অতীত হইতে না হইতে, সেই অসুরের দর্পচূর্ণ হইল, পলেষ্টীয়েরা ভয়ে পলায়ন করিল। দায়ূদ স্রোতোমার্গ হইতে একটী ক্ষুদ্র প্রস্তর বাছিয়া লইয়া, ফিঙ্গাতে পাক দিয়া, নির্ভয়ে লক্ষ্য করিয়া, তাহার দিকে সজোরে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু স্বর্গস্থ ঈশ্বর তাঁহার হস্ত সবল করিয়া প্রস্তরটী লক্ষ্যস্থানে পড়িতে দিয়াছিলেন, আর তাহা গলিয়াথের কপালে বসিয়া গিয়াছিল। তাহাতে সে ঢুলিতে ঢুলিতে টলিতে টলিতে ভূতলশায়ী হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।

এ জয়ে কত গৌরব! তাঁহার স্বদেশের মানরক্ষা করায়, বৃদ্ধলোকেরা সাহসী যুবকটীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; যুবলোকেরা যুগপৎ তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহার যশে আপনা-

দিগকে হীনপ্রভ জ্ঞান করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি নিজে ইহার সমস্ত গৌরব ঈশ্বরকেই দিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, এ জয় তাঁহার নিজের নহে, সদাপ্রভুরই জয়।

কিন্তু যে শৌল এক সময়ে তাঁহার সহিত এত সদয় ব্যবহার করয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে তাঁহার প্রতিকূল হইয়া উঠিলেন। তিনি সম্প্রতি এইরূপ সন্দেহ করিতে লাগিলেন যে, ঈশ্বর যে ব্যক্তিকে তাঁহার স্থানে রাজা মনোনীত করিয়াছেন, যিশয়ের এই পুত্রই সেই ব্যক্তি; আর তদবধি তিনি তাঁহার প্রতি অন্য প্রকার আচরণ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু, দায়ুদ যে কোন স্থানে গমন করিতেন, সেইখানেই লোকে তাঁহার সুখ্যাতি করিত। এই সুখ্যাতির কথা শুনিয়া শৌলের অন্তরে হিংসার উদ্রেক হইল; তাহাতে তিনি তাঁহাকে প্রেম না করিয়া বরং ঘৃণা করিতে লাগিলেন, এবং পূর্ব্বে যেমন তাঁহার বন্ধু ছিলেন, এখন তেমনি তাঁহার পরমশত্রু ও উৎপীড়ক হইয়া উঠিলেন।

শৌলের মৃত্যুর পর, দায়ুদ ইস্রায়েলের রাজা হইয়া চল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন।

দায়ুদ একজন সুপ্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। অতএব তাঁহার চরিত্র এই চারিটী বিষয়ে, অর্থাৎ পাপী, সাধু, ভাববাদী, এবং খ্রীষ্টের একজন নিদর্শন বলিয়া আলোচনা করিলে উপকার দর্শিবে।

আমরা প্রথমে তাঁহাকে পাপী বলিয়া আলোচনা করিব—

যিনি এতগুলি অনুচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাঁহাকে যে "ঈশ্বরের মনের মত লোক" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, ইহা

দেখিয়া অনেকে বিস্মিত হইয়াছেন। আর ইহাতে তোমার মনেও হয় তো গোলযোগ উপস্থিত হইয়া থাকিবে। কিন্তু আমি বিবেচনা করি, ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, ঐ কয়েকটি কথায় এমন বুঝায় না যে, তাঁহাতে কোন অসাধারণ সততা ছিল, কিন্তু ঈশ্বর যে তাঁহাকে আপনার প্রজাগণের রাজা হইবার উপযুক্ত জ্ঞান করিয়া বিশেষরূপে স্থিরীকৃত করিয়াছেন, উহাতে কেবল তাহাই বুঝায়। এই বিষয়েই তাঁহাকে "ঈশ্বরের মনের মত লোক," বা ঈশ্বরের পছন্দ অনুযায়ী লোক বলা হইয়াছে।

অতএব শোচনীয় হইলেও, আমরা এক্ষণে দায়ূদের কতিপয় পাপের কথা বিশেষরূপে ব্যক্ত করিব। আমরা প্রথমে যে অসৎ কার্য্যের বিষয় পাঠ করি, তাহা মহাযাজক অহীমেলকের সহিত তাঁহার কপট ও অযোগ্য আচরণ। শৌলের নিষ্ঠুরতা হইতে পলায়ন করিয়া, তিনি অহীমেলকের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহাকে বলেন যে, আমি রাজার কার্য্যে আসিয়াছি। এইরূপে তিনি ঈশ্বরের নামে প্রবঞ্চনা করেন। সত্য বটে, তিনি তৎকালে মহাবিপদে পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার আচরণের পোষকতা করিতে পারা যায় না; যেহেতু কোন কারণেই সত্য ও সরলতার পথ পরিত্যাগ করিয়া মিথ্যার পথে গমন করিতে পারা যায় না।

দুঃখক্লেশে পতিত হইয়া, তিনি তৎপরে ঈশ্বরের প্রজাগণের প্রকাশ্য শত্রু পলেষ্টীয়দের নিকটে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অপর, তিনি কে, যখন তাহারা তাহা জ্ঞাত হইল, তখন তিনি প্রাণরক্ষার্থে কৃত্রিম ক্ষিপ্ততা দেখাইলেন। কিন্তু এ প্রবঞ্চনায় কোন

উপকার দর্শে নাই, সুতরাং তিনি অবিলম্বে তাহাদের দেশ হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

বোধ হইতেছে, শৌলের সাংঘাতিক ঘৃণা হইতে পলায়ন করিয়া, তিনি পুনরায় পলেষ্টীয়দের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই বার রাজা আখীশ তাঁহার প্রতি মিত্রভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার মিত্রতা-রক্ষার্থে, দায়ুদ এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে, তিনি তাঁহার সঙ্গে গিয়া, আপনার স্বদেশীয়দের সহিত যুদ্ধ করিতে বাস্তবিকই অভিলাষী ও প্রস্তুত আছেন।

দুঃখক্লেশের হস্ত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য লোকে কি অযোগ্য উপায়ই অবলম্বন করে! কিন্তু সংসারিক ভাবে বিবেচনা করিলেও, এরূপ উপায়ে কি সুফল ফলে? উহাতে দায়ুদের কোনও দুঃখোপশম ও সুখসান্ত্বনা হয় নাই; তেমনি আমাদেরও হইবে না। ঈশ্বরের হস্তে আত্ম-সমর্পণ ও উদ্ধারার্থে তাঁহার উপর নির্ভর করিয়া, সাহস পূর্ব্বক কর্ত্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়াই অপেক্ষাকৃত উত্তম; তাহাতে তিনি অনুগ্রহ করিয়া যে কোন সময়ে ও যে কোন রূপে আমাদিগকে উদ্ধার করেন, তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়ঃ।

এইখানেই নিবৃত্ত হইতে পারিলে সুখী হইতাম। কিন্তু আমি এখনও দায়ুদের পাপতালিকা নিঃশেষ করি নাই। এখনও এমন আরও একটী পাপ আছে, যাহা মহাপাপ মধ্যে গণ্য, এবং তাহা অবশ্যই তাঁহার হিসাবে ধরিতে হইবে। আর এই পাপ তাঁহার রাজা হওয়ার কিছুকাল পরে সংঘটিত হইয়াছিল।

দায়ুদের সেনাদলে উরিয় নামে জনৈক সৈনিক পুরুষ

ছিল। তাহার ভার্য্যা বৎশেবা একজন পরমসুন্দরী স্ত্রীলোক ছিল, এবং দায়ূদ তাহার প্রেমে মোহিত হইয়া গিয়াছিলেন। তাহাকে দেখা অবধি তিনি তাহাকে আপনার ভার্য্যা করিতে অভিলাষী হন, এবং তাঁহার এই দুরভিসন্ধি কার্য্যে পরিণত করণার্থে তিনি একটী দূষণীয় উপায় অবলম্বন করেন। তাহা এই,—তৎকালে পলেষ্টীয়দের সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিতেছিল, সুতরাং তিনি উরিয়কে সৈন্যশ্রেণীর সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিতে আজ্ঞা করিয়া পাঠাইলেন; উদ্দেশ্য এই, যেন সে যুদ্ধে নিহত হয়। রাজার আজ্ঞানুসারে কার্য্য করা হইল। উরিয়ের বিপক্ষে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছে, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই, সুতরাং তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্রের তুমুল সংগ্রামস্থলে স্থাপন করা হইল। তাহাতে সে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। এই রূপে দায়ূদ আপনার মনোবাঞ্ছাসিদ্ধ করেন, এবং বৎশেবা তাঁহার ভার্য্যা হন।

দায়ূদের চরিত্রে এই যে ঘোর কলঙ্কটী স্পর্শিয়াছে, ইহা আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক পরিহার করিয়া যাইতাম। কিন্তু তাহা হইবে না; ঈশ্বর শাস্ত্রে ইহার উল্লেখ না করিয়া ছাড়েন নাই, আর আমরাও ইহা পরিহার বা ঢাকিতে চেষ্টা করিব না। ইহা একটী অতি গুরুতর পাপ, আর দায়ূদও তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন; কারণ যখন ঈশ্বরের অনুগ্রহে তিনি আপনার দোষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধীভূত হইয়াছিল। জীবনের পরবর্ত্তী কালে তিনি বারম্বার ইহার উল্লেখ করিয়া অকথ্য মনোবেদনা প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু এখন চিত্রটির অন্য দিকে দৃষ্টিপাত করা যাউক—দায়ূদের চরিত্রের উৎকৃষ্ট ও উজ্জ্বল দিকটী আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

দ্বিতীয়তঃ, আমরা এক্ষণে তাঁহাকে ঈশ্বরের ক্ষমাপ্রাপ্ত ও পরিগৃহীত সন্তান বলিয়া গণ্য করিব। ফলতঃ, তাঁহার বিষয়ে এই কথা যথার্থই বলিতে পারা যায় যে, "যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল, সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল।" আমরা দেখিতে পাই যে, তাঁহার জীবনের পরবর্ত্তী কালটী শৌলের ন্যায় নহে, উহাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাল।

পিতরের ন্যায় তিনিও পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতরের ন্যায় তিনিও আপনার পাপের জন্য "তীব্র রোদন" করিয়াছিলেন। তাহা ক্ষণিক অনুতাপমাত্র নহে; তাহা তাঁহার পাপের কেবল মৌখিক স্বীকার নহে; বরং তিনি প্রকৃত ও হৃদয়ানুভূত দুঃখ প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের সমক্ষে আপনাকে নত করত স্বীয় পাপের ক্ষমা ও মোচনার্থে, ব্যগ্রতা-সহকারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৩২শ এবং ৫১শৎ গীতে তিনি নিজেই যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদপেক্ষা অধিকতর হৃদয়স্পর্শী বা উপদেশজনক আর কি হইতে পারে?

দায়ূদের জীবনের প্রথমকালে, ভক্তিপ্রেমের এমন অনেক চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা সময়ে সময়ে প্রকাশ পাইয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে ঈশ্বরের অনুগ্রহের সম্পূর্ণ জয়লাভ হইতেছে, সুতরাং আমরা তাঁহাকে অনুতাপী ও ক্ষমাপ্রাপ্ত, এবং ঈশ্বরের একজন পবিত্র দাস বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত, তিনি মনোদুঃখের সহিত আপনার অতীত

পাপের বিষয় ভাবিতেন। পাপ যে দুর্ব্বহ গুরুভারস্বরূপ, তাহা তাঁহার অপেক্ষা আর কেহই অধিকতর অনুভব করে নাই। ঈশ্বর তাঁহাকে ক্ষমা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে আপনাকে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। ইহার আধিপত্য হইতে উদ্ধার-প্রাপ্ত হইবার জন্য, তিনি যেরূপ ব্যগ্রতাসহকারে অভিলাষী হইয়াছিলেন, আর কেহ তদপেক্ষা অধিক অভিলাষী হয় নাই। ঈশ্বরের ধৈর্য্য ও ত্রাণসাধক করুণার জন্য তাঁহার ন্যায় আর কেহই তাঁহার নিকট অধিকতর কৃতজ্ঞ হয় নাই। ঈশ্বরের সহিত পবিত্র ও ঘনিষ্ঠভাবে গতিবিধি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার ন্যায় আর কাহাকেও অধিকতর সমুৎসুক বোধ হয় নাই।

আমাদের নিজের পাপপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে কি বলা যাইতে পারে না যে, কোন কোন বিষয়ে আমরাও দায়ুদের সদৃশ? তিনি যতদূর পাপ করিয়াছিলেন, হয় তো আমরা ততদূর করি নাই। তথাপি আমাদেরও পাপ কি সিন্দূরের ন্যায় লোহিতবর্ণ নহে, আর তাহা স্মরণ করিয়া আমাদের কি দুঃখ বোধ করা উচিত নহে? আঃ, যেন আমাদের অনুতাপ দায়ুদের ন্যায় তীব্র ও আন্তরিক হয়! আঃ, যেন তাঁহার ন্যায় গভীর পাপবোধ জন্মে, এবং তাঁহার ন্যায় আমাদের মনোদুঃখ যেন প্রকৃত ও হৃদয়ানুভূত হয়! কেবল পবিত্র আত্মাই আমাদিগকে এইরূপ অবস্থায় আনিতে পারেন। কেবল তিনিই আমাদিগকে অন্তঃকরণের অন্ধকারময় স্থান সকল দেখাইয়া দিয়া আমাদের নিকট হইতে এই কাতরোক্তি করাইয়া লইতে পারেন;"—হে পিতঃ, আমি পাপ করিয়াছি, তোমার পুত্র বলিয়া বিখ্যাত হইবার যোগ্য আর নহি।" ধন্য ঈশ্বর, আমাদের এমন একজন ত্রাণ-

কারী, প্রায়শ্চিত্তসাধক ত্রাণকর্ত্তা আছেন, যাঁহার "রক্ত আমাদিগকে যাবতীয় পাপ হইতে শুচি করে", যিনি "আমা-দিগকে মুক্তপাপ করিতে পারেন, তাহাতে আমরা শুচি হইব," যিনি আমাদিগকে ধৌত করিতে পারেন, তাহাতে হিম অপেক্ষা শুক্ল হইব।" আঃ, ক্ষমা পাওয়া কেমন ধন্যতার বিষয়! গ্রাহ্য হওয়াতে কি চমৎকার দয়াপ্রকাশ! পরিত্রাণের আনন্দ কেমন সুখকর! এ সকল ঈশ্বরকর্ত্তৃক আমাদিগকে বিনামূল্যে প্রদত্ত হইয়াছে, আর আমরা তো ইহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলাম। ঈশ্বর করুন, যেন প্রত্যেক পাঠক জানিতে পারেন যে, পাপের জন্য দুঃখবোধ করা কাহাকে বলে, এবং যে শান্তি খ্রীষ্টের ক্রুশ হইতে সমুদ্ভূত হয়, তাহা অনুভব করাই বা কি!

তৃতীয়তঃ, আমরা এখন দায়ূদকে একজন ভাববাদী বলিয়া আলোচনা করিব। সদাপ্রভুর ভাববাদী হওয়া অতি সম্মানের বিষয় ছিল। আমরা সকলেই ভাববাদী হইতে ইচ্ছা করি; কিন্তু অল্পসংখ্যক মনোনীত লোককেই পবিত্রাত্মার দানে বিভূষিত করা হইত। তথাপি ধন্য ঈশ্বর, আমরা সকলেই তাঁহার ইচ্ছা জ্ঞাত হইতে ও তাহা পালন করিতে পারি; আমরা সকলেই তাঁহার দাস হইতে পারি।

কিন্তু যে সকল "পবিত্র লোকেরা পবিত্র আত্মাদ্বারা চালিত হইয়া লিখিয়াছিলেন," দায়ূদ তাঁহাদের মধ্যে একজন। স্বয়ং ঈশ্বরের নিশ্বসনে ও উপদেশে তিনি যে সকল বহুমূল্য সারবান কথা লিখিয়াছিলেন, আমরা গীতপুস্তকে তাহা পাঠ করি। আমাদের অবস্থা যেরূপই হউক না কেন, আমরা উহাতে তদুপযোগী কিছু না কিছু নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। আমরা

কি পাপের জ্বালায় জ্বালাতন হইতেছি? তবে উহাতে অনুতপ্ত হৃদয়ের ব্যগ্রতাপূর্ণ কাতরোক্তি আছে। আমরা কি দুঃখ-দুর্দ্দশায় পতিত হইয়াছি? তবে উহাতে ঈশ্বরে নির্ভরকারী জীবাত্মার সপ্রেম রোদনধ্বনি আছে। আমরা কি উৎপীড়িত, নিগৃহীত, বা ঝঞ্ঝাটে পতিত হইয়াছি? তবে আমরা উহাতে এমন একজনকে দেখিতে পাই, যিনি গুরুতররূপে পরীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের অঙ্গীকারে নির্ভর করিয়া আশ্বস্ত হইয়া রহিয়াছিলেন। আমরা কি পাপ ক্ষমার ধন্যতা উপভোগ করিতেছি? তবে উহাতে এমন একজনের সুখকর অভিজ্ঞতা আছে, "যাহার অধর্ম্ম মোচিত ও পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে।" ঐ সকল গীতে প্রত্যেক ক্ষতের স্বাস্থ্যকর ঔষধ ও প্রত্যেক হৃদয়ের আনন্দদায়ক সুধা আছে।

যে কেহ গীতপুস্তক পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই দেখিতে পাইবেন যে, দায়ূদ খ্রীষ্টের সম্বন্ধে অনেক বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। যদিও তিনি ত্রাণকর্ত্তার আগমনের সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন, তথাপি ঈশ্বর তাঁহাকে তাঁহার আবির্ভাব ও রাজ্যের বিষয় বর্ণনা করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন। পাপীগণ খ্রীষ্টের যে বিপক্ষতা করিবে তাহা, ক্রুশোপরে তাঁহার দুঃখ-ভোগ, তাঁহার পুনরুত্থান ও স্বর্গারোহণ, তাঁহার সুসমাচারের ভাবী বিস্তার, এবং তাঁহার রাজ্যের জয় ইত্যাদির বিষয় তিনি বর্ণনা করিয়াছেন।

বাস্তবিক, ঐ সকল গীতের একটী প্রধান সৌন্দর্য্য এই যে, উহাতে ভবিষ্যদ্বাণীরূপ অনেক অমূল্য রত্ন আছে। আমরা যে উহাতে কেবল পরমোপকারী উপদেশ ও সান্ত্বনাপ্রদ বাক্য

দেখিতে পাই, তাহা নহে কিন্তু উহাতে এমন কথাও আছে, যাহাতে খ্রীষ্ট আপনার প্রজাগণের ত্রাণকর্ত্তা ও রাজা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

যখন তুমি দায়ুদের গীতমালা পাঠ কর, তখন উহাতে খ্রীষ্টকেই অন্বেষণ করিও; তাহা হইলে তুমি উহাতে এমন সৌন্দর্য্য ও পূর্ণতা দেখিতে পাইবে, যাহা পূর্ব্বে কখনও দেখ নাই।

কিন্তু দায়ুদকে আরও একটী ভাবে আলোচনা করিতে আমাদের এখনও অবশিষ্ট আছে। তিনি খ্রীষ্টের একজন নিদর্শন ছিলেন। তিনি যে কেবল তাঁহার বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা নহে, তিনি তাঁহার সদৃশও ছিলেন। আমরা তাঁহাতে ত্রাণকর্ত্তার অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাই।

তিনি আপনার জন্ম সম্বন্ধেই খ্রীষ্টের সদৃশ ছিলেন, কারণ তিনি বৈৎলেহম্ নামক একটী ক্ষুদ্র নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আর ঐ নগর যীশুরও জন্মস্থান।

আবার তাঁহার হীনাবস্থার বিষয়ও বিবেচনা করিয়া দেখ। তাঁহার এমন কোন পদমর্য্যাদা ছিল না, যে জন্য তিনি শ্লাঘা করিতে পারিতেন, এবং এমন কোন ঐশ্বর্য্যও ছিল না, যাহাতে তিনি লোকের সম্মানের পাত্র হইতে পারিতেন। অপর, যিনি "দাসের রূপ ধারণ করিয়া" আসিয়াছিলেন, এবং যাঁহার "মস্তক রাখিবার স্থান ছিল না," ইহাতে কি তাঁহার বিষয় আমাদের মনে পড়ে না?

তিনি আপনার জীবনব্যাপারেও ত্রাণকর্ত্তার সদৃশ ছিলেন। তিনি বৈৎলেহমের মাঠে মেষপালন করিতেন। সেইখানে তিনি আপনার মেষপালের রক্ষকতা করিতেন, আর তাহা বেতন-

গ্রাহীর ন্যায় নহে, কিন্তু মেষগণের প্রকৃত মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর ন্যায়ই করিতেন, অপর, যখন সিংহ ও ভল্লূকগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিত, তখন তিনি তাহাদের প্রাণরক্ষার জন্য অসমসাহসের সহিত আপনার জীবনকে বিপদাপন্ন করিতেন। পরন্তু, যীশু কি বলেন, তাহা শ্রবণ কর, "আমিই উত্তম পালরক্ষক। যে জন উত্তম পালরক্ষক, সে মেষগণের নিমিত্তে আপন প্রাণ ত্যাগ করে।" অপিচ, তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে; "তিনি মেষপালকের ন্যায় আপন পাল চরাইবেন, তাহার শাবকদিগকে বাহুতে সংগ্রহ করিবেন, ও কোলে করিয়া বহন করিবেন; তিনি দুগ্ধবতী সকলকে ধীরে ধীরে চালাইবেন।"

পুনশ্চ, দায়ূদ কতই গুরুতররূপে উৎপীড়িত ও নিগৃহীত হইয়াছিলেন! এক সময়, প্রতিমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কা ছিল। ফলতঃ, যিনি "দুঃখভোগ স্বীকার করিলেন, মুখ খুলিলেন না," আর যিনি যথার্থই বলিতে পারিতেন, "আমার যে মিত্র আমার বিশ্বাসপাত্র ছিল ও আমার রুটী খাইত, সেও আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠাইল," এস্থলে আমরা কি তাঁহারই চিত্র দেখিতে পাই না?

আবার, রাজারূপেও দায়ূদের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখ; তিনি মহাপরাক্রমশালী রাজা, আপনার সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিতেছেন, এবং সমুদ্রের কূল হইতে সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিতেছেন; আর তৎপরে রাজাদের রাজা খ্রীষ্টকে দেখ; তাঁহার "রাজ্য যুগ সমুদয়ের রাজ্য," এবং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব তাবৎ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।"

দায়ূদ একজন মহৎ লোক—রাজারূপে মহৎ, ভাববাদী-রূপে মহৎ, ঈশ্বরের দাসরূপে মহৎ ছিলেন। যে সকল নক্ষত্র অনেক আধ্যাত্মিক পরিব্রাজককে স্বর্গের পথে অগ্রসর হইতে আলোকিত করিয়াছে, তিনি তাহাদের মধ্যে একটী। কিন্তু "ধার্ম্মিকতারূপ সূর্য্য" খ্রীষ্টের তুলনায় তিনি কিছুই নহেন। যাঁহারা যীশুকে আপনাদের বন্ধু, ত্রাণকর্ত্তা ও রাজা বলিয়া জানেন, তাঁহারা যথার্থই ভাগ্যবান! দায়ূদ যেমন বিশ্বাসনেত্রে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে তেমনি দেখিতে পান, এবং দায়ূদ যেমন তাঁহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রেম করিতে পারিয়াছিলেন, যাঁহারা তাঁহাকে তেমনি প্রেম করিতে পারেন, তাঁহারা বাস্তবিকই পরমসুখী! যাঁহারা আনন্দ করিয়া বলিতে পারেন, "স্বর্গে আমার কে আছে? ভূমণ্ডলেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার প্রীতি নাই," তাঁহারাই পরম-সুখী!

শলোমন

বা

প্রজ্ঞা অপেক্ষা ঈশ্বরের অনুগ্রহ উত্তম।

যে বৃক্ষ বহুবৎসর ধরিয়া শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক উন্নতমস্তক, বর্দ্ধিতায়তন ও জমকাল হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু সহসা কীট প্রবেশ করায়, তাহার শাখাপল্লব ম্লান ও পত্র সকল শুষ্ক হইয়া যাইতেছে, এবং নীরস ও শ্রীহীন কাণ্ড ভিন্ন, তাহার আর কিছুই নাই, তাহা দেখিতে শোচনীয়।

সেইরূপ, কোন সুন্দর, সুশোভন অট্টালিকার নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিয়া, কতিপয় বৎসরান্তে প্রত্যাগমন পুরঃসর তাহাকে ভগ্ন ও পতনশীল ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইতে দেখাও শোচনীয়।

কিন্তু যিনি এক সময়, ঈশ্বরের প্রকৃত ও ভক্ত সেবক হইবার সুলক্ষণ দেখাইয়াছিলেন এবং অসাধারণ প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়াছিলেন, এরূপ উন্নত পদবীর কোন লোককে পাপে পতিত হইতে ও জীবনের শেষকালটী দুঃখ এবং বিষাদে অতিবাহিত করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে দেখা আরও শোচনীয়।

শলোমনের ঐরূপই হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ভূতপূর্ব্ব রাজা তাঁহাকে ঈশ্বরের ভীতিতে লালনপালন ও শিক্ষিত

করিতে যত্ন করিয়াছিলেন; এবং এক সময় এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহার অন্তরে প্রকৃত ধর্ম্মভাব বদ্ধমূল হইয়াছে; বাস্তবিক তিনি এমন সুলক্ষণ দেখাইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিষয়ে এই কথা বলা হইয়াছে,—"শলোমন আপন পিতা দায়ূদের বিধানুসারে আচরণ করিতে করিতে সদাপ্রভুকে প্রেম করিত।"

জীবনের শেষকালে, দায়ূদ শলোমনকে রাজ্যে অভিষিক্ত করায়, তিনি অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন, আর তাঁহার রাজত্বের প্রারম্ভে রক্তপাত হইলেও, তাহা সাধারণতঃ বিলক্ষণ শান্তিময় হইয়াছিল। তথাপি রাজা হইবামাত্র, তিনি চারি ব্যক্তিকে গুরুতর দণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য বোধ করিয়াছিলেন।

তন্মধ্যে অদোনিয় একজন; সে শলোমনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহার হস্ত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করিয়াছিল। এরূপ বিরক্তিকর শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার একমাত্র উপায় তাহার প্রাণদণ্ড করা।

তৎপরে যোয়াব আর একজন। সে শৌল ও দায়ূদ উভয়ের অধীনে একজন সুদক্ষ সেনাপতি ছিল। সেও মহাবিপজ্জনক লোক; আর শান্তিরক্ষার্থে তাহারও প্রাণদণ্ড করা আবশ্যক।

আবার শিমিয়ি আর একজন; সে দায়ূদের প্রতি অতি অভদ্র ও জঘন্য ব্যবহার করিয়াছিল; অপর, যদিও তাহার প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়া তাহার প্রাণরক্ষা করা হইয়াছিল বটে, তথাপি সে তৎপরে আপনার শপথভঙ্গ করত,

আপনাকে সম্পূর্ণ ভণ্ড ও দুষ্ট লোক বলিয়া দেখাইয়াছিল। তাহারও প্রাণদণ্ড করা হইয়াছিল।

চতুর্থ ব্যক্তি মহাযাজক অবিয়াথর্। অন্যান্যের ন্যায়, তিনিও উক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ায় প্রাণদণ্ডের যোগ্য ছিলেন; কিন্তু শলোমন তাঁহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি তাঁহাকে তাঁহার উচ্চপদ হইতে চ্যুত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

অতঃপর শলোমন আপনার প্রজাগণের শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার পদ উন্নত, এবং কার্য্য অতীব দুরূহ ছিল। কিন্তু তাঁহাকে উক্ত কার্য্যের উপযুক্ত করণার্থে, সদাপ্রভু অনুগ্রহ করিয়া এ পর্য্যন্ত মনুষ্যকে যত উৎকৃষ্ট বর দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী বর তাঁহাকে দিবার প্রস্তাব করেন। তিনি রাত্রিকালীন স্বপ্নযোগে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তুমি আমার নিকট যে কোন বর যাচ্ঞা করিবে, আমি তোমাকে তাহা দিব। এটী বাস্তবিক সামান্য প্রস্তাব নহে; আর শলোমনও ইহার অপব্যবহার করেন নাই। তুমি কি মনে কর, যুব নৃপতি স্বাস্থ্য, বা সৌন্দর্য্য, বা দীর্ঘায়ু বা মানসম্ভ্রম, বা ঐশ্বর্য্যের প্রার্থী হইয়াছিলেন? না, তাহা হন নাই; তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এ সকল অপেক্ষা আরও কিছু উৎকৃষ্ট আছে। তিনি যে কার্য্যে আহূত হইয়াছিলেন, তাহা যে গুরুতর ও কষ্টসাধ্য, ইহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আর সেই জন্য তিনি বিজ্ঞতার প্রার্থী হইয়াছিলেন। এরূপ প্রার্থনা অবশ্যই ঈশ্বরের সন্তোষজনক হইয়াছিল; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ বলিলেন, তুমি যে বিজ্ঞতা-

লাভের অভিলাষী হইয়াছ, তাহা তোমাকে দিলাম; এতদ্ভিন্ন অন্যান্য রাজাগণের অপেক্ষা ঐশ্বর্য্য ও প্রতাপও দিলাম।

ঈশ্বর শলোমনের নিকট এই যে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, ইহা কত বৃহৎ!—তিনি যে কোন বর যাচ্ঞা করিবেন, ঈশ্বর তাঁহাকে তাহা দিবেন। তথাপি তিনি প্রত্যেক বিশ্বাসীর নিকট ঐরূপ একটী বৃহৎ অঙ্গীকার করেন—"প্রার্থনাক্রমে বিশ্বাস পূর্ব্বক যে কিছু যাচ্ঞা করিবা, সে সকলই পাইবা।" আহা, যদি আমরা কেবল বিশ্বাস পূর্ব্বক, সরলমনে ও আগ্রহ সহকারে যাচ্ঞা করিতাম, তবে প্রভু আমাদিগকে কত বর দিতেন! খ্রীষ্টের নামের দোহাই দিয়া তাঁহার নিকটে আমাদের অভাব জানাইলে, এবং কেবল উচিত বিষয়ের জন্য, উচিতরূপে প্রার্থনা করিলে, তিনি আমাদিগকে যাচিত বিষয় দান করিতে অস্বীকার করিবেন না। তুমি এ বিষয়ে ঈশ্বরকে পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, তাঁহার কর্ণ ভারী, বা হস্ত শিথিল হয় নাই।

ঈশ্বর শলোমনকে যে বিজ্ঞতাদানের অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা যে তিনি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন, অচিরে তাহা প্রতীয়মান হইল। ইহার একটী দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। সিংহাসনে আরোহণ করার অনতি পরে, দুইটী সন্তানবতী স্ত্রীলোক তাঁহার নিকটে আসিয়া আপন ২ মনোদুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ পূর্ব্বক বিচারপ্রার্থিনী হইয়াছিল। তাহারা দুই জনেই এক বাটীতে বাস করিত, একই সময়ে তাহাদের দুই জনেরই সন্তান হইয়াছিল; আর তাহার একটী সন্তানের মৃত্যু হইলে পর, তাহারা উভয়েই অবশিষ্ট জীবিত সন্তানটীর

দাবি করিল। তাহাদের উভয়েরই দাবি সমান বলিয়া বোধ হইয়াছিল; সুতরাং সন্তানটী বাস্তবিক কাহার, তাহা স্থির করা দুরূহ হইয়াছিল। এজন্য শলোমন বলিলেন, "এই জীবিত বালককে দ্বিখণ্ড করিয়া একজনকে অর্দ্ধেক, অন্য জনকেও অর্দ্ধেক দেও।" এই বিজ্ঞতাপূর্ণ বিচারাজ্ঞায় অভীপ্সিত ফল ফলিল, কারণ এতদ্দ্বারা প্রকৃত মাতাকে চিনিতে পারা গেল, সে কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, জীবিত বালকটীকে বধ করিবেন না, উহাকেই দিউন।

শলোমনের আধিপত্য আশ্চর্য্যরূপে বিস্তার এবং তাঁহার ঐশ্বর্য্যও অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। এই সকল, এবং তাঁহার বিজ্ঞতার কথা শুনিয়া সর্ব্বদেশ হইতে বিদেশীয় লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে আসিত। অন্যান্যের মধ্যে, শেবার রাণী তাঁহার যশের কথা শ্রবণ করিয়া বহুদূর হইতে স্বীয় কৌতূহল চরিতার্থ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে থাকিয়া যাহা২ শুনিয়াছিলেন, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়া মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, আর তাহাতে তিনি কোন ক্রমেই বঞ্চিত হন নাই। যিরূশালেমে তাঁহার নিকট কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া, তিনি পশ্চাদ্বর্ত্তী সিদ্ধান্তে উপনীত হন, "আমি আপন দেশে থাকিয়া আপনার বাক্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক যে কথা শুনিয়াছিলাম, তাহা সত্য ছিল। কিন্তু আমি যাবৎ আসিয়া আপন চক্ষুতে না দেখিলাম, তাবৎ সেই কথাতে আমার প্রত্যয় হইল না; তথাপি দেখুন, অর্দ্ধেকও আমাকে বলা হয় নাই; আমি যে বার্ত্তা শুনিয়াছিলাম, তাহা হইতে আপনকার বিজ্ঞান ও মঙ্গল অধিক।"

কিন্তু বোধ হয়, মন্দিরনির্ম্মাণই শলোমনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। আর ইহাতে তিনি কেবল যে আপনার দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা নহে, ঈশ্বরের সম্মানার্থে ঔৎসুক্যও প্রকাশ করিয়াছিলেন। পবিত্র ধর্ম্মধামটী এত বৃহৎ ও ব্যয়-সাপেক্ষ যে, তাহা সমাপ্ত করিতে আট বৎসর লাগিয়াছিল। আর তাহা সমাপ্ত হইলে পর, তাহার প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠার্থে একটী দিন স্থির করিয়া মহাসমারোহ পূর্ব্বক উৎসব করা হইয়াছিল। সেই দিন রাজা আপনাকে যেরূপ গৌরবান্বিত দেখাইয়াছিলেন, আর কখনও সেরূপ দেখান নাই। তিনি আপনার প্রজা-গণের মধ্যে জানু পাতিয়া বসিয়া স্বর্গের দিকে অঙ্গুলি বিস্তার করিয়া পবিত্র ধর্ম্মধাম এবং যাহারা তাহাতে উপাসনা করিবে, তাহাদের জন্য ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ যাচ্ঞা করিলেন।

এই সময়ে শলোমনের মহিমার চূড়ান্ত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বর-কর্তৃক সমাদৃত ও মনুষ্যগণের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজত্বের শেষভাগে, তিনি আত্মিক অবনতির সোপানে নিপতিত হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রীগণ তাঁহাকে বিপথগামী করিয়াছিল; তাহারা তাঁহাকে পাপের পথে লইয়া গিয়াছিল, ঈশ্বর-সেবা পরিত্যাগ করিয়া, বিগ্রহদিগের আরাধনা করিতে লওয়াইয়াছিল। "হায় হায়, সুবর্ণ কেমন মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। ও উত্তম সুবর্ণ কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছিল।" একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারা যায় যে, যে জ্ঞানের জনশ্রুতি পাইয়া কত লোক তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত ও বিস্ময়বিমুগ্ধ হইত, তাহা এখন কোথায়? তাঁহার ঈশ্বরভক্ত

পিতা তাঁহাকে যত্ন পূর্ব্বক যে ভক্তি শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা কোথায়? তিনি ঈশ্বরের জন্য যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার সম্মানার্থে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তাহা কোথায়? তাঁহার যৌবনকালে যে ঈশ্বরনিষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যাইত, তাহা কোথায়? আঃ, যেন বোধ হইতেছে, তৎসমস্তই বাহ্যানুষ্ঠানমাত্র, সমস্তই মিথ্যা; তাহা স্থির থাকিবে না। তাহা উজ্জ্বল বিদ্যুৎ-রশ্মির ন্যায়, ক্ষণকাল দেদীপ্যমান থাকিয়া, তৎপরে বিলীন হইয়া গেল।

বাহ্যতঃ প্রভুর সেবাকার্য্যে উদ্‌যোগী হওয়া, অথচ অন্তরে ঈশ্বরনিষ্ঠার গম্ভীরতা না থাকা কেমন সহজ! ঈশ্বরের বাহ্য মন্দিরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনে শলোমন যেরূপ যত্নবান হইয়াছিলেন, যদি আপনার হৃদয়রূপ আভ্যন্তরিক মন্দিরের বিষয়ে সেইরূপ যত্নবান হইতেন, তাহা হইলে তিনি এমন করিয়া পতিত হইতেন না। তিনি মন্দিরে যে সহস্র সহস্র বৃষ ও ছাগ আনিয়াছিলেন, তাহার পরিবর্ত্তে যদি তিনি নম্রতাসহকারে সদাপ্রভুর উদ্দেশে ভগ্ন ও চূর্ণ আত্মারূপ বলি উৎসর্গ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে মঙ্গল হইত।

কিন্তু শলোমনের কাহিনীতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, কোন ব্যক্তির মস্তিষ্কে বিস্তর বিজ্ঞতা থাকিতে পারে, অথচ অন্তরে অতি অল্প বা কোন প্রকৃত ধর্ম্মভাব না থাকিতেও পারে। সে জাগতিক বিষয় সম্বন্ধে বিজ্ঞ হইতে পারে, এবং ধর্ম্ম বিষয়ক তত্ত্ব সকল সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাত থাকিতেও পারে, অথচ যাঁহাকে জানাই "অনন্ত জীবন," তাঁহার সম্বন্ধে পরিত্রাণসাধক জ্ঞান না থাকিতেও পারে।

শলোমনের পরিণাম কিরূপ হইয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত হইতে নিতান্ত সমুৎসুক। তিনি কি পৌত্তলিক থাকিয়াই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, না পুনরায় ঈশ্বরের প্রেম ও অনুগ্রহ-ভাজন হইয়াছিলেন? আমরা শাস্ত্রে তাহা জ্ঞাত হই নাই; আর শাস্ত্রে যাহা বলা হয় নাই, আমরা তাহার মীমাংসা করিতে সক্ষম নহি। কিন্তু তিনি যে অনুতাপী হইয়া ঈশ্বরের নিকটে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এমন আশা করিবার কারণ আছে, আর আমরা তাহাই ভাবিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হই।

কিন্তু আমরা এখন শলোমনকে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণ-কালের জন্য এমন একজনের বিষয় আলোচনা করিতে যাই-তেছি, যিনি শলোমন অপেক্ষা বিজ্ঞ ও মহৎ ছিলেন। অবি-শ্বাসী যিহূদীদিগকে যীশু যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ;—"বিচারে দক্ষিণ দেশের রাণী এই কালের পুরুষদের সহিত উঠিয়া ইহাদিগকে দোষী করিবে, কেননা সে শলোমনের বিজ্ঞানোক্তি শুনিতে পৃথিবীর প্রান্ত হইতে আসিয়া-ছিল; কিন্তু দেখ, শলোমন হইতেও গুরুতর পাত্র এ স্থানে আছেন।"

যাঁহারা তাঁহার নিকটে আইসেন, তাঁহাতে বিশ্বাস করেন, তাঁহার প্রশংসা ও তাঁহাকে প্রেম করেন, তাঁহারাই ধন্য! যাঁহারা মরিয়মের ন্যায়, তাঁহার চরণপ্রান্তে উপবেশন করিয়া তাঁহার প্রজ্ঞার কথা শুনেন, তাঁহারাই ধন্য! হে ঈশ্বর, ত্রাণ-কর্ত্তার চরিত্রের সৌন্দর্য্য দেখিবার উপযোগী দর্শনশক্তি, এবং অনুভব করিবার উপযুক্ত হৃদয় আমাকে দেও।

এলিয়

বা

ঈশ্বরের নির্ভীক দাস।

যখন আমাদের চুল্লীর অগ্নি নির্ব্বাণপ্রায় হয়, এবং কদাচিৎ আলোর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আমরা কখন কখন সেই নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিরাশি পুনঃপ্রজ্বলিত করিতে চেষ্টা করি; আর তৎক্ষণাৎ তাহার অঙ্গার সকল উত্তাপে আবার ধক্‌ধক্ করিয়া উঠে, এবং অগ্নিশিখা পুনরায় ঊর্দ্ধগত হইতে থাকে।

ঈশ্বরের মণ্ডলী সম্বন্ধেও ঐরূপ। অনেক বার এমন সময় উপস্থিত হইয়াছে, যখন সত্য ধর্ম্মের জ্যোতিঃ অতিশয় নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা নির্ব্বাণোন্মুখ হইয়াছিল। আর তখন ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া আপনার দাসগণের একজন না একজনকে সেই নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিশিখা পুনঃপ্রজ্বলিত করিয়া, আবার সত্যের জ্যোতিঃ বিস্তার করিতে নিযুক্ত করিয়াছেন।

নোহ ইঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার সময়ে জগৎ উত্তরোত্তর দুষ্টতায় পরিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা অবিশ্বাসীদের বাসস্থান হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তিনি তাহাদের মধ্যে "ধর্ম্মপ্রচারক" ছিলেন, এবং তাহাদিগকে "আগামী

ক্রোধ হইতে পলায়ন” করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। মোশি আর একজন। যখন ইস্রায়েলীয়েরা মিসর দেশে বাস করিত, তখন তাহারা পৌত্তলিকদের আত্মা-বিনাশক পথে গতিবিধি করিতে শিক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু মোশি তাহাদিগকে একমাত্র সত্য ঈশ্বরের উপাসনাতে পুনরানয়ন করিয়াছিলেন। যোহন বাপ্তাইজকও একজন; তিনি তাঁহার স্বসময়ে লোকদিগকে অনুতাপ করিয়া খ্রীষ্টের নিকটে আসিতে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়াছিলেন। এলিয়ও এইরূপ একজন, আর আমি এক্ষণে তাঁহারই বিষয় বর্ণনা করিতে যাইতেছি।

ভাববাদী এলিয় ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সময়ে জীবনধারণ করিয়াছিলেন। এই রাজা ঈষেবল্ নাম্নী জনৈক অজ্ঞান সীদোনিয়া স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়াছিল, এবং এমন দুষ্ট ছিল যে, আপনার এই অজ্ঞান স্ত্রীর যাবতীয় পৌত্তলিক আচারব্যবহার ও অনুষ্ঠানাদি অবলম্বন করিয়াছিল। তাহার প্রজাগণও অনায়াসে আপনাদের রাজার কুদৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়াছিল।

একারণ ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে সংস্কারকার্য্য সম্পাদন করিয়া, তাহাদিগকে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ঈশ্বরের নিকটে পুনরানয়ন করণার্থে ঈশ্বর এলিয়কে বিশেষরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে যাহা শুনি, তাহা এই যে, ঈশ্বর তাঁহাকে আহাবের নিকটে গিয়া এই অশুভ সংবাদ ব্যক্ত করিতে আজ্ঞা করেন যে, দেশে দীর্ঘকালব্যাপী দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে।

এই সংবাদ শুনিয়া রাজা কি করিয়াছিলেন? তিনি কি সদাপ্রভুর বার্ত্তাবাহকের সমক্ষে নম্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন? তিনি কি আপনার ও তাঁহার প্রজাগণের পাপের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন? না, তাহা করেন নাই; তিনি ক্রোধে অধীন হইয়া তৎক্ষণাৎ এলিয়কে এবং দেশস্থ ঈশ্বরের অন্যান্য ভাববাদীগণকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু ঈশ্বর আপনার দাসের প্রাণরক্ষার্থে তাঁহার উপর হস্ত বিস্তার করিয়া রাখিয়াছিলেন; তবে কে তাঁহার অনিষ্ট করিতে পারে? যাঁহার অনুমতি বিনা একটী চটক পক্ষীরও পতন হইতে পারে না, তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছিলেন; সুতরাং তিনি নিরাপদ—আহাবের কোপানল হইতে, দুর্ভিক্ষজনিত দুঃখদুর্দ্দশা হইতে, নিরাপদ ছিলেন। তিনি এলিয়কে করীৎ নামক একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর নিকট গিয়া কিছুকাল তথায় লুকাইয়া থাকিতে আজ্ঞা করেন; সেইখানে তিনি নিরাপদে থাকিবেন; আর সেই স্থানে ঈশ্বর তাঁহার আহার যোগাইবার নিমিত্ত কাকদিগকে নিযুক্ত করেন। তৎপরে তিনি তাঁহাকে আরও দূরে, ইস্রায়েলের সীমান্ত-প্রদেশের বাহিরে কোন একটী স্থানে গমন করিয়া একজন দরিদ্রা বিধবার গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করিতে আদেশ করেন। এই স্ত্রীলোকটী বাস্তবিকই দরিদ্রা। সে নিজের ও আপনার সন্তানটীর ভরণপোষণ করিতে নিতান্ত অশক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার খাদ্য সামগ্রী প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, আর এই সময়ে তাহার কেবলমাত্র একমুষ্টি ময়দা ও ভাণ্ডে যৎকিঞ্চিৎ তৈল ছিল। কিন্তু কোন আপত্তি না করিয়া ভাববাদী সেই-

থানে গেলেন, কারণ সদাপ্রভু তাঁহাকে আজ্ঞা করিয়াছেন, আর তাহাই যথেষ্ট।

এইরূপে তিন বৎসরের অধিককাল গত হইয়া গিয়াছিল। এই তিন বৎসর ইস্রায়েলীয়দের দুঃখদুর্দশার একশেষ হইয়াছিল। এই সময়ের মধ্যে ইস্রায়েলের দেশে একবিন্দুও বারিপাত হয় নাই। শুষ্ক ও তৃষিত ভূমি জলাভাবে ফাটিয়া যাওয়ায় দেশটী উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল।

দেশের মধ্যে কোন স্থানে তৃণাদি আছে কিনা, তাহা দেখিবার জন্য, আহাব্ আপনার দাসদিগকে চারিদিকে পাঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। এমন কি, তিনি আপনার রাজভবন পরিত্যাগ করিয়া নিজেই অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন; আর যখন তিনি এই কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তখন এলিয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। যে পরমশত্রু বহুদিন ধরিয়া তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টায় ছিল, কেমন করিয়া তিনি তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে সাহস করিয়াছিলেন? আহাবের হস্তে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করা কি তাঁহার পক্ষে সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছিল? সদাপ্রভু যে ঐরূপ করিতে বলিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট; তাঁহার আজ্ঞাই যথেষ্ট; তাহা অবশ্যই পালন করিতে হইবে।

অতএব এলিয় আর একবার আহাবের সম্মুখে উপস্থিত হন, এবং উক্ত গর্ব্বিত রাজা তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া এই কথা বলেন;—"হে ইস্রায়েলের কণ্টক, তুমি কি আইলা?" তুমি দেখিতেছ, তাঁহার নিজের দোষেই যে ঈশ্বর এই গুরুতর দণ্ড দিয়াছেন, তাহা না বুঝিয়া, তিনি এলিয়ের উপরেই দোষারোপ

করেন। কিন্তু ঈশ্বরের দাস তাঁহাকে নির্ভীকের ন্যায় এইরূপ অনুযোগ করেন; "আমি ইস্রায়েলের কণ্টক নহি; কিন্তু তুমি ও তোমার পিতৃকুল তাহার কণ্টক হইয়াছ, কেননা তোমরা সদাপ্রভুর আজ্ঞা সকল ত্যাগ করিয়াছ, এবং তুমি বাল দেবগণের অনুগামী হইয়াছ।"

এলিয় যে ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তিনিই যে একমাত্র সত্য ঈশ্বর, তাহা প্রমাণ করণার্থে, তিনি এক্ষণে আহাবের নিকটে একটী প্রস্তাব করিলেন। প্রস্তাবটী এই যে, আহাব বালদেবের সমস্ত ভাববাদীগণকে (চারি শত পঞ্চাশ জন) কর্ম্মিল পর্ব্বতে একত্রিত হইতে আহ্বান করুন, আর সেইখানে এ বিষয়ের মীমাংসা হউক।

প্রথমতঃ উভয় পক্ষকেই এক একটী বৃষ বলিদান করিতে হইবে; তৎপরে এইরূপ প্রার্থনা করা হইবে যে, যেন স্বর্গ হইতে অগ্নি বর্ষিত হইয়া উক্ত বলিদানের পশু ভস্মীভূত হয়। যে ঈশ্বর অগ্নিবর্ষণ করিয়া প্রার্থনার উত্তর দিবেন, তাঁহাকেই সত্য ঈশ্বর বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিতে হইবে। ইহা দুঃসাহসের কার্য্য বটে, কিন্তু সম্ভবতঃ সদাপ্রভু পূর্ব্বেই ইষ্টসিদ্ধির বিষয়ে এলিয়কে আশ্বাস দিয়াছিলেন।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বালের ভাববাদীগণের সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা আপনাদের বলিদানের পশু লইয়া বেদির উপরে রাখিল, এবং বেলা নয়টা হইতে তিনটা পর্য্যন্ত বালকে ডাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিল; কিন্তু সে তাহাদের প্রার্থনার কোন উত্তরই দিল না। তৎপরে এলিয়ের পালা উপস্থিত হইল। তিনি বেদির উপরে কাষ্ঠ সাজাইয়া, তদুপরি জাবা

জালা জল ঢালিয়া দিতে আজ্ঞা করিলেন; ইহার উদ্দেশ্য এই যে, এ কার্য্যে যে কোনরূপ মিথ্যা-প্রবঞ্চনার লেশমাত্র নাই, তাহা যেন তাহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারে। তদনন্তর তিনি গম্ভীরভাবে ও আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। ক্ষণকাল সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। কিন্তু পর-ক্ষণেই স্বর্গ হইতে অগ্নিবৃষ্টি হইয়া, বলিদানের পশু এবং বেদি-স্থিত সমস্তই ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

বাঃ, কি জয়! বালের উপাসকগণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। ক্ষণকালমধ্যে সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল, "সদাপ্রভুই ঈশ্বর, সদাপ্রভুই ঈশ্বর!" তৎপরে ঈশ্বরের স্পষ্ট আজ্ঞানুসারে (দ্বিঃ বিঃ ১৩; ৫,) ভাক্ত ভাববাদীগণের সকলকেই বধ করা হইল।

এইরূপে ঈশ্বরের এই দাস, কিছুকালের জন্য প্রচলিত পৌত্তলিকতার স্রোত নিবারণ করিয়া ইস্রায়েলের ঈশ্বরের উপা-সনা পুনঃপ্রচলিত করেন।

এলিয় কেমন সাহসী ও নির্ভীক! ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, সুতরাং তিনি রাজার কোপানলের ভয় করেন নাই। তিনি নিজে দুর্ব্বল ছিলেন—আমরা যেমন দুর্ব্বল, ঠিক তেমনি দুর্ব্বল, কিন্তু তিনি সদাপ্রভুতেই বলবান ছিলেন। আমাদেরও যেন ঐরূপ পবিত্র সাহস থাকে, এবং আমরা যেন কখন খ্রীষ্টের বিষয়ে, কিম্বা তাঁহার কার্য্যে লজ্জিত না হই।

ঈশ্বরের আজ্ঞাপালন এবং তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে এলিয় কেমন তৎপর! সদাপ্রভু আজ্ঞা করিলেন, "করীৎ স্রোতোমার্গে লুকাইয়া থাক," এই কথা শুনিয়া ক্ষণমাত্র দ্বিধা না

করিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ গমন করিলেন। তিনি আবার আজ্ঞা করিলেন, "সারিফতে যাইয়া সেখানে বাস কর;" তাহাতে তিনি রক্তমাংসের সহিত পরামর্শ না করিয়া অবিলম্বে গমন করিলেন। "তুমি যাইয়া আহাবকে দর্শন দেও;" ইহাই যথেষ্ট; ঈশ্বর তাঁহাকে পাঠাইতেছেন, তিনি গমন করিতে কুণ্ঠিত হইবেন কেন? ঈশ্বরের দাস্যকর্ম্মই যে প্রকৃত স্বাধীনতা, যাঁহারা তাহা জানেন, এবং সতত এই কথা বলিতে প্রস্তুত আছেন, "হে প্রভো, এই আমি, আমাকে পাঠাউন," তাঁহারাই সুখী।

তিনি কেমন দৃঢ়বিশ্বাস ও ব্যগ্রতা-সহকারে প্রার্থনা করিতেছেন! ঐ দেখ, তিনি পৌত্তলিকদের মধ্যে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি একটীমাত্র প্রার্থনার উপরে সমস্তই নির্ভর করাইতে সাহস করিতেছেন; ইহা হইতে তিনি বিস্তর আশা করিতেছেন এবং বিস্তর প্রাপ্তও হইতেছেন। আঃ! যদি আমাদের আরও বিশ্বাস, ঈশ্বরের উপর অকপট ভরসা থাকিত, তবে ঈশ্বর আমাদিগকে আরও অধিক পরিমাণে আশীর্ব্বাদ করিতেন, এবং আরও প্রচুররূপে দান করিতেন।

এলিয়ের পরিণামও অতি গৌরবজনক হইয়াছিল। ঈশ্বর হনোককে যেমন সম্মানিত করিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহাকেও করিয়াছিলেন। তাঁহাকে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় নাই। না মরিয়া তিনি স্বশরীরে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সদাপ্রভু একখানি অগ্নিরথ পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহাকে আপনার নিকটে, আপনার নিত্যস্থায়ী রাজ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

আর আমাদের পরিণামই বা কিরূপ হইবে? যদি আমরা প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান হই, তবে আমাদেরও পরিণাম কম গৌরবান্বিত

হইবে না। আমাদের দেহের পীড়া হইয়া মৃত্যু হইতে পারে। আমাদের এই "মৃণ্ময় তাম্বু" পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে পারি। কিন্তু আমাদের আত্মা, আমাদের প্রকৃতির উৎকৃষ্ট অংশটী চিরকালই জীবিত থাকিবে; তাহার কখন মৃত্যু হইবে না। খ্রীষ্ট উহাকে অনন্তজীবন দান করিয়াছেন। আর তাঁহার আশ্বাসদায়ক অঙ্গীকার এই ;—"আমিই পুনরুত্থান ও জীবন। যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে।" প্রত্যেক প্রকৃত বিশ্বাসী এই মহাসত্যের উপর নির্ভর করিতে পারেন, এবং আপনার মৃত্যুর বিষয় ভাবিয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে বলিতে পারেন, "হে মৃত্যো, তোমার হুল কোথায়? হে পাতাল, তোমার জয় কোথায়?"

ইলীশায়

বা

সুযোগ্য উত্তরাধিকারী।

এলিয় ইস্রায়েল লোকদের মধ্যে যে মহাকার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা সাধন করণার্থে, তিনি ইলীশায়কেই বিশেষরূপে মনোনীত করেন। তাহাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে, তিনি অনেক করিয়াছিলেন, কিন্তু তখনও আরো অনেক বিষয় সংশোধন করিতে অবশিষ্ট ছিল; আর তাহা করিবার ভারগ্রহণ করণার্থে তিনি ইলীশায়কেই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত লোক বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন।

এলিয় তাঁহাকে ক্ষেত্রে হালসহ দেখিতে পাইয়াছিলেন; কারণ তিনি কৃষক ছিলেন ও ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য করিতেছিলেন। অতএব ইলীশায়ের নিকট দিয়া গমন করিবার সময়, তিনি আপনার শালখানি তাঁহার গাত্রোপরে নিক্ষেপ করিলেন। ইহাতেই তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার উপর কোন গুরুতর কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইল। এইরূপে আহূত হওয়ায়, তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার হাল-বলদ পরিত্যাগ করিয়া ভাববাদীর অনুগমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তথাপি তিনি

প্রথমে আপনার পিতামাতার কাছে গিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায়গ্রহণ করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন। আর এ কার্য্য শেষ হইলে পর, তিনি এলিয়ের নিকটে আসিয়া তাঁহার পরিচারক হইলেন।

আমরা পরবর্ত্তী দশ বৎসরের কোন বিবরণই দেখিতে পাই না। ইলীশায় নিঃসন্দেহেই, বিশ্বস্তরূপে আপনার প্রভুর অনুগমন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার নিজের আত্মার ও তাঁহার সম্মুখে যে কার্য্য ছিল তাহার, এতদুভয় সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে অনেক বিষয় শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আর এক্ষণে জগৎ হইতে এলিয়ের প্রস্থানের সময় উপস্থিত হইল। তিনি যিরীহোতে গমন করিয়া, তৎপরে যর্দ্দন পার হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইলীশায় যেন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইবে; সেই জন্য, যতক্ষণ সম্ভব, তিনি তাঁহার সঙ্গে থাকিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন; বাস্তবিক, তিনি তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে স্পষ্টই অস্বীকার করিলেন। যেমন আমরা কোন মুমূর্ষু বন্ধুর মায়ায় বদ্ধ হইয়া স্নেহ পূর্ব্বক তাহার শয্যাপার্শ্বে অপেক্ষা করিয়া থাকি, এবং যে ওষ্ঠাধর শীঘ্রই নির্ব্বাক হইয়া যাইবে, তন্নিঃসৃত প্রতিকথা মনোযোগ-সহকারে শ্রবণ করিতে অভিলাষী হই, ঠিক তেমনি ইলীশায় তাঁহার প্রিয়তম গুরুর সঙ্গে সঙ্গেই থাকিলেন। গমনকালে পথে তাঁহারা যে কথোপকথন করিয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়ই সুখকর হইয়াছিল; আর এই শেষযাত্রার সময় যখন তাঁহারা দুইজনে কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের মন যেমন উত্তপ্ত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ আর কখন তেমন হয়

নাই। বোধ হয়, তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনি আসন্ন প্রয়াণের কথা, এবং একটী উৎকৃষ্টতর জগতে তাঁহাদের পুনরায় সাক্ষাৎ হওয়ার বিষয় বলিয়াছিলেন; আর হয় তো তাঁহার এই ভ্রাতাকে তাঁহার ভবিষ্যৎ আচরণ সম্বন্ধে অনেক নিষ্ঠাবর্দ্ধক সৎপরামর্শও দিয়াছিলেন।

ইলীশায়ের কোন বিশেষ অনুরোধ আছে কি না, এলিয় অবিলম্বে তাঁহাকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন, "আপনার আত্মার দুই অংশ আমাতে বর্ত্তুক, এই আমার প্রার্থনা।" তাঁহার নিজের দুর্ব্বলতা, এবং তাঁহার সম্মুখে যে কার্য্য ছিল, তাহার গুরুত্বের বিষয় জ্ঞাত থাকায়, তিনি এলিয়ের ন্যায় আত্মিক গুণরাজির, এবং তাহা আরও অধিক পরিমাণে, বাস্তবিকই প্রার্থী হইতে পারিতেন। তাঁহার কার্য্যটী যে গুরুতর, তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন, আর সেই জন্য তাঁহার আরও ঈশ্বরানুগ্রহের আবশ্যক ছিল। তাঁহার এই অনুরোধ-বাক্য শ্রবণান্তে, ঈশ্বরের দাস এলিয় স্বর্গে নীত হন; অপর, স্বর্গারোহণ করিবার সময়, তিনি ইলীশায়ের প্রার্থনার উত্তরস্বরূপে আপনার শালখানি তাঁহার গাত্রের উপরে নিক্ষেপ করিলেন।

ইলীশায় এক্ষণে একাকী রহিলেন; এবং তাঁহার স্বর্গগত বন্ধুর শালখানি লইয়া তিনি যর্দ্দন নদী পার হইলেন; তৎকালে নদীর জল বিভাগ হওয়ায়, তাঁহার জন্য একটী পথ হইল; অপর, সদাপ্রভু যে তাঁহার সহবর্ত্তী আছেন, এই শালখানিকে তিনি তাহার বাহ্য চিহ্ন-স্বরূপ বিবেচনা করিলেন। তাঁহার শিষ্যগণ তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারিলেন যে, যিনি এলিয়ের ঈশ্বর,

তিনিই ইলীশায়ের ঈশ্বর; সুতরাং তাঁহারা অবিলম্বে তাঁহাকে আপনাদের গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন।

তদবধি এলিয়ের ন্যায়, তাঁহাকেও অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল। তাঁহার কথায় যিরীহোর জল শোধিত হইয়াছিল। ইহার কিঞ্চিৎ পরে, কতকগুলি ক্ষুদ্র বালক তাঁহাকে বিদ্রূপ করায়, দুইটী বন্য পশুতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বধ করিল; বস্তুতঃ, ঈশ্বরকে অবজ্ঞা না করিয়া আমরা যে তাঁহার দাসদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি না, এবং তাঁহার ক্রোধের ভাজন না হইয়া আমরা যে তাঁহাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে পারি না, যেন তাহা স্পষ্টরূপে দেখাইবার জন্যই উক্ত বালকগণকে এইরূপ দণ্ড দেওয়া হইল।

অতঃপর একজন দরিদ্রা দুঃখিনী বিধবা তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি তাহার দুঃখমোচন করেন। তাহার এক থালি তৈল ব্যতীত আর কিছুই ছিল না; কিন্তু তিনি তাহা এমন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন যে, তাহাতেই সে আপনার ঋণ-পরিশোধ করিয়া, তাহার পুত্রগণকে দাসত্বের হস্ত হইতে রক্ষা, ও আপনার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিতে সক্ষম হইল।

স্থানান্তরে যাত্রাকালে, একদা শূনেম্ নামক স্থানের জনৈক ভক্তিমতী ধনবতী স্ত্রীলোক তাঁহাকে সাদরে আপনার গৃহে গ্রহণ করেন। ঈদৃশ অতিথির পদধূলি তাঁহার বাটীতে পড়ায়, তিনি এতদূর কৃতজ্ঞ হওয়াছিলেন যে, ইলীশায়ের বাসার্থে তিনি আপনার বাটীতে একটি ঘর দিয়াছিলেন; আর ঈশ্বর তাঁহাকে পশ্চাদ্বর্ত্তী অঙ্গীকারানুসারে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন;—"যে

কেহ ধার্ম্মিক বলিয়া ধার্ম্মিককে গ্রাহ্য করে, সে ধার্ম্মিকের পুরস্কার পাইবে।" কিন্তু ঈশ্বর এই নারীকে যে বর দিয়াছিলেন, তাহাতে একটি গুরুতর পরীক্ষাও সংযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি যে একমাত্র পুত্রসন্তান-লাভ করিয়া এত আনন্দিত হইয়াছিলেন, সহসা তাহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু তাঁহার এই ভীষণ শোকের সময়, তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর যাহা করিয়াছেন, তাহা ভালই করিয়াছেন। সেই জন্য তিনি কাঁদিতে কাঁদিতেও বলিতে পারিয়াছিলেন যে, "মঙ্গল হইবে।" তিনি ইলীশায়ের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তে উপকার-লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও শিক্ষা করিয়াছিলেন যে, "সন্ধ্যাকালে রোদন অতিথিরূপে আইসে, কিন্তু প্রাতঃকালে আনন্দ গান হয়।" হাঁ, তাহাই বটে, তিনি পুনরায় সুখসাগরে ভাসমান হইয়াছিলেন। ঈশ্বর যে বর কিছুকালের নিমিত্তে কাড়িয়া লওয়া উপযুক্ত বোধ করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করার জন্য, তাঁহার আবার আনন্দ করিবার ও ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিবার কারণ হইয়াছিল; কেননা তিনি তাঁহাকে তাঁহার প্রিয়তম পুত্রকে পুনর্ব্বার দান করিয়াছিলেন।

ইলীশায়ের গৃহে নামানের আগমন, তাঁহার জীবনের একটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা। এই ব্যক্তি সুরীয়দের সৈন্যদলের একজন বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। এ জগতে লোকে যাহাকে বড় লোক বলে, তদনুসারে তিনি একজন বড় লোক ছিলেন; কিন্তু তিনি বড় দুঃখীও ছিলেন, কারণ তাঁহার কুষ্ঠরোগ ছিল, আর ইহা অতি ভয়ানক ও দুশ্চিকিৎস্য পীড়া। তিনি আপনার এই দুঃখ দূর করিবার মানসে ইস্রায়েলের মহান

ভাববাদীর নিকটে যাইতে ইচ্ছা করিলেন; এবং তাঁহার গমনের পূর্ব্বে, একজন দূত পাঠাইয়া দিয়া, তিনি মহাজাঁকজমক ও আড়ম্বর পূর্ব্বক ভাববাদীর বাটিতে উপস্থিত হইলেন। ইলীশায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়াই, তাঁহাকে যর্দ্দন নদীতে যাইয়া স্নান করিতে বলিলেন। এই কথা শুনিয়া উক্ত অহঙ্কারী সুরীয় অসন্তুষ্ট হইলেন। রোগ-প্রতীকারের উপায়টী এতই সামান্য বোধ হইল যে, তিনি তাহা তুচ্ছজ্ঞান করিলেন। তিনি ভাববাদীর নিকট হইতে অধিকতর সম্মানের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন; সুতরাং তিনি ক্রোধভরে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু তাঁহার দাসগণ তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলে পর, তিনি যর্দ্দনে প্রতিগমন পূর্ব্বক ভাববাদীর আদিষ্ট উপায়টী পরীক্ষা করিয়া দেখিতে সম্মত হইলেন, এবং স্নান করিবামাত্র আরোগ্য-লাভ করিলেন।

"স্নান কর, তাহাতে.........তুমি শুচি হইবা," ইহা নামানের পক্ষে বাস্তবিকই একটী সামান্য উপায়; আর আমাদের রোগ-প্রতীকারের উপায়টীও ঐরূপ। হয় তো তুমি বলিবে, আমাদের কোন কুষ্ঠরোগ নাই। একথা সত্য নহে; আমাদেরও আছে; আমাদের অন্তরে একটা কুষ্ঠরোগ আছে; আর যাহারা তাহা জানে, তাহারাই ভাগ্যবান। "আমাদের অন্তরে যে কোন সুস্থতা নাই," ইহা দেখিতে পাইলে সৌভাগ্যের বিষয় বটে। অধিকন্তু, যিনি আমাদিগকে আপনার বহুমূল্য রক্তে ধৌত করিয়া, আমাদের আত্মার সমস্ত পাপকলুষ দূর করিতে সক্ষম, যদি আমরা তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহার আশ্রয় লইতে তৎপর হইয়া থাকি, তবে তাহা আরও সৌভাগ্যের বিষয় বটে।

আমাদের যর্দ্দনে যাইবার আবশ্যক নাই। সে উৎস আমাদের নিকটেই আছে। খ্রীষ্ট আমাদের নিকটবর্ত্তী থাকিয়া, প্রতিদিন আমাদের প্রত্যেককেই বলিতেছেন, "তুমি কি সুস্থ হইতে ইচ্ছা কর?"

ইলীশায়ের পরিণাম এলিয়ের পরিণামের ন্যায় গৌরবান্বিত হয় নাই। না, তাঁহাকে অন্যান্যের ন্যায় মরিতে হইয়াছিল; তাঁহাকে পতিত মানবপ্রকৃতির ঋণ-পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাকে পীড়াক্রান্ত হইয়া দুর্ব্বল হইতে হইয়াছিল, তাঁহার দেহের প্রাণবায়ু বহির্গত ও তাহা কবরে শায়িত হইয়া পূতিত্বে পরিণত হইয়াছিল। যখন তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন রাজা যোয়াশ তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি একজন অসৎ রাজা হইলেও ভাববাদীর মৃত্যুকালে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন।

আর এখন এলিয় ও ইলীশায় উভয়েই একটী পরম সুখময় জগতে আছেন। সেইখানে বন্ধুদ্বয় পুনরায় মিলিত হইয়াছেন, আর কখনও তাঁহাদের বিচ্ছেদ হইবে না। তথায় প্রভু ও দাস একত্র আছেন। বস্তুতঃ, যাঁহারা এখানে একই ত্রাণকর্ত্তাকে প্রেম করেন, তাঁহারা যে, তাঁহার স্বর্গীয় রাজ্যে পার্শ্বাপার্শ্বি হইয়া তাঁহার সেবা করিবেন, ইহা চিন্তা করিলে হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হয়। যাঁহারা খ্রীষ্টের প্রজা, তাঁহারা সকলে একই শান্তিময় আবাসে বাস করিবেন। "স্বর্গস্থ যে এক পরিবারের" জন্য, তাঁহাদের পিতার "গৃহে," অনুগ্রহ

পূর্ব্বক "অনেক বাসা" প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাঁহারা তাহাতে গিয়া মিলিত হইবেন।

পাঠক, যেন তুমি ও আমি, আমরা সকলেই আমাদের প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি, এবং যে সকল পরমধন্য, পরমসুখী লোকেরা তাঁহার সহিত চিরকাল তাঁহার উর্দ্ধলোকস্থ গৃহে বাস করিবেন, যেন আমরা তাঁহাদের মধ্যে গণিত হই!

যোনাহ

বা

শুষ্কীভূত এরণ্ড বৃক্ষ

যে সকল লোকের জীবন-কাহিনী পাঠ করিয়া আমাদের মনে কিছু কিছু গোলযোগ উপস্থিত হয়, বিলিয়ম ও শিম্‌শোনের ন্যায়, যোনাহের জীবন-কাহিনীও তন্মধ্যে একটী। তিনি কি এমন একজন সৎ লোক, যিনি "অপরাধ করিতে ধরা পড়িয়াছিলেন," অর্থাৎ সহসা একটা দোষ করিয়া ফেলিয়াছিলেন; অথবা তিনি কি সম্পূর্ণ অসৎ লোক ছিলেন? রাজাবলির গ্রন্থে তাঁহাকে "ঈশ্বরের দাস" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু নবূখদনিৎসরকেও ঈশ্বরের দাস বলা হইয়াছে, আর ইহাতে এইমাত্র বুঝাইতে পারে যে, একটী বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনার্থে, তিনি ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আমরা ফল দেখিয়াই বৃক্ষের দোষগুণ বিচার করিয়া থাকি; অতএব যোনাহের বহিরাচরণ দেখিয়াই তাঁহার চরিত্রের দোষগুণ বিচার করিব।

যোনাহ একজন যিহূদী ভাববাদী ছিলেন; তিনি ইস্রায়েলের দেশেই বাস করিতেন। সদাপ্রভু তাঁহাকে নীনবী নগরে যাত্রা করিতে আজ্ঞা করেন। উক্ত নগরের অধিবাসী-

গণের আচরণে ঈশ্বর মহারুষ্ট ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাহার দুষ্টতা বাড়িয়া আমার সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়াছে।" তথায় গমন করিয়া তাহার অধিবাসীদের পাপের বিপক্ষে ঘোষণা করিতে, এবং তাহাদের যে অচিরে গুরুতর দণ্ডভোগ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিতে, ঈশ্বর তাঁহাকে আদেশ করেন।

কিন্তু যোনাহ্ এ সংবাদ লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন নাই। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "যদি উহার অধিবাসীরা অনুতাপ করিয়া, সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করে, তাহা হইলে, তিনি এমন কৃপাময় ও ক্ষমাশীল যে, নিঃসন্দেহেই তাহাদের পাপক্ষমা করিবেন ও তাহাদিগকে কোনরূপ দণ্ড দিবেন না। তাহাতে আমি মিথ্যাবাদী হইব, এবং তাহারা আমাকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করিবে।"

এজন্য তিনি তথায় গমন করিতে অস্বীকার করেন; এবং আদম যেমন "উদ্যানস্থ বৃক্ষগণের মধ্যে লুকাইতে" চেষ্টা করিয়াছিলেন, তেমনি তিনিও "সদাপ্রভুর সাক্ষাৎ হইতে পলায়ন করিতে চেষ্টা করেন। তিনি সত্বরই যাফো নামে যিহুদীদের একটী বন্দরে উপস্থিত হন, এবং তথায় তর্শীশে গমনোদ্যত একখানি জাহাজ দেখিতে পাইয়া ভাড়া দিয়া, সেই জাহাজে আরোহণ করেন।

কিন্তু তিনি কি ঈশ্বরের নিকট হইতে পলায়ন করিতে পারেন? না, তাহা অসম্ভব। গীতরচক বলেন, "আমি তোমার আত্মা হইতে কোথায় যাইব? ও তোমার সাক্ষাৎ হইতে কোথায় পলায়ন করিব? যদি অরুণের পক্ষ অবলম্বন

পূর্ব্বক সমুদ্রের পরপ্রান্তে গিয়া বাস করি, তবে সেখানেও তোমার হস্ত আমাকে চালাইবে, এবং তোমার দক্ষিণ হস্ত আমাকে ধরিবে।” আর এই অনাজ্ঞাবহ ভাববাদী বিপদে পড়িয়া শীঘ্রই দেখিতে পাইলেন যে, তিনি বড়ই অকার্য্য করিয়াছেন।

যাফো হইতে প্রস্থান করার কিঞ্চিৎ পরেই, একটা প্রচণ্ড ঝটিকা উত্থিত, এবং জাহাজখানি ভাঙ্গিয়া যাইবার উপক্রম হইল। তাহাতে জাহাজের নাবিকেরা মহাভীত হইয়া পড়িল। তাহাদের মনে এইরূপ দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঈশ্বরের অসন্তোষই ইহার কারণ, এবং জাহাজস্থ কোন ব্যক্তি তাঁহার অসন্তোষ উৎপাদন করিয়াছে। এই ধারণায় তাহারা পরস্প-রের মুখাবলোকন করিতে লাগিল; অবশেষে যে বিদেশীয় লোকটী তাহাদের জাহাজে উঠিয়াছে, তাহারই উপরে তাহাদের সন্দেহ হইল। সে কে? কোথা হইতে আসিয়াছে? তাহার কার্য্য কি? তাহারা এইরূপ ভাবিতে লাগিল।

এদিকে, যোনাহ ত্বরিতগতিতে পলায়ন করিয়া আসায়, পথশ্রান্তে ক্লান্ত হইয়া নিদ্রায় অভিভূত আছেন। তাহাতে তাহারা তাঁহাকে জাগরিত করিয়া, তাঁহার আত্ম-বিবরণ জিজ্ঞাসা করে। তখন তাঁহার অনাজ্ঞাবহতার বিষয় সমস্তই প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল যে, তাঁহারই দোষে তাহাদের এই বিপদ ঘটিয়াছে।

এখন কি কর্ত্তব্য? সকলেই কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিল; তাহাতে যোনাহ মহাচেতা লোকের ন্যায় আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিয়া অন্যান্যের প্রাণরক্ষা করিবার প্রস্তাব করিলেন।

তিনি তাহাদিগকে কহিলেন, "আমাকে ধরিয়া সমুদ্রে ফেলিয়া দেও, তাহাতে সমুদ্র তোমাদের প্রতি ক্ষান্ত হইবে; কেননা আমি জানি, আমারই দোষে তোমাদের উপরে এই মহাঝড় উপস্থিত হইল।"

জীবন অপেক্ষা প্রিয় যে আর কিছুই নাই, ইহা জানাতে, নাবিকগণ যোনাহের প্রাণরক্ষা করিতে সমুৎসুক হইল; এবং প্রাণপণে দাঁড় বাহিয়া জাহাজখানি কূলে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল; কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইল; তাহাতে তাহারা অবশেষে তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়া, তাঁহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল, এবং মনে মনে ভাবিল, জলমগ্ন হইয়া তিনি শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিবেন।

কিন্তু সদাপ্রভু কৃপাময় এবং স্নেহশীল, এমন কি, অতি পাপিষ্ঠদের প্রতিও ঐরূপ। সমুদ্রে নিধনপ্রাপ্ত না হইয়া, বরং যোনাহের প্রাণরক্ষা হইল। তিনি সমুদ্রাভ্যন্তরেই একটী আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার প্রাণরক্ষার্থে ঈশ্বর একটী প্রকাণ্ড মৎস্য পাঠাইয়া দিলেন; আর সেই মৎস্যের উদর-মধ্যে তাঁহার জীবন আশ্চর্য্যরূপে রক্ষিত হইল।

তৃতীয় দিবসে তিনি নিরাপদে সমুদ্রতীরে আনীত ও উদ্গীরিত হইলেন। আর, যদি তিনি পূর্ব্বে কখনও কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকেন, তবে তৎকালে অবশ্যই হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহার উদ্ধারার্থে একটী বিশেষ অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল।

অতঃপর, সদাপ্রভু পুনরায় নীনবীর নামোল্লেখ করিয়া, যোনাহকে তথায় গমন পূর্ব্বক তাঁহার দেয় সংবাদটী অর্পণ

করিতে আজ্ঞা করেন। এবার আর তিনি অস্বীকার করিতে সাহসী হন নাই। তিনি এমন গুরুতর দণ্ডভোগ করিয়াছেন যে, পুনর্ব্বার সদাপ্রভুর আজ্ঞা অমান্য করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। অতএব তিনি নীনবী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। আর সেই দুষ্ট মহানগরে প্রবেশ করিতে করিতে তিনি উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিলেন, "আর চল্লিশ দিন গতে নীনবী উৎপাটিত হইবে।"

এই কথা শুনিয়া নগরের লোকেরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল! তাহারা স্বর্গ-প্রেরিত প্রচারকের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইল। তাঁহার কথায় মনোযোগ দিল। তাহা যেন পরকাল হইতে আগত সংবাদের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহারা ত্রাসে অভিভূত হইল। অসতর্ক, নিশ্চিন্ত লোকেরা সাবধান ও চিন্তাশীল হইয়া উঠিল! ধর্ম্মনিন্দকেরা নীরব হইয়া রহিল। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাংসারিকমনা, তাহারা পর্য্যন্ত ভয়ে কম্পমান হইল। সমস্ত নগরের লোককে উপবাস করিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল। রাজা আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া, চট পরিধান করিলেন। উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিল। তাহারা যোনাহের কথায় বিশ্বাস করিল। তাহারা "আগামী ক্রোধ হইতে পলায়ন করিতে" ইচ্ছুক হইল।

আঃ, বিপদকালে লোকে সদাপ্রভুর প্রতি প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কেমন প্রস্তুত! যখন মনুষ্য ক্ষণকালের জন্যও আপনার অধর্ম্মপাপের অস্ত্রাবলি পরিত্যাগ করে, তখন ঈশ্বর আপনার উত্তোলিত হস্ত নিবৃত্ত করিতে কত সমুৎসুক! বস্তুতঃ,

তিনি আঘাত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, এবং অনুতাপের তিল-মাত্র লক্ষণ দেখিলেই পাপীকে সাদরে গ্রহণ করিতে তৎপর। নীনবীর এই সকল পাপীর প্রতি তিনি এইরূপ আচরণ করিয়াছিলেন। তিনি তাহাদের দুঃখে দয়া করিলেন, তাহাদের রোদন-ধ্বনি শুনিলেন, এবং তাহাদের নগরটী নষ্ট করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

কিন্তু যোনাহ কোথায়? তিনি কি পথে পথে বেড়াইয়া অনু-তাপীদিগকে উৎসাহ দিতেছেন, এবং কাহার নিকটে দয়া পাওয়া যায়, তাহা কি তাহাদিগকে দেখাইয়া দিতেছেন? তিনি কি ঈশ্বরের প্রকৃত দাসের ন্যায়, তাহাদের আত্মার মঙ্গল-কামনা করিতেছেন, এবং যাহাতে তাহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়, তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন? আঃ! তাহা নহে, তিনি নগরের বাহিরে বসিয়া কেবল আপনার বিষয়ই চিন্তা করিতেছেন। লোকদের অনুতাপ দেখিয়া, তিনি প্রকৃত পক্ষেই অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সেই জন্য, তিনি কি বলেন, তাহা শুন;—"হে সদা-প্রভো, বিনতি করি, আমি স্বদেশে থাকিতে কি তাহাই বলি নাই? সেই কারণ ত্বরা করিয়া তর্শীশে পলাইতে যাত্রা করিয়াছিলাম; কেননা তুমি কৃপাময় ও স্নেহশীল ঈশ্বর, ক্রোধে ধীর ও দয়াতে মহান্, এবং অমঙ্গলের বিষয়ে অনুশোচনাকারী, তাহা আমি জ্ঞাত ছিলাম।" তাঁহার নিজের কথা ব্যর্থ না হইয়া, বরং সমগ্র নগরটী যে উচ্ছিন্ন হয়, ইহা তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা না হওয়ায়, তিনি নৈরাশ্যসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। জীবনে তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল, আর তজ্জন্যই তিনি মৃত্যুর কামনা করিতেছিলেন। তথাপি ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার সহিত তর্কবিতর্ক করিতেছেন;

"তুমি ক্রোধ করিয়া কি ভাল করিতেছ ?" কিন্তু তিনি বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক উত্তর করিলেন ; "মরণ পর্য্যন্ত আমার ক্রোধ করা ভাল।"

তৎপরে সদাপ্রভু তাঁহার সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিলেন। তিনি সহসা একটী এরণ্ড বৃক্ষ উৎপন্ন করিলেন, এবং তাহার ছায়াতে ভাববাদী প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ নিবারণের আশ্রয়-প্রাপ্ত হইলেন। তাহাতে তিনি ক্ষণকাল সেই এরণ্ড বৃক্ষের ছায়ায় আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য, পরদিন প্রাতঃকালে ঈশ্বর একটী কীট পাঠাইয়া দেওয়ায়, তাহা ম্লান হইয়া পড়িল। তাহাতে যোনাহ আরও ক্রুদ্ধ হইয়া, অসন্তুষ্ট বালকের ন্যায়, নষ্ট এরণ্ড বৃক্ষের জন্য দুঃখপ্রকাশ করিলেন।

ইহাদ্বারা একটী উপদেশ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল ; কিন্তু তিনি তাহা শিক্ষা করিতে কত অপ্রস্তুত ! "অনন্তর সদাপ্রভু কহিলেন, এই এরণ্ডের নিমিত্তে তুমি কোন শ্রম কর নাই, এবং ইহার বৃদ্ধিও করাও নাই, ইহা এক রাত্রিতে উৎপন্ন ও এক রাত্রিতে উচ্ছিন্ন হইল, তথাপি তুমি ইহার প্রতি দয়ার্দ্র হইতেছ। তবে ঐ যে নীনবী মহানগরে........মানবপ্রাণী এবং অনেক পশু আছে, তাহার প্রতি আমি কি দয়ার্দ্র হইব না ?"

যদি ঈশ্বর উক্ত দোষী নগরটী ধ্বংস করিতেন, তাহা হইলে যে অগণ্য লোকের প্রাণ নষ্ট হইত, তাহার তুলনায় এরণ্ড বৃক্ষটী কি ? তথাচ, ঈশ্বর দয়া করিয়া যে সকল লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহাদের অপেক্ষা ভাববাদী যেন

ক্ষণকাল-আশ্রয়দায়ী এরণ্ড বৃক্ষটীর জন্য অধিক তাবিত হইয়াছিলেন।

এসংসারে কত লোকই যোনাহের ন্যায় অপর লোকের দৃষ্টিতে নত হইতে ভীত হয়েন। যখন আমরা কোন ঝঞ্ঝাট ও বিপদ দেখিতে না পাই—কেহ আমাদের বিপক্ষতা না করে—যখন আমাদের প্রতিবাসী ও বন্ধুগণ আমাদিগকে প্রেম, সম্মান, ও সমাদর করে—তখন ধার্ম্মিক হওয়া কেমন সহজ! কিন্তু যখন লোকে আমাদিগকে অবজ্ঞা ও বিদ্রূপ করে, তখনই গুরুতর পরীক্ষা উপস্থিত। আমরা কি তাহা সহ্য করিতে পারি? যদি পারি, তবে আমরা যোনাহের অপেক্ষা ভাল।

আবার, যোনাহ ও তাঁহার এরণ্ড বৃক্ষটীর বিষয় আর এক ভাবে আলোচনা করিয়া দেখ। যোনাহের নিকটে এরণ্ড বৃক্ষটী যেরূপ প্রিয় হইয়াছিল, অনেক সময় আমাদের নিকটে জগতের সামান্য সামান্য সুখকর বস্তুও সেইরূপ প্রিয় হইয়া থাকে। আমরা তাহাদের নীচে আশ্রয় লই। আমরা তাহাদিগেতেই সুখবোধ করি। "ইহা যে আমাদের বিশ্রাম স্থান নহে," তাহা আমরা বিস্মৃত হই। তৎপরে কীট প্রবেশ করে, তাহাতে আমরা যাহা যাহা প্রিয় জ্ঞান করিতাম, তৎসমস্তই শুষ্ক হইয়া আমাদের সম্মুখেই বিনষ্ট হয়।

আঃ, জগৎ-ক্ষেত্রে যে সুখ জন্মে, তাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সারবান যেন কিছু হস্তগত হয়! আঃ, যাহা কখন ম্লান ও অন্তর্হিত হয় না, যাহাতে হৃদয়ের তৃপ্তি ও আনন্দ হয়, যেন এমন কিছু চিরস্থায়ী পাওয়া যায়! প্রিয় পাঠক, যতদিন তুমি খ্রীষ্টেতে ইহা না পাও, ততদিন কখন কল্পনা করিও না যে, তুমি

ইহা পাইয়াছ। এইখানেই এমন একটি "জীবনবৃক্ষ" আছে, যাহা কোন কীটে শুষ্ক করিতে পারে না, এবং যাহা কোন কালেও নষ্ট হইতে পারে না। এইখানে, মরুভূমিরূপ জগতের মধ্যস্থলে, ঝটিকা-নিবারণের একটী আশ্রয়স্থান ও উত্তাপ-নিবারণের ছায়া আছে। কেবল এই আশ্রয়েই ক্লান্ত জীবাত্মার নিমিত্তে বিশ্রাম, শান্তি ও আনন্দ আছে।

হিষ্কিয়

বা

সৎ রাজা।

ইস্রায়েলের যত রাজা, সকলেই অসৎ লোক ছিলেন। সেইরূপ, যিহূদার অধিকাংশ রাজাই মন্দ লোক ছিলেন; তথাপি তাঁহাদের মধ্যে দুই-চারি জন ধার্ম্মিক ও ঈশ্বরনিষ্ঠ ভূপতিও ছিলেন, বিস্তর তুষের মধ্যে দুই-চারিটি গোধূম ছিল। তন্মধ্যে, বোধ হয় হিষ্কিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা বলা হইয়াছে যে, "সে ইস্রায়েলের ঈশ্বর সদাপ্রভুতে এমত বিশ্বাস করিত যে, তাহার পরে যিহূদার রাজগণের মধ্যে কেহ তাহার তুল্য হইল না, তাহার পূর্ব্বেও ছিল না।"

যে সময়ে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তখন যিহূদী জাতি অতিশয় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাদের পার্থিব গৌরব প্রায় চলিয়া গিয়াছিল। অপর, তাহাদের ধর্ম্ম সংক্রান্ত অবস্থা সম্বন্ধে, এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, লোকেরা পৌত্তলিক উপাসনায় ঘোর আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

যখন আহসের মৃত্যু হইল এবং হিষ্কিয় রাজসিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন যিহূদা দেশের সৌভাগ্যের দিন বলিতে হইবে। তিনি পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়ঃক্রমকালে

রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার পিতা আহস্ তাঁহাকে কোন সদুপদেশ শিক্ষা না দিয়া, বরং তদ্বিপরীতই শিক্ষা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার এই ত্রুটি সত্ত্বেও, বোধ হইতেছে, যেন তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মভয় ও ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিরাজমান ছিল। হয় তো, তাঁহার মাতা অবিয়া একজন ভক্তিমতী ও ধর্ম্মিষ্ঠা নারী ছিলেন, এবং তাঁহার সদ্দৃষ্টান্ত ও প্রার্থনাগুণেই যুবরাজের আত্মিক মঙ্গল হইয়াছিল।

মাতার ঈশ্বরনিষ্ঠা ও প্রার্থনায় সন্তানের যে কতদূর মঙ্গল হইতে পারে, তাহা আমরা কখন সম্যক্‌রূপে বলিতে পারি না। যাহাতে সন্তানের ঐহিক জীবন উপকারী ও সুখময় এবং তাহার পরলোকের পথ আলোকিত হয়, অনেক পুত্র তৎসমস্তেরই জন্য মাতার নিকটে ঋণী। ধর্ম্মপরায়ণা মাতার প্রভাব বাস্তবিকই অসীম। তাঁহার প্রজ্ঞাপূর্ণ ও নিষ্ঠাব্যঞ্জক বাক্যে, তাঁহার সদয় ও সপ্রেম পরামর্শে, সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার ধর্ম্মসঙ্গত আচারব্যবহারে, অনেক সময়, বহুকাল পরে, তাঁহার সন্তানের পরম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে; আর হয় তো, তখন তিনি নিজে পরলোকগত হইয়াছেন। যেমন পর্ব্বতপার্শ্বস্থ কোন দেবদারু বৃক্ষের একটী বীজ তদুপরে পতিত হইয়া বহুবৎসর তথায় পড়িয়া থাকিয়া, তদনন্তর অঙ্কুরিত, এবং অরণ্যের শোভাবর্দ্ধক সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অলঙ্কারগণের মধ্যে একটী অলঙ্কারস্বরূপ হইতে পারে, হিস্কিয়ের সম্বন্ধেও তেমনি হইয়া থাকিবে। হইতে পারে, তাঁহার মাতা ঐ বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, আর তাহাতেই তিনি ঈশ্বরের ভক্ত ও সমাদৃত দাস, এবং তাঁহার প্রজাগণের বিশেষ উপকারী হইয়া উঠিয়াছিলেন।

উপাসনার্থে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়াই তাঁহার প্রথম কার্য্যকলাপের মধ্যে একটী ; ইহা তাঁহার দুষ্ট পিতা বন্ধ করিয়া দিয়াছিল, এবং ঈশ্বরারাধনায় যে সকল পবিত্র পাত্র ব্যবহৃত হইত, তাহার কতক কতক লইয়া গিয়াছিল, এবং অবশিষ্ট গুলি ভাঙ্গিয়া নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। হিষ্কিয় বিশেষ যত্নপূর্ব্বক মন্দিরটীর সংস্কার করেন, এবং যাহা যাহা অভাব ছিল, তৎসমস্তই পুনরায় দেন। তৎপরে যাজকগণকে তাঁহাদের পূর্ব্বপদে পুনঃস্থাপিত করিয়া, তাঁহাদের আন্তরিক অনুতাপের চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদিগকে বলি উৎসর্গ করিতে আজ্ঞা করেন। আর এই সকল কার্য্য তিনি এমন আগ্রহ-সহকারে সম্পাদন করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে ;—হিষ্কিয় "আপন ঈশ্বরের অন্বেষণ করিবার জন্যে ঈশ্বরীয় গৃহের দাস্যকর্ম্ম ও ব্যবস্থা ও আজ্ঞার বিষয়ে যে যে কর্ম্ম আরম্ভ করিল, তাহা আপন সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত করিয়া কৃতকার্য্য হইল।"

কিন্তু হিষ্কিয় দুঃসময়ে জীবন-ধারণ করিয়াছিলেন। অশূরের অহঙ্কৃত রাজা ইত্যগ্রেই অনেকবার যিহূদিয়া রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। একবার, তিনি আপনার সেনাপতি রব্‌শাকিকে একখানি শ্লাঘাপূর্ণ পত্রসহ পাঠাইয়া দেন, এবং হিষ্কিয় ও তাঁহার প্রজাগণের অন্তরে ত্রাস জন্মাইবার জন্য, তাহাতে বিস্তর ভয়প্রদর্শন করেন। কিন্তু তৎকালেই যিহূদী-রাজের সরল বিশ্বাস ও ঈশ্বরে নির্ভর করণ ইত্যাদি গুণ বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল। তিনি তাঁহার নিজের ও তাঁহার প্রজা-গণের জন্য ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি জানিতেন যে,

ঈশ্বরই তাঁহার প্রকৃত বন্ধু ও পরামর্শদাতা; সেই জন্যই তিনি তাঁহার গৃহে গমন করিয়া, "সদাপ্রভুর সম্মুখে তাহা বিস্তার করিলেন।"

এইরূপে তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত ও ভয় দূরীভূত হইল; এবং তিনি আশ্বাসপ্রাপ্ত হইলেন যে, তিনি ও তাঁহার প্রজাগণ, উভয়েই সদাপ্রভুর যত্নাধীনে আছেন। অপর, যদিও তিনি নগরের ভগ্নপ্রাচীর সকল নির্ম্মাণ, দুর্গসংস্কার এবং আপনার সেনাগণকে অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত করাইয়া, যতদূর সম্ভব, তাঁহার স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার উপায় অবলম্বন করেন বটে, তথাপি তিনি আপনার প্রজাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, মনুষ্যের বাহুবলে নির্ভর করিলে তাহাদের চলিবে না, সদাপ্রভুর অঙ্গীকৃত সাহায্যেই তাহাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে। তিনি বলেন, "তোমরা সাহস কর ও বীর্য্যবান হও; অশূরের রাজার সম্মুখে ভীত হইও না। মাংসময় বাহু তাহার সহায়; কিন্তু আমাদের সাহায্য করিতে ও আমাদের পক্ষে যুদ্ধ করিতে আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু আমাদের সঙ্গে আছেন।"

যদি আমরা আপনাদের আপদবিপদ ও অভাবানুসারে, এইরূপে ঈশ্বরের নিকটে উপস্থিত হইতে অভ্যস্ত থাকিতাম— যদি আপনাদের সকল কার্য্যে তাঁহাকেই আমাদের পথ-প্রদর্শক ও পরামর্শদাতা বলিয়া গ্রহণ করিতাম, তাহা হইলে আমাদের পক্ষেও মঙ্গল হইত। তিনি আমাদিগকে যে পথে লইয়া যান, তাহাই যে নিরাপদ পথ, ইহা অনুভব করিয়া, তাঁহার উপর আমাদের সমস্ত ভারার্পণ করিলে, আমাদের উদ্বিগ্নচিত্তে, অনেক সময় কি অনির্ব্বচনীয় সুখশান্তিরই উদ্রেক হইত!

হে ঈশ্বর, আমাদিগকে তোমার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দেও। যে পথে আমাদের যাইতে হইবে, তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দেও। আর যেন আমরা আপনাদের সমস্ত চিন্তার ভার চিরদিন তোমারই উপরে নিক্ষেপ করিতে পারি, সেজন্ত আমাদিগকে সুমতি দেও, কারণ তুমি আমাদের নিমিত্ত চিন্তিত আছ।

কিন্তু আমাদের ন্যায় হিষ্কিয়ও দুর্ব্বল মনুষ্য ছিলেন। আমরা যেমন পীড়িত হইতে পারি, তেমনি তিনিও পীড়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন; আর আমরা যেমন পাপে পতিত হইতে পারি, তেমনি তিনিও পাপে পতিত হইয়াছিলেন; কারণ আমাদের মধ্যে এমন লোক কে আছেন, যিনি "চিরদিন সরল হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে পারেন?"

আমরা প্রথমে তাঁহার পাপের কথা বলিব, আর তাহা এইরূপে সংঘটিত হইয়াছিল। একদা বাবিলের রাজা, হিষ্কিয়ের মঙ্গল জানিবার জন্ত কয়েক জন দূত পাঠাইয়া দেন। রাজার এই ভদ্রবাদে তিনি এত সন্তুষ্ট ও বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, ক্ষণকালের নিমিত্ত অহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলতঃ, তিনি উক্ত দূতগণকে আপনার সমস্ত ধনরত্নাদি দেখাইয়াছিলেন; এবং দায়ূদের ন্যায়, আপনার প্রজাবাহুল্য ও সেনাধিক্যের শ্লাঘা করিয়াছিলেন। এ পর্য্যন্ত ঈশ্বরের উপরেই তাঁহার নির্ভর ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐশ্বর্য্যের উপরে নির্ভর করাতে সদাপ্রভু অসন্তুষ্ট হন, এবং আপনার বিশ্বস্ত ভাববাদী যিশায়াহকে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিয়া, তাঁহাকে জ্ঞাত করেন যে, আমার অসন্তোষের চিহ্ন-

স্বরূপ, তোমার এই সমস্ত ধনরত্ন এবং সন্তানগণ একদিন বাবিলে নীত হইবে।

অতঃপর, আমরা পাঠ করি যে, "ঈশ্বর তাহার পরীক্ষা লইবার ও তাহার অন্তঃকরণের সমস্ত ভাব জানিতে দিবার জন্যে তাহাকে ত্যাগ করিলেন।" আর এইরূপ বোধ হইতেছে, যেন তিনি ক্ষণকালের জন্য পরীক্ষার ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছিলেন। তাঁহার পদস্খলন প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু ঈশ্বর কৃপা করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি সম্পূর্ণরূপে পতিত হন নাই; কারণ আমরা পাঠ করি যে, তৎপরে "হিষ্কিয় ও যিরূশালেম নিবাসীরা আপন আপন মনের গর্ব্ব বুঝিয়া আপনাদিগকে নম্র করিল।" তদনন্তর আবার এইরূপ লিখিত আছে;—"যিহূদার হিষ্কিয় রাজা সদাপ্রভু হইতে ভীত হইয়া সদাপ্রভুকে কি প্রসন্নবদন করে নাই? তাহা করাতে সদাপ্রভু তাহাদের বিরুদ্ধে যে অমঙ্গলের কথা কহিয়াছিলেন, তাহা হইতে ক্ষান্ত হইলেন।

এক্ষণে আমরা হিষ্কিয়ের পীড়ার বিষয় বলিব। ঈশ্বর তাঁহাকে একটী উৎকট রোগে আক্রান্ত হইতে দেন, এবং তন্নিবন্ধন তিনি মরণাপন্ন হয়েন। সেই পরাক্রমশালী রাজা রোগশয্যায় শয়ান আছেন; আর দেখ, বিপদকালে তিনি কেমন উজ্জলরূপে প্রকাশ পান; তাপরক্ষিত স্বর্ণের ন্যায়, তিনি কেমন বিশুদ্ধ হইয়া আইসেন! তিনি এক্ষণে প্রার্থনার অমোঘ শক্তি ও তজ্জনিত সান্ত্বনা অনুভব করেন। তিনি পুনর্ব্বার সদাপ্রভুকে আপনার মনোদুঃখ জ্ঞাত করেন। তাঁহার শয্যার চতুষ্পার্শ্বে সমবেত শোকসন্তপ্ত অনুচরবর্গের দিক্ হইতে মুখ

ফিরাইয়া, যে স্বর্গস্থ বন্ধু সতত তাঁহার নিকটবর্ত্তী আছেন, তিনি তাঁহার নিকটে আপনার সমস্ত কথা ব্যক্ত করেন। ঈশ্বর তাঁহার প্রার্থনা ও কাকুক্তি শ্রবণ করেন, এবং তাঁহাকে একটী আশ্বাসজনক ও সান্ত্বনাদায়ক উত্তর দেন। তিনি তাঁহার আরও কতিপয় বৎসর আয়ুর্বৃদ্ধি করেন; এবং তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করণার্থে একটী অলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতে দেন।

হিষ্কিয়ের প্রার্থিত বিষয়ের মধ্যে একটী এই—"হে সদা-প্রভো, আমি ব্যাকুলিত, তুমি আমার প্রতিভূ হও।" আর এই একটী প্রার্থনায় কত বল! আমরা কি কোন সময়ে বিপদাপদে পতিত হইয়াছি? আমরা কি দুঃখক্লেশে অভিভূত হইয়াছি? তবে আইস, আমরা কেবল ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করিয়া, তাঁহার নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করি, হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং আপনার ইচ্ছানুসারে আমাদের প্রতি যথোচিত ব্যবহার কর। এতদ্ভিন্ন, যদি আমরা পাপে ক্লিষ্ট হইয়া থাকি, এবং তাহা দুর্ব্বহ ভার বলিয়া বোধ হইতে থাকে, তবে আমাদের যেন মনে থাকে যে, একজন আমাদের পাপের ভার বহন করিয়াছেন, এবং তাঁহার বহুমূল্য রক্তে আমাদের যাবতীয় পাপকলুষ ধৌত হইয়া যাইতে পারে।

কিন্তু হিষ্কিয়ের মৃত্যু সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। তথাপি আমরা এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, তিনি শান্তিতে প্রয়াণ করিয়াছিলেন। যখন ঈশ্বর আজীবন তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন, তখন যে তিনি তাঁহাকে জীবনের শেষকালে পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না। প্রজাগণ তাঁহার

নাম স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সম্মান করিত। তাঁহার বিষয়ে এইরূপ বলা হইয়াছে যে, "হিঙ্কিয় আপন পিতৃলোকদের সহিত নিদ্রাগত হইলে লোকেরা দায়ূদের সন্তানগণের কবরস্থানের ঊর্দ্ধ-গামি পথের পার্শ্বে তাহাকে কবর দিল, এবং তাহার মরণকালে সমস্ত যিহূদা ও যিরূশালেম নিবাসিরা তাহার সম্মান করিল।"

ঈশ্বরের সন্তানের মৃত্যুর পর, লোকে তাঁহার সম্বন্ধে কি বলিবে না বলিবে, তাহাতে তাঁহার কিছুই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। তাঁহার দেহ অনাবৃত ক্ষেত্রে পড়িয়া থাকুক, বা শ্বেতপ্রস্তর-নির্ম্মিত সুদৃশ্য কবরে শায়িত থাকুক, তাহাতে তাঁহার কিছুই আইসে যায় না। তথাপি অন্যান্যের জন্য, তিনি ইহলোকে সুযশ রাখিয়া যাইতে, এবং ঈশ্বরের দাস বলিয়া সম্মানিত হইতে অভিলাষ করেন।

মনঃশি

বা

অনুতাপী রাজা।

মানব-জীবনের প্রথম ও শেষ ভাগ অনেক স্থলে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কোন কোন লোক, শৌল ও শলোমনের ন্যায়, প্রথম প্রথম ভাল, কিন্তু শেষে মন্দ হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম মন্দ, কিন্তু পরে ভাল ও সচ্চরিত্র হইয়া উঠেন। রাজা মনঃশি শেষোক্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন।

যখন মনঃশি নিতান্ত বালক, তখন তাঁহার পিতা হিষ্কিয় প্রাণত্যাগ করেন। আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, তিনি শৈশবকাল হইতেই অনেক সদুপদেশ-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হিষ্কিয় প্রার্থনাশীল লোক ছিলেন, সুতরাং তিনি যে আপনার পুত্রের আত্মিক মঙ্গলার্থে, অর্থাৎ যেন তিনি ঈশ্বরের একজন প্রকৃত দাস ও তাঁহার স্বদেশের মঙ্গলসাধক হন, তন্নিমিত্তে আগ্রহসহকারে অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ইহা নিতান্ত সম্ভব।

বারো বৎসর বয়সে তিনি যিহূদার রাজা হন, কিন্তু হিষ্কিয়ের আশাভরসার মূলে যে, কুঠারাঘাত হইবার সম্ভাবনা, অচিরে তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। এইরূপ বোধ হইয়াছিল,

যেন তিনি তাঁহার পিতার কৃত সমস্ত সৎকর্ম্মই নষ্ট করিতে সক্ষম করিয়াছেন। বংশাবলির গ্রন্থে তাঁহার কার্য্যালাপের যে বিবরণ আছে, তাহা একবার পাঠ করিয়া দেখ। "ফলতঃ তাহার পিতা হিষ্কিয় যে যে উচ্চস্থলী ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছিল, সে তাহা পুনর্ব্বার নির্ম্মাণ করাইল, এবং বাল্‌দেবের নিমিত্তে যজ্ঞবেদি প্রস্তুত করাইল, ও আশেরার মূর্ত্তি স্থাপন করিল, এবং গগণের সমস্ত বাহিনীর কাছে প্রণিপাত ও তাহাদের পূজা করিল। এবং সদাপ্রভু যে গৃহের উদ্দেশে কহিয়াছিলেন, আমার নাম যিরূশালেমে অনন্তকাল থাকিবে, সদাপ্রভুর সেই গৃহে সে কতকগুলি যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করাইল" (২ বংশাঃ ৩৩; ৩, ৪)। বস্তুতঃ, তিনি যে কেবল এই সমস্ত করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, তাহা নহে, ঈশ্বরের গৃহে একটা বিগ্রহ স্থাপন করিয়া, তাঁহার অপমান করিতেও ছাড়েন নাই।

হিষ্কিয়ের সময়ে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহা হইতে কি বিষম অপক্রম! তৎকালে মন্দিরটী ভক্ত উপাসকগণে পরিপূর্ণ হইত, লোকে ঈশ্বরকে সম্মান করিত, এবং যিহূদিয়া দেশের উপর তাঁহার আশীর্ব্বাদ বর্ত্তিত।

আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, যে সকল লোকে সদাশয় হিষ্কিয়কে জানিতেন ও প্রেম করিতেন, এবং তাঁহার সময়ে সত্য ধর্ম্মের উৎসাহ দিয়া, উহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এই সময়ে উহার দুর্দ্দশা ও অবনতি সন্দর্শন করিয়া মনোদুঃখে হাহাকার করিয়াছিলেন। আর বোধ হয়, এখানে সেখানে দুই একজন লোক যুবরাজকে তৎকৃত শোচনীয় পাপের বিষয় দেখাইয়া

দিতে সাহস করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার ভক্তি, নিষ্ঠা ও সাধুতার বিষয় স্মরণ করিয়া, তাঁহারা তাঁহার আচরিত কুকার্য্য অবলোকনে দুঃখিত হইয়াছিলেন। এরূপ আচরণে তাঁহার দেশের যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাহা ভাবিয়া তাঁহারা ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিজের মঙ্গলের জন্য, তাঁহারা তাঁহার অন্তরে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। অধিকন্তু, ঈশ্বর যেন তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে "নূতন পুরুষ" করেন, এজন্য অনেকে তাঁহার নিমিত্ত বিস্তর প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু এইরূপ বোধ হইয়াছিল, যেন সমস্তই পণ্ডশ্রম হইয়া গেল। আমরা জ্ঞাত হই যে, "সদাপ্রভু মনঃশিকে ও তাহার লোকদিগকে নানা কথা কহিতেন, কিন্তু তাহারা কর্ণপাত করিত না।"

তৎকালে ঈশ্বর কথন কখন মনুষ্যের সম্মুখাসম্মুখি হইয়া কথা কহিতেন; আর হয় তো, মনঃশির নিকটে তিনি এইরূপে কথা কহিয়াছিলেন। কিন্তু একালে ঈশ্বর আর সেরূপ করেন না। তথাপি তিনি এখনও পাপীর নিকটে কথা কহেন—তাঁহার পরিচারকগণের দ্বারা কহেন। তাঁহারা তাহাদের সহিত তর্ক-বিতর্ক করেন, তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দেন, এবং তাহাদিগকে পাপের পথ হইতে ফিরিয়া আসিতে বলেন; কিম্বা দুঃখক্লেশ দিয়া, অথবা বিবেক-দ্বারা তাহাদের অন্তরাত্মার কথা কহিয়া সাবধান করিয়া দেন; ফলতঃ, বিবেক তাহাদিগকে গোপনে, অথচ স্পষ্টরূপে অস্ফুটস্বরে তাহাদের কর্ত্তব্য বলিয়া দেয়।

ফলতঃ, ঈশ্বর যেরূপেই মনঃশির নিকটে কথা কহুন না কেন, তাহা নিষ্ফল বোধ হইয়াছিল। তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন নাই; তিনি তথাপি কুপথে গমন করিয়াছিলেন।

তবে কি ঈশ্বর তাঁহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? মনুষ্যে যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাঁহারা তাঁহার পরম-মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিলেন, এবং তাঁহাকে কুপথ হইতে ফিরাইতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। বিংশতি বৎসরের অধিক তিনি উন্মত্তের ন্যায় কুপথে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধৈর্য্যশক্তি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ তাঁহারা হৃদয়ে আর কোন আশা-ভরসা পোষণ করিতে পারে নাই। ফলতঃ, এইরূপ বোধ হইয়াছিল যে, তাঁহার আর কোন সুপরিবর্ত্তনের আশা নাই। এই সময়ে তাঁহার তেত্রিশ বৎসর বয়স হইয়াছিল, এবং তাঁহাতে পাপের মূল গভীররূপে প্রবিষ্ট হইয়াছিল; তিনি কঠিনহৃদয় পাপী হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সংশোধনের আর কোন আশা ছিল না।

কিন্তু ঈশ্বরের দয়া ও দীর্ঘসহিষ্ণুতার চমৎকারিত্ব। কে বর্ণনা করিতে পারে? কত কালই তিনি দ্বারে দণ্ডায়মান থাকিয়া আঘাত করেন! পুনঃপুনঃ দ্বাররুদ্ধ ও অর্গলবদ্ধ থাকিতে দেখিয়াও, তিনি তাহা ছাড়িয়া যাইতে কেমন অনিচ্ছুক! "হে ইফ্রয়িম, আমি কিরূপে তোমাকে ত্যাগ করিব? হে ইস্রায়েল, কি প্রকারে তোমাকে পরহস্তে সমর্পণ করিব? আমার অন্তরে অন্তঃকরণ ব্যাকুল

হইতেছে, আমার সম্পূর্ণ মনস্তাপ জন্মিতেছে। আমি আপন প্রচণ্ড ক্রোধ সফল করিব না, ইফ্রয়িমের সর্ব্বনাশ করিতে ফিরিব না, কেননা আমি ঈশ্বর, মনুষ্য নহি

ঈশ্বর মনঃশিকে দুঃখদুর্দ্দশায় ফেলিয়া মন ফিরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সৌভাগ্যের সময়, ঈশ্বর তাঁহাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহাতে কোন সুফল হয় নাই; তিনি তাহাতে তাচ্ছল্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এক্ষণে দুঃখ-ক্লেশরূপ নিদারুণ কশাঘাতের উচ্চশব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। অশূরীয় সেনাগণ যিহূদিয়া দেশে প্রবেশ করিয়া তাহা লণ্ডভণ্ড করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা যিরূশালেম আক্রমণ করিয়া মনঃশির সৈন্যগণের উপর জয় লাভ করিল, এবং তাঁহাকে বন্দী করিয়া দূর দেশে লইয়া গেল।

মনঃশির অবস্থার কি ভয়ানক পরিবর্ত্তন হইল! তিনি ছিলেন রাজা; এক্ষণে বন্দী। এখন আর তিনি চাটু-বাদীগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত নহেন। এখন আর তাঁহার "ভোজেতে বীনা ও নেবল্ ও তবল ও বাঁশী ও দ্রাক্ষারসের আয়োজন নাই।" তিনি কারাগারে অবজ্ঞার পাত্র হইয়া আছেন, বোধ হয়, আর আর সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, কেবল তিনি যাঁহার রাজশ্রীর অপমান, ও দীর্ঘ-সহিষ্ণুতার অপব্যবহার করিয়াছেন, একা তিনিই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন নাই।

সে যাহা হউক, এপর্য্যন্ত মনঃশি যত বন্ধুলাভ করিয়া-ছিলেন, তন্মধ্যে দুঃখদুর্দ্দশাই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা উপকারী বন্ধু। তিনি এক্ষণে এমন একটী শিক্ষালাভ করিলেন, যাহা

তিনি পূর্ব্বে কখন করেন নাই। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার একটা আত্মা আছে, আর তাহার পরিত্রাণ হওয়া আবশ্যক, এবং তাঁহার একজন ঈশ্বর আছেন, আর তাঁহার আরাধনা করা উচিত। তিনি আপনার পাপের গুরুত্ব এবং আজীবন ঈশ্বরবিহীন হইয়া কালযাপন করার দোষ উপলব্ধি করিলেন। "সঙ্কটাপন্ন হইলে. সে আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রসন্নবদন করিল, এবং আপন পূর্ব্বপুরুষদের ঈশ্বরের সম্মুখে আপনাকে অতি নম্র করিল। এইরূপে তাঁহার কাছে প্রার্থনা করিলে তিনি তাহার প্রার্থনা গ্রাহ্য করিয়া তাহার বিনয় শুনিয়া তাহাকে পুনর্ব্বার তাহার রাজ্য যিরূশালেমে আনিলেন; অতএব সদাপ্রভুই ঈশ্বর, ইহা মনঃশি জ্ঞাত হইল।"

স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপিত ও ঈশ্বরের অনুগ্রহে আশীর্ব্বাদিত হইয়া, মনঃশি এক্ষণে নবজীবন-যাপন করিতে লাগিলেন। তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে সদাপ্রভুর আরাধনা, এবং তাঁহার গৌর-বার্থে জীবনযাপন করিতে তৎপর হইলেন। তিনি বিজাতীয় দেবগণকে দূর করিয়া দিলেন; তিনি যে সকল যজ্ঞবেদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন; সদাপ্রভুর গৃহ হইতে দেবমূর্ত্তি অপসারিত করিলেন; এবং সদা-প্রভুর ভজনা করণার্থে সমস্ত যিহূদাকে আজ্ঞা করিলেন।

আইস, আমরা এখন মনঃশির ইতিহাসের দুইটী কি তিনটী বিষয় আলোচনা করি।

১। তাঁহার পাপ কেমন গুরুতর! তিনি ধার্ম্মিক পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পৈতৃক রক্তের গুণে মনুষ্য ধার্ম্মিক হয় না। আমরা সন্তানগণকে ধর্ম্ম-বিষয় শিক্ষা

দিতে পারি। আমরা তাহাদিগকে সৎপথে বিচরণ করিতে শিক্ষা দিতে পারি। তাহাদিগকে ঈশ্বরের অটল সত্য দেখাইয়া দিতে পারি। কিন্তু তাহাদিগকে "জন্মগ্রহণ করিতে" হইবে; "রক্ত হইতে কিম্বা শারীরিক বাসনা হইতে কিম্বা নরের বাসনা হইতে হইবে এমন নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।" কেবল ঈশ্বরই হৃদয়ে আধিপত্য করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা মনঃশির ন্যায়, সমস্ত বাল্যশিক্ষা এবং ধর্ম্ম সংক্রান্ত সুবিধা সত্ত্বেও, বিপথে গমন করে, তাহাদের পাপ কত গুরুতর!

মনঃশি একাকী পাপ করেন নাই। তিনি আপনার সন্তানগণকে পাপ করাইয়াছিলেন, এবং আপনার প্রজাদিগকেও নিজের কুদৃষ্টান্তের অনুগমন করিতে উৎসাহ দিয়াছিলেন। আমরা যে আমাদের নিজের অধর্ম্মপাপ ও ভক্তিহীনতা-দ্বারা সম্ভবতঃ অন্যান্যের অপকার করিযাছি, এ চিন্তা কেমন ভয়াবহ! হয় তো, আমরা তাহাদের ও আমাদের নিজের, উভয়েরই আত্মা বিপদাপন্ন করিয়াছি। হয় তো আমরা আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকেও সেই একই নরককুণ্ডে লইয়া গিয়াছি।

২। মনঃশি যে সকল কুকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা লোপ করা তিনি কেমন দুরূহ বোধ করিয়াছিলেন! সেজন্য তিনি যে অনুতাপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আন্তরিক অনুতাপ। যিরূশালেমে প্রত্যাগমন করিয়া, তিনি প্রাণপণে আপনার পূর্ব্বকৃত দোষাবহ কার্য্য সকল সংশোধন করিতে তৎপর হন। বৃক্ষটী যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তদুৎপন্ন সুফল দ্বারাই তিনি

তাহা দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি নিজে যে মন্দ বীজ রোপণ করিয়াছিলেন, তৎসমস্তের মূলোৎপাটন করা তাঁহার পক্ষে কত কঠিন! তিনি বিজাতীয় দেবগণকে দূর করিয়া দিয়া সদাপ্রভুর যজ্ঞবেদি সারাইতে আজ্ঞা করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে কুকার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এত গভীররূপে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, এক দিনে তাহা দূর বা সংশোধন করা অসাধ্য।

আবার দেখ, তাঁহার পাপের কুফল কেমন রহিয়া গিয়াছিল। তাঁহার পুত্র ও রাজ্যের উত্তরাধিকারী আমোন্, "আপন পিতা মনঃশির ক্রিয়ার ন্যায় সদাপ্রভুর সাক্ষাতে কদাচরণ করিত; ফলতঃ তাহার পিতা মনঃশি যে সকল খোদিত প্রতিমা করিয়াছিল, আমোন্ তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করিত ও তাহাদের পূজা করিত। কিন্তু তাহার পিতা মনঃশি যেমন আপনাকে নম্র করিয়াছিল, সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে আপনাকে তেমনি নম্র করিল না।" তাঁহার দোষের অনুকরণ করা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার অনুতাপের অনুকরণ করা হয় নাই।

আঃ! পাপের চিহ্ন অতিশয় গভীর; কে তাহা মুছিয়া ফেলিতে পারে? মনঃশি একজন ক্ষমাপ্রাপ্ত পাপী হইলেও তাঁহার অধর্ম্মপাপের চিহ্ন বহুদিন পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছিল।

৩। মনঃশির প্রতি ঈশ্বরের প্রেম কেমন গভীর! তাঁহার সম্বন্ধে এই কথা যথার্থই বলিতে পারা যায় যে, "যে স্থানে পাপের বাহুল্য হইল, সেই স্থানে তদপেক্ষা অনুগ্রহ উপচিয়া পড়িল।" মনঃশি কি ঈশ্বরের নিকট হইতে দয়া ও ক্ষমাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্য ছিলেন? না, কখনই নহে; বরং তিনি

তৎপরিবর্ত্তে ঈশ্বরের ক্রোধের প্রচণ্ড আঘাতে পতিত হইবারই উপযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাকে ক্ষমা ও রক্ষা করিয়াছিলেন।

পাপি! ঈশ্বর কি তোমাকে ক্ষমা ও রক্ষা করিয়া আসিতেছেন? বহুকাল ধরিয়া, তিনি তোমার প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। তুমি এখনও পৃথিবীতে—যেখানে প্রার্থনা করিবার সুযোগ রহিয়াছে, সেইখানেই আছ। স্বর্গের দ্বার এখনও উন্মুক্ত রহিয়াছে। আঃ! তোমার ত্রাণকর্ত্তার রক্তের দোহাই দিয়া তথায় প্রবেশ করিতে চেষ্টা কর। শীঘ্রই—কি জানি, অদ্যই—চিরকালের জন্য সে দ্বার বন্ধ হইতে পারে। আঃ, যেন তুমি মনঃশির ন্যায় অনুতাপী হইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত হও!

যোশিয়
বা
সদাচারী রাজা।

যোশিয়ের ন্যায়, আর কোন রাজাই এত অল্পবয়সে যিহূদার রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। আট বৎসর বয়সে তিনি ঐ মহাজাতির শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহার পিতা আমোন্ একজন দুষ্ট রাজা ছিলেন, এবং তাঁহার প্রজাগণ তাঁহাকে এতই ঘৃণা করিত যে, তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার নিজের বাটীতেই তাঁহাকে বধ করিয়াছিল।

বালক-রাজার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা হয় নাই, কিন্তু যে যৎসামান্য বলা হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এই তরুণ-বয়সেও তিনি অবিচলিত ঈশ্বরনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছিলেন। আমরা এইরূপ জ্ঞাত হই যে, "সে সদাপ্রভুর সাক্ষাতে যাহা ন্যায্য তাহা করিত।" বোধ হইতেছে, যেন ইহাই তাঁহার আজীবন স্থিরপ্রতিজ্ঞা, আর ইহা একটী কল্যাণকর সাধুপ্রতিজ্ঞা বটে। তাঁহার পিতা কেমন গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তিনি দেখিয়াছিলেন; অপর, যদিও তিনি সম্ভবতঃ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে একটী অতি দুর্গম পথ অবলম্বন করিতে হইবে, তথাপি তাঁহার যতই ক্ষতি হউক না কেন, তিনি উচিত

কর্ম্ম করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন। বোধ হইতেছে, যেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দায়ূদের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়াছিলেন; এবং ঈশ্বরও তাঁহাকে দায়ূদের পথে বিচরণ করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন।

যে বয়সের লোকই হউক, কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়া তাঁহার আজ্ঞানুসারে আচরণ করিতে দেখিলে, মনে নিরতিশয় সুখবোধ হয়। কিন্তু কোন তরুণ-বয়স্ক লোককে এইরূপ করিতে দেখিলে, আমাদের অন্তঃকরণ আনন্দে এবং বিশেষ কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হয়। যোশিয়ের অল্পবয়স হইলেও তিনি এত তরুণবয়স্ক ছিলেন না যে, কর্ম্মণ্য, পরোপকারী, ঈশ্বরের দাসগণের মধ্যে পরিগণিত হইবার অযোগ্য, এবং তাঁহার স্বদেশের সমূহ কল্যাণ সাধন করিতে অক্ষম ছিলেন।

যাহাদের বয়স অধিক হইয়াছে, কেবল তাহারাই যে ধর্ম্ম-কর্ম্মে মন দিবার যোগ্য; এবং বৃদ্ধকালে (সংসারে আমাদের বিতৃষ্ণা হইলে) ঈশ্বরকে প্রেম ও তাঁহার সেবা করিলেই যথেষ্ট হইবে, এরূপ অনুমান করা বিষম ভ্রান্তি। যদি আমরা অল্প-বয়সে সৎপথে চলিতে আরম্ভ করি, তবে কি তাহা অকালে করা হইয়াছে, বলা যাইতে পারে? অল্পবয়সে আমাদের স্বর্গস্থ পিতার অনুগ্রহলাভ করিলে, তাহা যে অকালে হইয়াছে, এ কথা কি আমরা বলিতে পারি? বালক-বালিকারাও কি ত্রাণকর্ত্তাকে জানিতে, এবং তাঁহার দেয় শান্তি উপভোগ করিতে পারে না? যদি শমূয়েল, যোশিয় ও অন্যান্যে আমাদের নিকটে এক্ষণে কথা কহিতে পারিতেন, তবে

তাঁহারা আমাদিগকে বলিতেন যে, অল্পবয়সে প্রভুর অন্বেষণ করিলে তাহা অকালে, বা অতি আগ্রহ-সহকারে আরম্ভ করা হয় না।

যাঁহারা যোশিয়ের শিক্ষার ভার লইয়াছিলেন, বাল্যকালে তিনি সম্ভবতঃ তাঁহাদের অভিভাবকতায় ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি ষোড়শ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন, তখন নিজে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে যিহূদা ও যিরূশালেমের যেরূপ শোচনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তিনি দুঃখিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, দেশটী বাল্‌দেবের মন্দিরে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রজাগণ অত্যধিক পৌত্তলিকতায় আসক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তিনি নিজে এক্ষণে ঈশ্বরের আরাধনা করিতে ইচ্ছা করেন, এবং যাহারা তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে সমর্পিত হইয়াছে, তাহাদিগকেও তাঁহার আরাধনা করিতে লওয়াইতে যত্নবান হন।

পৌত্তলিক দেবদেবী ও প্রতিমাগণকে দূর করিয়া দিয়া, দেশের সর্ব্বত্র বিশুদ্ধ ঈশ্বরোপাসনা প্রচলিত করাই তাঁহার প্রথম কার্য্যকলাপের মধ্যে একটী। ইহা অবশ্যই সহজ ব্যাপার নহে। সমগ্র জাতিটীর অন্তরে পৌত্তলিকতা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং তাহা উৎপাটন করা দুঃসাধ্য। অপর, কেহ কেহ বা তাঁহার বিষম প্রতিকূলতা করিয়াছিল। কিন্তু "যাহা ন্যায্য তাহা করাই" তাঁহার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা বলিয়া, তিনি পরাঙ্মুখ হয়েন নাই। বস্তুতঃ, যাঁহারা ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করিতে তৎপর হন, তাঁহারা যেমন সর্ব্বকালেই

বোধ করিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর নিশ্চয়ই তাঁহাদের সহবর্ত্তী থাকিবেন এবং তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবেন, তেমনি তিনিও করিয়াছিলেন।

কিন্তু পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ করাই যথেষ্ট নহে। যোশিয় এই কার্য্য করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি যে তাঁহার প্রজাগণকে কেবল অনুচিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, তাহা নহে, তাহাদিগকে উচিত কার্য্য করিতে লওয়াইতেও ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মন্দিরটীর—সদাপ্রভুর গৃহটীর একেবারে অবহেলা করা এবং উহাকে ভগ্ন হইয়া যাইতে দেওয়া হইয়াছিল। অতএব উহার সংস্কারার্থে অর্থ-সংগ্রহ করণে যাঁহারা তাঁহার সাহায্য করিতে সমুৎসুক ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে অবিলম্বে উৎসাহ-দান করেন; এবং অচিরে রাজমিস্ত্রীদিগকে কর্ম্মে লাগাইয়া দেওয়া হয়। অল্প সময়ের মধ্যে, ঈশ্বরের আরাধনার্থে সমস্তই প্রস্তুত হয়; এবং যোশিয় সদাপ্রভুর গৃহ ও উপাসনার পুনরায় যথোচিত সমাদর হইতে দেখিয়া সুখী হয়েন।

অপর, এই সময়ে একটী গুরুতর বিষয়ের আবিষ্কার হয়। মহাযাজক হিল্কিয় মন্দিরস্থ কতকগুলি কাগজপত্র অনুসন্ধান করিতে২ তন্মধ্যে একখানি ব্যবস্থাগ্রন্থ প্রাপ্ত হন। গ্রন্থখানি মোশির লিখিত, আর সম্ভবতঃ উহা হারাইয়া গিয়াছিল, কিম্বা যৎকালে পৌত্তলিকতার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তৎকালে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। উহা বাস্তবিকই একটী অতি গুরুতর আবিষ্কার; এবং তিনি উহা তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে লইয়া যান।

ইহার অনেক কাল পরে, ইউরোপে ধর্ম্মসংস্কারের সময়, এইরূপ একটী আবিষ্কার করা হইয়াছিল। জর্ম্মাণির কোন একটী মঠে জনৈক উদাসীন ছিলেন; তিনি রোমীয় মণ্ডলীর মিথ্যা শিক্ষাতে কোন শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। ইহাঁর নাম মার্টিন লুথর। এক দিন যখন তিনি মঠের পুস্তকাগারে ছিলেন, তখন ঘটনাক্রমে এক রাশি পুস্তকের মধ্যে একখানি ঈশ্বরদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র প্রাপ্ত হন। সেইখানে উহা অনেক দিন পড়িয়া ছিল, কেহই তাহা পাঠ করিত না। কিন্তু তিনি এক্ষণে দেখিতে পাইলেন যে, তিনি বাস্তবিক একটী অমূল্য রত্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। সেই গ্রন্থের সাহায্যেই তাঁহার চক্ষু প্রস্ফুটিত হইয়াছিল, এবং তিনি সুসমাচারের পরমোৎকৃষ্ট শিক্ষাবলী প্রচার করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন।

সেইরূপ, এই ব্যবস্থাগ্রন্থের আবিষ্কারও যোশিয়ের পক্ষে বড়ই উপকারী এবং তাঁহার কার্য্যসিদ্ধির বিশেষ অনুকূল হইয়াছিল। লুথরের ন্যায়, তিনি সমগ্র ধর্ম্মপুস্তকখানি, অর্থাৎ ভাববাদীগণের গ্রন্থাবলী ও নূতন নিয়ম প্রাপ্ত হন নাই; কারণ এই সকল গ্রন্থ তখন লিপিবদ্ধ হয় নাই। কিন্তু ঈশ্বরের অবহেলা করিয়া তাঁহার প্রজাগণ যে তাঁহাকে কত অসন্তুষ্ট করিয়াছে, এবং কিরূপে তাঁহার উপাসনা পুনঃপ্রচলিত হইতে পারে, তাহা দেখাইয়া দিবার জন্য তিনি যথেষ্টই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মনেঃ কল্পনা কর, লেখক শাফন্ সেই অমূল্য রত্নখানি হস্তে লইয়া দ্রুতপদে রাজার নিকটে গমন, এবং তৎপরে তাঁহার সম্মুখে উহা পাঠ করিতেছেন। তৎপরে, আমরা জানি যে,

"তখন রাজা ব্যবস্থার বাক্য সকল শুনিয়া আপন বস্ত্র ছিঁড়িল।" কেন এরূপ করিলেন? কারণ ইহাতে তিনি পূর্ব্বের অপেক্ষা আরও স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার প্রজারা সৎপথ হইতে প্রস্থান করিয়া অতি ভয়ানক অপরাধ করিয়াছে, এবং সমগ্র জাতিটী আপনাদের উপরে সদাপ্রভুর ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিয়াছে।

একারণ তিনি তৎক্ষাৎ যাজকগণকে ডাকাইয়া আনিলেন, এবং তাঁদিগকে হুল্‌দা নাম্নী জনৈক ভাববাদিনীর নিকটে যাইয়া, এতদ্বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা করিলেন। হুল্‌দা নিশ্চয়ই একজন পবিত্র ও সাধ্বী প্রকৃতির লোক ছিলেন, আর যোশিয় তাঁহাকে সম্মান করিতেন; সুতরাং তিনি তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন।

হুল্‌দা এই সকল দূতের প্রমুখাৎ রাজাকে একটী প্রকৃত উত্তর-দান করেন। সংবাদটী যতই অশুভ হউক না কেন, তথাপি তিনি সত্য কথা জ্ঞাত করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। তিনি স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের বাক্যানুসারে, যিহূদার উপর তাঁহার ক্রোধানল বর্দ্ধিত হইবে; কিন্তু এই সদাচারী রাজার জীবনকালে তিনি দয়া করিয়া ধৈর্য্য করিবেন।

তবে এক্ষণে কি করিতে হইবে? যোশিয়কে কিরূপ কার্য্য করিতে হইবে? তাঁহাকে কি নিরাশ হইয়া সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে? তাঁহাকে কি অসার, নিষ্ফল দুঃখ প্রকাশ করিয়াই তৃপ্ত থাকিতে হইবে? না, তাহা নহে; যাহা উচিত ও সৎ, তিনি তাহাই করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দেশের মধ্যে অবশিষ্ট যে কতিপয় বিগ্রহ ছিল, তাহা দূর করিয়া দিলেন। বালদেবের মন্দির ও যজ্ঞবেদি প্রভৃতি সমস্তই একেবারে দূরীকৃত হইল। তৎপরে রাজা সমস্ত প্রধান প্রধান লোকদিগকে একত্রিত করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে সদাপ্রভুর গৃহে গমন করিলেন। তিনি নিজে একটী স্তম্ভের নিকটে দাঁড়াইয়া, মন্দিরাভ্যন্তরে প্রাপ্ত ব্যবস্থাগ্রন্থখানি তাঁহাদের কর্ণগোচরে পাঠ করিলেন, এবং তাঁহাদের সকলকে এই মর্ম্মে একটী গম্ভীর নিয়ম-পাশে বদ্ধ করিলেন যে, এখন অবধি তাঁহাদিগকে প্রকৃত ও বিশ্বস্তরূপে ঈশ্বরের সেবা করিতে হইবে।

এই সদাচারী রাজা আপনার প্রজাগণের মধ্যে সত্যধর্ম্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে এইরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। "*তাহার ন্যায় আপন সমস্ত অন্তঃকরণ ও সমস্ত প্রাণ ও সমস্ত শক্তিদ্বারা মোশির সকল ব্যবস্থানুসারে সদাপ্রভুর প্রতি যে ফিরিল, এমত কোন রাজা তাহার পূর্ব্বে ছিল না, এবং তাহার পরেও হয় নাই।*"

যিহূদার অদৃষ্টে অচিরে দুঃখক্লেশ ঘটিবার উপক্রম হইতেছিল; কিন্তু ঈশ্বর আপনার অঙ্গীকারানুসারে যোশিয়ের জীবদ্দশায় তাহা ঘটিতে দেন নাই। ঝটিকা উত্থিত হইবার পূর্ব্বে, ঘোর ঘনঘটায় সমাচ্ছন্নপ্রায় আকাশমণ্ডল হইতে যে রশ্মিজাল বিকীর্ণ হয়, এই রাজার রাজত্ব তাহার সদৃশ। যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন, ততদিন যিহূদীদের ভাগ্যে কিঞ্চিৎকাল সুখশান্তি দেখা দিয়াছিল; কিন্তু তিনি প্রয়াণ করিতে না করিতেই তাহারা আবার আপনাদের কুপথে গমন করিয়া-

ছিল, এবং তাহাদের উপর ঈশ্বরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল।

যুদ্ধে হত হওয়ায়, যোশিয় অকস্মাৎ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে আকস্মিক মৃত্যু আর আকস্মিক গৌরব একই কথা। বোধ হয়, তোমার স্মরণ থাকিবে যে, আমরা লিটানিয়াতে আকস্মিক মৃত্যু হইতে রক্ষিত হইবার নিমিত্তে প্রার্থনা করিয়া থাকি। তাহার কারণ এই যে, প্রস্তুত হইবার জন্য কিঞ্চিৎ সময় পাইলে, আমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের বড়ই উপকার হয়। যাঁহারা ক্ষমাপ্রাপ্ত ও সুগ্রাহ্য হইয়াছেন, যাঁহারা সর্ব্বদাই প্রস্তুত আছেন, যাঁহাদের প্রদীপ সততই জ্বলিতেছে, এবং যাঁহারা দাসের ন্যায় আপনাদের প্রভুর আগমনের প্রতীক্ষায় আছেন, তাঁহারাই পরম সুখী।

দানিয়েল

বা

যাঁহারা ঈশ্বরের উপর নির্ভর করেন, তাঁহাদের নিরাপদ অবস্থা।

খ্রীষ্টের আগমনের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে, বাবিলের রাজা নবূখদ্‌নিৎসর যিহূদীদিগকে পরাজয় পূর্ব্বক বন্দী করিয়া বাবিলে লইয়া যান। সেইখানে তাহারা সত্তর বৎসর বন্দীরূপে অবস্থিতি করে।

এই শোচনীয় নির্ব্বাসনের বিষয় যিরমিয়াহ ও অন্যান্য ভাববাদীর দ্বারা পূর্ব্বকথিত হইয়াছিল। এমন কি, যত-দিন তাহাদিগকে বন্দীত্বে কালযাপন করিতে হইবে, তাহা পর্য্যন্ত ঠিক করিয়া বলা হইয়াছিল। তাহারা যে বিবিধ পাপে অপরাধী হইয়াছিল, তজ্জন্য এই দণ্ডভোগের যোগ্য-পাত্র ছিল; আর ইহা অতি দুঃখজনক দণ্ড বটে। তাহাদি-গকে তাহাদের প্রাণতুল্য জন্মভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন ও মন্দিরের উপাসনায় বঞ্চিত হইয়া, সত্তর বৎসর সম্পূর্ণ অপরিচিত লোক-দের মধ্যে বাস করিতে হইয়াছিল—ইহাই তাহাদের শোচনীয় দুর্ভাগ্য। আবার ঐ সকল অপরিচিত লোকের আচার-ব্যব-হার, রীতিনীতি ও ধর্ম্ম, তাহাদের আচার-ব্যবহার ও ধর্ম্মের

সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। সুতরাং বিদেশে, এরূপ লোকদের মধ্যে বাস করা তাহাদের পক্ষে যৎপরোনাস্তি দুঃখের কারণ হইয়াছিল।

১৩৭ গীতে আমরা এই সকল বন্দী যিহূদীয়—এই সকল হতভাগ্য, ভগ্নহৃদয় লোকের বিলাপোক্তি শ্রবণ করি, যথা—"বাবিলের নদীগণের তীরে বসিয়া" ইত্যাদি। আর এই বিষাদব্যঞ্জক বাক্য পাঠ করিবার সময়, আমরা তাহাদের আত্যন্তিক দুঃখদুর্দ্দশার বিষয় মনে মনে কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না।

বন্দীগণের মধ্যে কয়েক জন উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভূত লোক ছিলেন। আর বাবিলের রাজা এই সকলের মধ্য হইতে কয়েক জনকে তাঁহার নিজের দাসস্বরূপ মনোনীত করিতে আদেশ দেন।

তন্মধ্যে চারি জন যুবক তাঁহাদের দৈহিক সৌন্দর্য্য, ও তাঁহারা যে সুশিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, তৎপ্রযুক্ত বিশেষরূপে স্থিরীকৃত হয়েন।

তাঁহাদের মধ্যে দানিয়েল বা বেল্টশৎসর একজন; আর বোধ হইতেছে, যেন তিনি প্রথম হইতেই বিশেষ অনুগ্রহ-পাত্র হইয়াছিলেন। দানিয়েল সৎলোক ছিলেন, "একজন প্রকৃত ইস্রায়েলীয় ছিলেন, তাঁহার অন্তরে ছল ছিল না।" যখন তিনি আপনার স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, তখন সেই সঙ্গে সঙ্গে আপনার পৈতৃক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই; বরং বাবিলেও অবিচলিতচিত্তে তদনুসারে আচার-ব্যবহার করিতেন। তিনি একণে

পৌত্তলিক ও পরজাতীয়দের দেশে বাস করিতেছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহার হৃদয়কে ঈশ্বরের সেবা হইতে বিচলিত করিতে পারে নাই।

অপর, অতি শীঘ্রই তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের পরীক্ষা হইয়াছিল। অনুগ্রহের চিহ্নস্বরূপ, তাহারা প্রতিদিন রাজার নিজের ভক্ষ্য দ্রব্য হইতে একাংশ তাঁহার ও তাঁহার সহচরগণের সম্মুখে স্থাপন করিত। কিন্তু মোশির ব্যবস্থানুসারে অনেক খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করিতে নিষেধ ছিল; আর দানিয়েল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহার উপরে যাহাদের কর্ত্তৃত্ব আছে, শুদ্ধ তাহাদের মনোরঞ্জন করিবার জন্য, স্বীয় পৈতৃক আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অনুচিত কার্য্য করা হইবে। ইহা সামান্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত; কিন্তু ঈশ্বর যাহা আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিকটে সামান্য বা তুচ্ছ বিষয় নহে। সেই জন্য তিনি সাহস করিয়া সে সকল ভক্ষণ করিতে অস্বীকার করেন, এবং ঈশ্বরের সাহায্যে তাহাতে কৃতকার্য্য হয়েন।

সময়ে সময়ে এই সকল যুবককে রাজার সম্মুখে উপস্থিত করা হইত। আর তিনি অচিরে দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার রাজসরকারে যে সকল বুধ আছেন, তাঁহাদের সকলের অপেক্ষা ইহাঁরা বিজ্ঞ।

তৎপরে এইরূপ ঘটনা হইল যে, একদিন প্রাতঃকালে, নবূখদনিৎসর অত্যন্ত অসুখী ও উৎদ্বিগ্ন হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি রজনীতে এরূপ একটী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, যাহাতে তাঁহার মনে বড়ই দুঃখের সঞ্চার

হইয়াছিল। তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ লোক পাঠাইয়া আপনার রাজ্যস্থ জ্ঞানী লোকদিগকে ডাকাইয়া আনেন, এবং তাঁহাদিগকে এই অসাধারণ স্বপ্নের অর্থব্যাখ্যা করিতে আজ্ঞা করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই অকৃতকার্য্য হইলেন, কেহই কিছু বলিতে পারিলেন না।

এই বিষয় শুনিয়া, দানিয়েল রাজার নিকটে কথা কহিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হইলেন, এবং স্বপ্নটীর অর্থব্যাখ্যা করিতে আদেশ পাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তদনন্তর তিনি আপনার স্বদেশীয় ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া, এতদ্বিষয়ে ঈশ্বরের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করণার্থে তাঁহার সহিত যোগ দিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে তাঁহারা প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর তাঁহাদের প্রার্থনা শুনিলেন, ও দানিয়েলকে স্বপ্নটীর অর্থব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা দিলেন।

এইরূপ বোধ হইতেছে যে, রাজা নিদ্রিতাবস্থায় ভিন্ন২ ধাতুতে নির্ম্মিত একখানি প্রকাণ্ড প্রতিমা দেখিতে পান। সহসা তাহা একখান প্রস্তরাঘাতে খণ্ডবিখণ্ড হইয়া যায়, এবং তৎপরে প্রস্তরখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া, একটী বৃহৎ পর্ব্বতাকারে পরিণত হয়।

দানিয়েল তাঁহাকে ইহার এইরূপ অর্থ করিয়া দিলেন যে, তিনি যে রাজ্যের উপরে কর্তৃত্ব করিতেছেন, উক্ত প্রতিমায় তাহাই বুঝায়; আর তাঁহার এই রাজ্য ক্রমে২ হীনবল হইয়া, অবশেষে একেবারে বিলুপ্ত হইবে; অপর, ঐ যে ক্ষুদ্র প্রস্তরখানি, উহাতে ঈশ্বরের রাজ্য বুঝায়, এবং তাহা পরিণামে অন্যান্য সকল রাজ্যকে জয় করিবে।

নবূখদ্‌নিৎসর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দানিয়েলের ব্যাখ্যাই ঠিক ব্যাখ্যা; সুতরাং তিনি তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ একজন বড় লোক করিলেন, তাঁহাকে নানাবিধ বহুমূল্য পুরস্কার দিলেন, এবং আপনার রাজ্যমধ্যে তাঁহাকে উচ্চপদ দান করিলেন। এইরূপে, যে দানিয়েল ইতিপূর্ব্বে একজন বন্দী যুবক ছিলেন, তিনি এক্ষণে বাবিলের একজন প্রধান শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে, নবূখদনিৎসর আর একটী স্বপ্ন দেখেন, আর তাহার ব্যাখ্যাতেও বাবিলের সমস্ত বিদ্বান লোক পুনরায় অকৃতকার্য্য হন। কিন্তু ঈশ্বর দানিয়েলকে ইহারও অর্থব্যাখ্যা করিতে সক্ষম করেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, এই স্বপ্নে রাজার একটী ভয়ানক বিপদ হইবে; কিন্তু তিনি ইহার যেরূপ অর্থ হইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, নির্ভয়ে তাহা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। আর ঘটনাতেও প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, তাঁহার কথাই ঠিক; কারণ ঈশ্বরের হস্ত হইতে নবূখদনিৎসরের মস্তকে একটী গুরুতর দণ্ড নিপতিত হইয়াছিল; কিন্তু পরিণামে তাহা তাঁহার পক্ষে কল্যাণকর হইয়াছিল।

ইহার কয়েক বৎসর পরে, রাজা নবূখদ্‌নিৎসর প্রাণত্যাগ করেন, এবং বেল্‌শৎসর, ও তৎপরে দারিয়াবস্‌ তাঁহার পদে রাজা হন।

তথাপিও দানিয়েল বাবিলে আপনার উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। একারণ তিনি অনেকের হিংসাভাজন হইয়া পড়িয়াছিলেন; আর তিনি যে একপ হিংসার পাত্র

হইবেন, তাহা আমরা অনায়াসেই অনুমান করিতে পারি। যাহারা কর্তৃত্ব করিতে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা এই বিদেশীয়ের শ্রীবৃদ্ধিতে কাতর হইয়াছিল। কিন্তু তিনি আপনার উন্নত পদে সকল কার্য্য ঈশ্বরের গৌরবার্থে সম্পাদন করিতে অভিলাষী হইয়া, বিজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীয় ক্ষমতা ব্যবহার করিয়াছিলেন। তথাচ তাঁহার শত্রুগণ, তাঁহার আচরণে কোনরূপ দোষ পাইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছিল। ফলতঃ, তাহারা তাঁহার উপরে বিশেষরূপে দৃষ্টি রাখিয়াছিল। আর অবশেষে, যখন তাহারা তাঁহার কোনও দোষত্রুটি ধরিতে পারিল না, তখন তাহারা তাঁহার ধর্ম্ম বিষয়ে দোষ ধরিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ উপস্থিত করিবার সঙ্কল্প করিল।

তাহাদের এই উদ্দেশ্য সাধন করণার্থে, তাহারা দারিয়াবস্‌কে এইরূপ একটা দুষ্ট ও কাণ্ডজ্ঞানশূন্য রাজাজ্ঞা প্রকাশ করিতে লওয়াইল যে, কিছুদিন পর্য্যন্ত, রাজা ব্যতীত অন্য কাহার নিকটে কেহ কোন প্রার্থনা করিতে পাইবে না। ইহাতে যে দানিয়েলের বিপদ হইবে, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ স্থলেও, তাঁহার কর্ত্তব্য কি, তাহা তিনি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রার্থনা করার অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, এবং পূর্ব্বের ন্যায়, প্রকাশ্যরূপে প্রার্থনা করা যে উচিত, তাহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। প্রতিদিন তিনবার তাঁহাকে তাঁহার প্রাণপ্রিয় যিরূশালেমের দিকে মুখ ফিরাইয়া, জানুপাতিয়া তাঁহার স্বর্গস্থ পিতা ও বন্ধুর নিকটে একাগ্রমনে প্রার্থনা করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারিত।

তাঁহার শত্রুগণ ইহাই চাহিয়াছিল। এই বিষয়েই তাহারা তাঁহার বিরুদ্ধে একটী অভিযোগ উপস্থিত করিবার সুবিধা পাইয়াছিল। তিনি রাজাজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। দারিয়াবস্ নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক অভিযোগটী গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আনন্দের সহিত আপনার বিজ্ঞ ও সুদক্ষ দাসকে অব্যাহতি দিতে ইচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু তিনি ইতাগ্রেমাত্র নিজে যে বিধি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করেন নাই।

এই অপরাধের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা এই যে, অপরাধী প্রচণ্ডস্বভাব সিংহগণের খাতে নিক্ষিপ্ত হইবে। আর তদনুসারে দানিয়েলকে ধৃত করিয়া খাতে নিক্ষেপ করা হয়। সেইখানে তিনি অনাবৃতকলেবরে, রক্ষকহীন অবস্থায়, রক্তপিপাসু জীবগণের মধ্যে দণ্ডস্বরূপে রজনী যাপন করিতে বাধ্য হন।

কিন্তু তাঁহার রক্ষার্থে, সেইখানে এমন একজন অদৃশ্য বন্ধু ছিলেন, যিনি সিংহগণের মুখ বন্ধ করিয়া আপনার সেবককে নিরাপদে রক্ষা করিতে সক্ষম ছিলেন; সুতরাং দানিয়েল যেন নিজের গৃহেই নিরাপদে বাস করিতেছিলেন। "তাহাতে দানিয়েল খাত হইতে উত্তোলিত হইলে তাহার কোন হানি দৃষ্ট হইল না, কারণ সে আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছিল।"

দানিয়েল খাতের মধ্যে যে রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন, তাহা কি ভয়ঙ্কর রজনী! তিনি কি সেইখানে একাকী ছিলেন? না, তাহা নহে, ঈশ্বর তাঁহার সহবর্ত্তী ছিলেন।

তিনি কি ভীত হইয়াছিলেন? না, তাহা নহে, তাঁহার মন স্থির ও প্রার্থনায় রত ছিল। তাঁহার কি কোন সন্দেহ হইয়াছিল? না, তাহা নহে, তিনি আপন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই জন্য সমস্তই মঙ্গল হইয়াছিল। দারিয়াবস্ সেই দিন আপনার রাজপ্রাসাদে যেরূপ সুখে রাত্রি-যাপন করিয়াছিলেন, তিনি তদপেক্ষা অধিক সুখে নিশি-যাপন করিয়াছিলেন।

অতঃপর আমরা জ্ঞাত হই যে, "দানিয়েল দারিয়াবসের ও পারসীক কোরসের রাজত্বকালে ভাগ্যবান থাকিল।" সময়ে তাঁহার বিপক্ষে যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়াছিল, ঈশ্বর তাঁহাকে তাহা নিবৃত্ত করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ণমাত্রায় ঈশ্বরানুগ্রহ উপভোগ করিয়া জীবন যাপন ও প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য লোকের দ্বারা সম্মানিত হইয়াছিলেন।

ঈশ্বর যে যথার্থই আপনার দাসদের সহবর্ত্তী থাকেন, আমরা কি এস্থলে তাহা দেখিতে পাইতেছি না? "তিনি আপন পালকেতে তাহাদিগকে আবৃত করিবেন, এবং তাঁহার পক্ষযুগের নীচে তাহারা আশ্রয় পাইবে; তাঁহার সত্যই ঢাল ও তনুত্রাণস্বরূপ। তাহাদের ভয় থাকিবে না।"

আইস, ইহা পাঠ করিয়া আমরা যাবতীয় অভাবানুভাব ও বিঘ্নবিপত্তির সময়, তাঁহাতে নির্ভর করিতে প্রোৎসাহিত হই। আমাদের বিপদাপদ যতই ভীষণ, এবং আমাদের শত্রুগণ যতই নিষ্ঠুর ও প্রচণ্ড হউক না কেন, আমরা তাঁহার

হইলে, তিনি আমাদিগকে উদ্ধার করিতে পারেন ও করিবেন। অতএব, আইস, আমাদের অতি বড় দুর্ব্বলতার সময়, আমরা তাঁহার উপরেই দৃষ্টি রাখি; তাহা হইলে তিনিও আমাদের উপরে দৃষ্টি রাখিবেন, এবং আমাদের রক্ষার্থে তাঁহার বাহু প্রসারিত থাকিবে।

শদ্রক্, মৈশক্ ও অবদ্-নগো

বা

বিপদকালে উদ্ধার।

শদ্রক্, মৈশক্ ও অবেদ্-নগো, এই তিনটী নাম আমাদের সুপরিচিত আছে। আমি আশা করি, তাঁহাদের জীবন-কাহিনী একটু আলোচনা করিলে, তাহা হৃদয়গ্রাহী ও উপকারী, উভয়ই হইবে। যাঁহারা ঈশ্বরকে প্রেম করেন, তাঁহাদের জন্য তিনি যে কতদূর করিতে পারেন, এবং আমাদের অতি গুরুতর পরীক্ষার সময়, তিনি যে আমাদের সাহায্যার্থে সততই উপস্থিত থাকেন, তাহাও ইহাতে প্রতীয়মান হইবে।

এই তিন জন যুবক, ভাববাদী দানিয়েলের বন্ধু। বিদেশ বাবিলে একত্র বন্দী থাকায়, তাঁহারা দুঃখক্লেশের ভ্রাতা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা একটী আরও উন্নত অর্থেও ভ্রাতা ছিলেন; কারণ তাঁহারা যাঁহার আরাধনা করিতে ভাল-বাসিতেন, সেই একই স্বর্গস্থ পিতার সন্তান ছিলেন।

আমরা কি কোন সময়ে দুঃখক্লেশ, বা বিপদে পতিত হইয়া দেখিতে পাই নাই যে, দুই একজন সমদুঃখী সঙ্গী থাকা ও তাঁহাদের বন্ধুত্ব এবং সৎপরামর্শ-দ্বারা উপকৃত হওয়া

বিলক্ষণ সান্ত্বনার বিষয় ? আর যখন এই সকল ভক্ত যিহুদী বিদেশে, ঈশ্বরভয়বিবর্জ্জিত ও তাঁহার আজ্ঞাপালনে বিমুখ লোকদের মধ্যে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদের পক্ষেও অবশ্যই ঐরূপ হইয়াছিল। তাঁহারা পরস্পরের হস্তসবল ও অন্তরের সাহসবৃদ্ধি করিতে বিস্তর সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশে যে আনন্দ ও সুখশান্তি পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদিকে যে সকল গুরুতর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে, তৎসম্বন্ধে তাঁহারা একত্র কথোপকথন করিয়াছিলেন। এই উপস্থিত বা অন্য কোনরূপ পরীক্ষায় তাঁহাদের কি প্রকার আচরণ করা উচিত, তদ্বিষয়ে তাঁহারা সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। অধিকন্তু, যে সর্ব্বশক্তিমান বন্ধু ও রক্ষাকর্ত্তা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাদিগকে কখন পরিত্যাগ করিবেন না, বা ছাড়িবেন না, তাঁহারা তাঁহার বিষয়ে পরস্পরের বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত করিতে পারগ হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের কাহিনীর একাংশ দানিয়েলের কাহিনীর সহিত সংযুক্ত আছে। বাবিলে তাঁহাদের উপনীত হওয়ার পরে, প্রথম কতিপয় বৎসর সম্ভবতঃ তাঁহারা একত্র বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থাগ্রন্থে যে সকল খাদ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিতে স্পষ্টই নিষিদ্ধ হইয়াছিল, যখন দানিয়েল তাহা ভোজন করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারও সাহস পূর্ব্বক তাহা ভক্ষণ করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। তাঁহারা অনেক বার একত্র জানুপাত পূর্ব্বক প্রার্থনা করিয়াছিলেন, আর তখন তাঁহাদের উপর কেবল ঈশ্বরেরই দৃষ্টি

ছিল। অপর, আমরা বিশেষরূপে জ্ঞাত হই যে, সেই পরীক্ষার সময়, যখন নবূখদ্‌নিৎসরের স্বপ্নার্থব্যাখ্যা করিতে অসমর্থ হওয়ায়, সমস্ত বিদ্বান লোকদিগকে বধ করিতে যাওয়া হইতেছিল, তখন তাঁহারা একত্র হইয়া এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন ঈশ্বর দয়া করিয়া তাঁহাদিগকে উহার অর্থ-ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা দেন।

কিন্তু দানিয়েলের গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে, একটী অতি আশ্চর্য্য ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে, আর ইহার সহিত কেবল এই তিন জনেরই সম্বন্ধ আছে।

নবূখদ্‌নিৎসর একজন নির্ব্বোধ ও দুষ্ট রাজা, এবং পুত্তলিগণের উপাসক ছিলেন। আর এইরূপ বোধ হইতেছে যে, তিনি ষষ্টি হস্ত উচ্চ একখানি প্রকাণ্ড স্বর্ণময় প্রতিমা নির্ম্মাণ করান। তৎপরে দেশের সমস্ত প্রধান২ লোককে একত্র করিয়া, তাহাদের সাক্ষাতে উহার সম্মুখে প্রণিপাত করেন। তদনন্তর লোক পাঠাইয়া সর্ব্বত্র ঘোষণা করান যে, উচ্চনীচ, ধনীনির্ধন সকল লোককেই, কোন একটী বিশেষ দিনে এই প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে হইবে। আর যদি কোন ব্যক্তি রাজার এই আজ্ঞা অমান্য করে, তবে তাহাকে তৎক্ষণাৎ একটী প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে।

নিরূপিত দিনে রাজার সমস্ত প্রজাগণ আসিয়া, এই অচেতন পুত্তলির সম্মুখে প্রণিপাত করিয়া মনে করিল যে, তাহারা ঈশ্বরের আরাধনা করিতেছে। তূরী ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনি হইবামাত্র, তাহারা অন্ধের ন্যায় তাহাদের রাজার আজ্ঞানুসারে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল।

কিন্তু সেইখানে এমন তিন জন লোক ছিলেন, যাঁহারা এই পৌত্তলিক উপাসনায় যোগ দেওয়াকে মহাপাপ বলিয়া জানিতেন, আর তাঁহারা যাহা অনুচিত বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সাহসপূর্ব্বক তাঁহারা তাহা করিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। শদ্রক্, মৈশক্ ও অবেদ্-নগোর নামোল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দানিয়েলের নামের উল্লেখ করা হয় নাই। বোধ হয়, তৎকালে তিনি বাবিলে উপস্থিত ছিলেন না; কারণ তথায় থাকিলে, তিনি যে, তাঁহার ভ্রাতৃগণের পক্ষাবলম্বন করিতেন, তাহা আমরা ক্ষণকালের জন্যও সন্দেহ করিতে পারি না।

অপর, এরূপ না করিয়া তাঁহারা আর কি করিতে পারিতেন? সত্য বটে, রাজার আজ্ঞা অমান্য করা বিপজ্জনক; কিন্তু ঈশ্বরের আজ্ঞা অমান্য করা আরও বিপজ্জনক। সত্য বটে, তাঁহারা রাজার অনুগ্রহে বঞ্চিত হইতে যাইতেছিলেন। এতদ্ভিন্ন, বোধ হয়, তাঁহাদের প্রাণনাশেরও সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু এ সকল অপেক্ষা প্রিয় তাঁহাদের আরও কিছু ছিল, সেই জন্যই তাঁহারা সাহস পূর্ব্বক অস্বীকার করিয়াছিলেন।

অতএব, তাঁহাদের অভিযোক্তারা তৎক্ষণাৎ রাজার নিকটে গমন করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা বলিল, "হে মহারাজ, সেই ব্যক্তিরা আপনাকে মানে না, এবং আপনকার দেবগণের সেবা করে না, এবং আপনি যে স্বর্ণময় প্রতিমা স্থাপন করিয়াছেন, তাহারও পূজা করে না।"

তাঁহার এই আজ্ঞা অমান্য করায়, অহঙ্কারী রাজা অতিশয় রুষ্ট হইলেন, এবং উক্ত যিহূদী যুবকদিগকে আপনার সম্মুখে ডাকাইয়া আনিয়া এ অভিযোগ সত্য কি না, তাহা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, হয় তো তাঁহারা এই রাজাজ্ঞা বুঝিতে পারেন নাই, সেই জন্য তিনি নিজেই তাঁহাদিগকে বলিলেন, যদি তোমরা এখনও প্রতিমার সম্মুখে প্রণিপাত না কর, তবে তোমাদিগকে নিশ্চয়ই সেই ভয়ঙ্কর দণ্ডভোগ করিতে হইবে; "আমার হস্ত হইতে উদ্ধার করিবে এমন কোন্ দেবতা আছে?"

কিন্তু এই সকল অভিযুক্ত যুবকের প্রশান্ত, নির্ভীকভাব এবং মহদ চরণের বিষয় প্রণিধান করিয়া দেখ। তাঁহারা তাঁহাদের বর্ত্তমান অধিপতির প্রতি কোন অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই, এবং দণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় কোনরূপ অসার ওজর-আপত্তি করেন নাই। তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ লোকের ন্যায় কথা কহিয়াছিলেন ও কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বিবাদের বিষয়টি ঈশ্বরেরই বিষয়। তাঁহারা বলিলেন, "হে নবূখদ্‌নিৎসর, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের নিষ্প্রয়োজন। হয় তো, আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর ঐ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করণে সমর্থ আছেন বলিয়া মহারাজের হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন। নয় তো, মহারাজ জানিবেন, আমরা আপনকার দেবগণের সেবা করিব না, এবং আপনকার স্থাপিত স্বর্ণপ্রতিমার পূজাও করিব না।"

এই কথায় নবূখদ্‌নিৎসরের ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি ক্রোধে একেবারে উন্মত্তবৎ হইলেন। তাঁহার মুখের কথাই আইন, আর ইহার পূর্ব্বে কেহ কখন এরূপ মুক্তকণ্ঠে ও প্রকাশ্যরূপে তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করে নাই। অতএব অগ্নিকুণ্ডটী সাতগুণ উত্তপ্ত করিতে আদেশ দেওয়া হইল, এবং ঈশ্বরের এই অকপট-হৃদয় দাসগণকে দণ্ড দিয়া ক্রোধশান্তি করিবার জন্য বিশেষ ঘাতকদিগকে নিযুক্ত করা হইল।

ইহাঁদের অপেক্ষা অধিক প্রসন্নচিত্তে কখন কোন ধর্ম্মবীর জীবন বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হন নাই। তাঁহারা নির্ভীকচিত্তে রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইলেন; আর চতুঃপার্শ্বস্থ সমবেত দর্শকমাত্রেই, কতিপয় মুহূর্ত্তে তাহাদের পাঞ্চভৌতিক দেহকে ভস্মাবশেষে পরিণত হইতে দেখিবার অপেক্ষা করিতে লাগিল।

কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে তাহারা কি দেখিল? লোহিত-সমুদ্রে যেমন ইস্রায়েলীয়েরা, কিম্বা সিংহগণের খাতে দানিয়েল, তেমনি এই যুবকেরা বিপদে অক্ষুণ্ণ থাকিলেন। অগ্নিশিখা তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে লাগিল। উত্তাপে তাঁহাদের একটী কেশও দগ্ধ হইল না। অগ্নিশিখার মধ্যে ঈশ্বরের এই দাসদিগকে অব্যাহত-শরীরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে স্পষ্টই দেখা গেল। ইহা একটী প্রকৃত অলৌকিক ক্রিয়া, এবং কেহই ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না।

কিন্তু পুনরায় দৃষ্টিপাত কর। তাঁহারা কি একাকী আছেন? না, তাঁহাদের সঙ্গে এমন একজন আছেন, যাঁহার আকার-

প্রকারে প্রতীয়মান হইতেছে যে, তিনি সামান্য মনুষ্য নহেন। তিনি "ঈশ্বরের পুত্রের সদৃশ," এবং তাঁহাদের বিপদকালে তাঁহাদের উদ্ধারকর্ত্তার কার্য্য করিতেছেন।

এইরূপে শদ্রক, মৈশক্ ও অবেদ-নগোর প্রাণরক্ষা হইল। রাজা ও অন্যান্য দর্শকগণ চমৎকৃত হইলেন, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে সত্য ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন।

ইহার পর, আমরা এই বিশ্বাসী ভক্ত লোকদের সম্বন্ধে আর কিছুই শ্রবণ করি না। দানিয়েলের ন্যায়, তাঁহারা বাবিল-রাজ্যে উচ্চপদে উন্নীত হইয়াছিলেন, এবং আপনাদের নিষ্ঠাপূর্ণ আচারব্যবহার-দ্বারা ঈশ্বরকে সম্মানিত করিতে জীবন-যাপন করিয়াছিলেন।

এই কাহিনীতে আমরা অনেকগুলি সারগর্ভ উপদেশলাভ করিতে পারি।

প্রথমতঃ—আমরা এইরূপ শিক্ষা পাই যে, ঈশ্বরের প্রিয়তম দাসগণকেও গুরুতর পরীক্ষা ও দুঃখে নিপতিত হইতে হয়। দুঃখ-ক্লেশ-বিবর্জ্জিত জীবন তাঁহার প্রেমের পরিচায়ক নহে, বরং তদ্বিপরীতেরই পরিচায়ক। "প্রভু যাহাকে প্রেম করেন, তাহাকে শাস্তি প্রদান করেন।"

দ্বিতীয়তঃ—ইহাতে আমরা আরও শিক্ষা পাই যে, যখন উদ্ধারের অন্য কোন উপায় দেখা যায় না, তখনও তিনি উদ্ধার করিতে পারেন। এই তিন যিহূদী যুবকের নিকটে মৃত্যু নিশ্চিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সদাপ্রভু তাঁহাদিগকে রক্ষা করিয়া, তাঁহাদের সমস্ত পরীক্ষা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। তিনি কখন এমন অঙ্গীকার করেন নাই যে,

তাঁহার সন্তানগণ দুঃখ-ক্লেশে পতিত হইবে না; কিন্তু তাঁহাদের দুঃখদুর্দ্দশার সময়, তিনি যে তাঁহাদের সহবর্ত্তী থাকিবেন, ইহা তিনি অঙ্গীকার করিয়াছেন।

তৃতীয়তঃ—ইহাতে আরও শিক্ষা পাই যে, যদি অগ্নিকুণ্ডে যীশু আমাদের সঙ্গে থাকেন, তবে তদ্দ্বারা আমরা শুদ্ধীকৃত হইব, বিনষ্ট হইব না। ধন্য ঈশ্বর, তিনি যথার্থই আপনার ভক্তগণের সহবর্ত্তী থাকেন; কারণ তাঁহার সানুগ্রহ অঙ্গীকার এই;—"তুমি জলের মধ্য দিয়া গমন করিলে আমি তোমার সঙ্গে থাকিব; ও তুমি নদীর মধ্য দিয়া গমন করিলে সে সকল তোমাকে মগ্ন করিবে না; এবং অগ্নির মধ্য দিয়া চলিলে তুমি দগ্ধ হইবা না, ও তাহার শিখা তোমার দাহ জন্মাইবে না।"

সর্ব্বশেষে—ইহাতে আরও শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আমরা যে কোন অবস্থায় পতিত হই না কেন, তাহাতেই ঈশ্বরের বিষয়ে লজ্জিত না হইয়া, বরং নির্ভয়ে তাঁহার শত্রুগণের সম্মুখে তাঁহাকে স্বীকার করিয়া, সাহস পূর্ব্বক কার্য্য করত তাঁহার সম্মান করিতে পারি।

একালে সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ খ্রীষ্টীয়ান কত অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়! অতি অল্প লোকেই আপন আপন ক্রুশ তুলিয়া লইয়া ত্রাণকর্ত্তার অনুগমন করিতে প্রস্তুত। অনেক সময় পথের বন্ধুরতা দেখিয়া আমরা ভীত হইয়া পড়ি, এবং অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপ আমাদের পক্ষে অসহ্য বলিয়া বোধ হয়।

ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার দাসাকর্ম্ম করিতে আরও সাহস দিউন, তাহাতে যেন বিপদ উপস্থিত হইলে, আমরা মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশ্বস্ত থাকিতে পারি।

বেল্‌শৎসর

বা

দেওয়ালের গাত্রে হস্তলিপি।

কোন কোন পাপী জগতে এমন সুখস্বচ্ছন্দে থাকে যে, তাহাদের কোন বিপদাপদ হয় না, কোন দুঃখক্লেশ দেখিতে পাওয়া যায় না; এমন কি, মৃত্যুকালেও তাহারা কোন আশঙ্কা বোধ করে না। কিন্তু কোন কোন লোকের উপর ঈশ্বর যেন আপনার কোপদৃষ্টি স্থাপন করিয়া রাখিয়া থাকেন, আপনার অসন্তোষের স্পষ্ট চিহ্ন রাখিয়া দেন। তাহারা ইহলোকেই তাঁহার শত্রু বলিয়া চিহ্নিত হয়।

বেল্‌শৎসর শেষোক্ত প্রকার লোক। সে একজন অসৎ লোক ছিল, আর ঈশ্বরের ক্রোধ তাহার উপর স্পষ্ট ও অভ্রান্ত রূপে অবস্থিত ছিল। সে বাবিলের অধার্ম্মিক রাজাগণের মধ্যে একজন, এবং নবূখদ্‌নিৎসরের পৌত্র। ধর্ম্মপুস্তকের একটী অধ্যায়ে তাহার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, আর তাহার অধিকাংশতেই তাহার জীবনের একটীমাত্র আশ্চর্য্য ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে।

তথাপি উহা হইতে তাহার প্রকৃত চরিত্র বেশ জানিতে পারা যায়। সে একজন নিশ্চিন্ত, সাংসারিকমনা, ঈশ্বরবিস্মৃত;

পবিত্রবস্তুর অবমাননাকারী লোক ছিল। ঈশ্বর তাহার পিতামহের সহিত যে আশ্চর্য্য ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহার মনে যেন কোন সুফলই উৎপন্ন হয় নাই ; ফলতঃ, সে এমন ভাবে জীবন-যাপন করিয়াছিল যে, যেন তাহার কোন আরাধ্য ঈশ্বর এবং তাহার পরিত্রাণ হইবার কোন আত্মা নাই।

বেল্‌শৎসরের চরিত্র এইরূপ ছিল। তাহার যৌবনকালের বিষয়ে শাস্ত্রে কিছুই বলা হয় নাই। বোধ হয়, সেই সময়টী পাপেতেই অতিবাহিত হইয়াছিল, আর তৎসম্বন্ধে যে কোন কথা বলা হয় নাই, তাহা ভালই হইয়াছে। তাহার রাজত্বের সপ্তদশ বৎসরে এরূপ একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, ঈশ্বর স্বর্গ হইতে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এবং তাহার কদাচরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন।

তৎপরে এক দিন রাত্রে, এইরূপ ঘটনা ঘটে যে, বাবিলে একটী রাজকীয় ভোজ প্রস্তুত হয়। রাজা আপনার রাজ্যস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি ও মহৎ লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। প্রায় এক সহস্র নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ভোজাগারে সমবেত হইয়াছিল। সেই প্রশস্ত প্রকোষ্ঠটী নানাবিধ সুবর্ণময় ভূষণে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল, এবং শত শত দীপ হইতে উজ্জ্বল আলোকরশ্মি বিকীর্ণ হইতেছিল। বাবিলে যত প্রকার সুখাদ্য ভক্ষ্য দ্রব্য পাওয়া যাইত, মেজের উপর তৎসমস্তই সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। সকলের রুচি অনুরূপ খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল, এবং ভাবনাচিন্তা দূর করণার্থে যথেষ্ট পরিমাণ মদিরা ছিল। "তাহাদের ভোজেতে বীণা ও নেবল্‌ ও তবল ও বাঁশী ও দ্রাক্ষারসের আয়োজন হয়, কিন্তু

তাহারা সদাপ্রভুর কর্ম্ম নিরীক্ষণ করে না।" ফলতঃ, দুষ্টচিত্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্টচিত্ত এই দলের কর্ত্তা ও গুরু মহাশয় যে রাজা, তিনি নিজেও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

ভোজন-পান করিতে করিতে, যখন মত্ততা উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন বেল্‌শৎসর আরও পান-পাত্র আনিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিল। এরূপ উপলক্ষে সচরাচর যে সকল পাত্র ব্যবহৃত হইত, সে তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া যিরূশালেমের মন্দির হইতে অপহৃত পাত্র সকল আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিয়া, এই অপবিত্র উদ্দেশ্যে তাহা ব্যবহার করিতে সাহসী হইল। এই সকল পাত্র মদে পরিপূর্ণ করিয়া, সে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের হস্তে দিল।

তাহার দৃষ্টিতে কিছুই পবিত্র ছিল না। ঈশ্বরের গৃহ বা ঈশ্বরের সমাদরার্থে, তাহার কোন সম্মানবোধ ছিল না। সে একজন দুঃসাহসী অপরাধী ছিল, আর সেই জন্যই সদাপ্রভুকে অবমাননা করিয়া, তাঁহার ক্রোধোত্তেজিত করিতে এইরূপ সাহস করিয়াছিল।

উক্ত ভোজাগারের বাতায়নের নিকট দিয়া গমন করিলে, তুমি নিঃসন্দেহই এমন অনেক অশ্রাব্য শব্দ শুনিতে পাইতে, যাহাতে তোমার কর্ণে জ্বালা ধরিত, এবং ঐ সকল নিশ্চিন্ত নিমন্ত্রিতগণের বিষয় ভাবিয়া তোমার হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। কিন্তু সহসা সকলেই নীরব হইল। উচ্চ হাস্যধ্বনি নিবৃত্ত হইল। সকলের মুখের ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। রাজা নিজেই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

ইহার কারণ কি? কি হইয়াছে? চক্ষু ফিরাইয়া সকলেই

প্রকোষ্ঠের একটী স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিল। বিস্ময়বিমুগ্ধ হইয়া, তাহারা সেইখানে দেওয়ালের গাত্রে একখানি হস্তকে এমন কয়েকটী নিগূঢ় অক্ষর লিখিতে দেখিল, যাহা কেহই বুঝিতে পারিল না। কথাগুলি সংক্ষিপ্ত এবং সংখ্যায় অতি অল্প। কিন্তু সকলেই এইরূপ বোধ করিয়াছিল, যেন তাহা গভীর ভাবপূর্ণ; আর তাহাদের দোষী অন্তঃকরণে ত্রাস জন্মিয়াছিল। বাবিলের এই সকল পাপী "কাঁপিতেছিল, ধর্ম্মাবমানকেরা ত্রাস পন্ন হইয়াছিল।"

রাজার অপেক্ষা আর কেহই অধিকতর ভয়বিহ্বল হয় নাই। জগতের অন্যান্য যাবতীয় অধার্ম্মিক আত্মশ্লাঘী লোকের ন্যায়, তিনিও ভীরু—কাপুরুষ ছিলেন; আর এখন তিনি ভয় ও বিস্ময়ে কম্পমান হইলেন; "তাহার মুখ বিবর্ণ হইল, ও তাহার মহল্লোকেরা উদ্বিগ্ন হইল।"

তাহাতে রাজা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "বিদ্বান লোকদিগকে, জ্যোতির্ব্বেত্তাদিগকে ডাকিয়া আন; এই উদ্বেগ ও ঝঞ্ঝাটের সময় তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা যাউক। যদি তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে পারে, তবে তাহাদিগকে পুরস্কার করা যাইবে।" বিদ্বান লোকদিগকে ডাকিয়া আনা হইল; কিন্তু তাহারা সেই লিপির কোন অর্থই করিতে পারিল না।

এমন সময় বৃদ্ধা রাজ্ঞী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ভোজাগারে যে ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার সংবাদ তিনি পাইয়াছিলেন। তিনি একজন সুবিবেচক নারী ছিলেন; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ আপনার পুত্রকে দানিয়েলকে ডাকাইয়া আনিতে পরামর্শ দান করিলেন।

বেল্‌শৎসরের রাজত্বকালে দানিয়েলের বিষয়ে বড় একটা মনোযোগ দেওয়া হইত না। তিনি নবূখদ্‌নিৎসরের যে উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বিস্মৃতির অগাধজলে প্রায় ডুবিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে রাজাকে তাঁহার সততা ও বিজ্ঞতার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া, তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিতে বলা হইল; তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ ভোজাগারে উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন সত্তর বৎসর বয়স্ক মাননীয় বৃদ্ধলোক, তাঁহার শুভ্র-কেশশোভিত মস্তক এবং মুখমণ্ডলের সাত্ত্বিক ভাব দেখিয়া তাঁহাকে সকলে সম্মান করিতে বাধ্য হইত।

সেইখানে তিনি দণ্ডায়মান আছেন, এবং সকলেই তাঁহার উপর দৃষ্টিপাত করিয়া রহিয়াছে। রাজা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার লাভ কি? বেল্‌শৎসর তাঁহাকে যাহা যাহা দিতে পারিতেন, তৎসমস্তই তাঁহার দৃষ্টিতে জলবিম্ববৎ অসার বলিয়া বোধ হইয়াছিল। সেইজন্য তিনি তত্তাবৎ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন; "তোমার দান তোমার থাকুক; কিন্তু আমি মহারাজের নিকটে এই লিপি পাঠ করিব, এবং তাহার তাৎপর্য্য জ্ঞাত করিব।"

বেল্‌শৎসরকে কতকগুলি গুরুতর কথা বলিয়া এবং তাহার কদাচারের জন্য ভর্ৎসনা করিয়া, ভববাদী লিপিটীর অর্থব্যাখ্যা করেন। ইহা চাটুবাদের সময় নহে; সত্যকথাই বলিতে হইবে। উহাতে বেল্‌শৎসর ও তাঁহার রাজ্যের বিরুদ্ধে একটী ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা নিহিত ছিল। এতদ্দ্বারা তাঁহাকে

জ্ঞাত করা হইতেছিল যে, তিনি ঈশ্বরের তুলাদণ্ডে পরিমিত হইয়া লঘু বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন; তাঁহার রাজত্বের শেষ হইয়াছে, এবং তাঁহার রাজ্য পারসীকদিগকে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই কথা শুনিবামাত্র ভোজনোপবিষ্ট লোকেরা গাত্রোত্থান করিল। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বিষণ্নমনে আপন আপন গৃহে প্রতিগমন করিল। সেই রাত্রেই ঐ কথা সফল হইল। পারসীক সেনাদল নগরে প্রবেশ করিল; বেল্‌শৎসর হত হইলেন, তিনি আপনার পাপরাশি মস্তকে লইয়াই প্রাণত্যাগ করিলেন, এবং তাঁহার রাজ্য তাঁহার শত্রুগণের করায়ত্ত হইল।

পাঠক, এ ভোজ বড় শোচনীয় ভোজ; ইহা পাপে আরব্ধ হইয়াছিল—কেবল যে অপবিত্ররূপে হইয়া নির্ব্বাহিত হইয়াছিল তাহা নহে, কিন্তু ঈশ্বরকে স্পষ্টই তুচ্ছ করা হইয়াছিল, এবং ভীষণ দণ্ডাজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হইয়াছিল।

গর্ব্বিত বেল্‌শৎসরের পরিণামের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখ। সে "শান্তি ও নির্ব্বিঘ্নতা" বলিয়া চীৎকার করিয়াছিল, কিন্তু গর্ভবতীর প্রসববেদনার ন্যায় আকস্মিক সংহার উপস্থিত হইয়াছিল; সুতরাং সে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হয় নাই। দুর্ভাগা পুরুষ! সে জগতে ঈশ্বরবিহীন হইয়া জীবন-যাপন এবং আপনার পাপভার মস্তকে লইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। আঃ! গুরুগম্ভীর-স্বরে এই কথা কি ঘোষণা করা হইতেছে না—"তোমরাও প্রস্তুত থাক। আপনাদের বিষয়ে সাবধান থাক; পাছে কোন সময়ে মদ্যভারে ও মত্ততাতে এবং জীবিকার চিন্তাতে তোমাদের হৃদয় ভারী হইলে সেই দিন অকস্মাৎ তোমাদের প্রতি উপস্থিত হয়?"

দেওয়ালের গাত্রে লিখিত হস্তলিপিটীর বিষয়ও চিন্তা করিয়া দেখ। ঐরূপ লিপি দেখিলে আমরা কি বোধ করিতাম? আমরা কি আপনাদিগকে দোষী, দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত, নির্বাক বোধ করিতাম না? উঃ! আমাদের বিবেক কি আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে না যে, প্রভুর তুলাদণ্ডে পরিমিত হইলে, আমরাও লঘু বলিয়া নির্ণীত হই? এই চিন্তায় আমাদের মন ব্যগ্রতায় পরিপূর্ণ হওয়া উচিত। ইহা ভাবিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত পুরঃসর দয়ার জন্য আমাদের রোদন করা উচিত। ইহা চিন্তা করিয়া দোষী সত্ত্বেও ত্রাণকর্তার পাদপদ্মে পতিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। তাঁহার নিকটেই ক্ষমা পাওয়া যায়। কারণ "আমাদের প্রতিকূলে যে বিধিকলাপ সম্বলিত হস্তলিপি আমাদের বিপক্ষ ছিল, তাহা তিনি মুছিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রেক দিয়া ক্রুশে লট্‌কাইয়া রহিত করিয়াছেন।"

দেওয়ালের গাত্রে লিখিত হস্তাক্ষরের বিষয়, বা যে হস্তে আমাদের প্রত্যেকের প্রকৃত অবস্থা স্বর্গে লেখা থাকে, তাহার বিষয় ভাবিয়া দেখ। যে দিন পুস্তকগুলি খোলা হইবে, এবং আমরা সেই "বৃহৎ শ্বেতবর্ণ সিংহাসনের" সম্মুখে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিব, সেই ভয়ঙ্কর দিনের, বেল্‌শৎসরের ভোজদিনের, অপেক্ষা আরও ভয়ঙ্কর দিনের বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। সে মহাদিনে কে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবে?

যে দুঃসাহসী পাপী এক সময়ে ভীত হয় নাই, সে নহে; সে তো দয়ার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিতে অসম্মত হইয়াছিল; তাহার কোন ভয় ও সংশয় হয় নাই; কিন্তু তখন সে কম্পমান হইবে।

যে আত্মবোধে ধার্ম্মিক, সেও নহে—সে এক সময়ে ভাবিত, তাহার সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল হইবে; কিন্তু দেখ, সে ঈশ্বরের বিচারাসনের সম্মুখে নগ্ন ও কম্পমান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে; তাহার সে ধার্ম্মিকতা "মলিন, অশুচি ছিন্ন বস্ত্র" সদৃশ।

কেবল বিনম্র বিশ্বাসীই তখন দণ্ডায়মান থাকিতে পারিবেন। তাঁহার নিজের কোন সাধুতা বশতঃ নহে; কিন্তু তিনি যে "মেষশাবকের রক্তে ধৌত হইয়াছেন," এবং তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ধার্ম্মিকতায় বিভূষিত হইয়াছেন, এই জন্যই পারিবেন।

নহিমিয়

বা

প্রার্থনাই কৃতকার্য্যতা-লাভের মূল।

কোন ব্যক্তির সামাজিক পদ যাহাই হউক না কেন, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না। যদি তিনি ইচ্ছা করেন, তবে ঐ পদে থাকিয়াই ঈশ্বরের গৌরবসাধন করিতে, এবং যথেষ্ট কৃতকার্য্য হইতে পারেন। দায়ূদ, হিষ্কিয়, যোশিয় এবং অন্যান্য মহৎ লোকেরা স্ব স্ব জীবনকালে ঈশ্বরকে সম্মানিত করিয়াছিলেন; সূরীয় নামানের পরিচারিকা "ছোট বালিকা"টিও তাহাই করিয়াছিল। প্রিয় পাঠক, তুমিও তাহা করিতে পার। তুমি যে অল্পকাল ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিবে, তাহাতে ঈশ্বরের সেবা এবং অন্যান্য লোকের পরম-মঙ্গল-সাধন করিতে পার।

নহিমিয় এইরূপ লোক ছিলেন; তিনি ঈশ্বরের গৌরব এবং তাঁহার স্বদেশীয়দের মঙ্গলার্থে অনেক করিয়াছিলেন। তিনি একজন যিহূদী ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা যিরূশালেম হইতে বন্দীরূপে আনীত হইয়াছিলেন। যদিও তাঁহাদের স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার স্বাধীনতা ছিল, তথাপি তাঁহারা সম্ভবতঃ তাঁহাদের বন্দীত্বের দেশে থাকিয়া তথায় বসতি করিতে ভাল-বাসিয়াছিলেন।

যৌবনকালেই নহিমিয় রাজবাড়ীর কার্য্যে ভর্ত্তি হইয়া

রাজার পানপাত্রবাহক বা ঘনিষ্ঠ অনুচর নিযুক্ত হন। ইহা একটী উন্নত পদ এবং ইহাতে তাঁহার বিস্তর লাভ হইত; অধিকন্তু ইহাতে তাঁহার প্রভু, রাজার অনুগ্রহলাভ করিবার অনেক সুযোগও ছিল।

এক দিন, যখন তিনি তাঁহার যিরূশালেমস্থ স্বদেশীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে দুই জন যিহূদী-ভ্রাতার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, তখন তাহাদের জন্য তাঁহার মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ হইয়া উঠিল; তাহাতে তিনি ব্যগ্রতাপূর্ব্বক তাহাদের নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। সেই সময় অবধি তাঁহার অন্তরে তাহাদের মঙ্গল করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। কিন্তু কিরূপে ইহা সাধিত হইতে পারে, তাহা তিনি জানিতেন না।

ইহার কিঞ্চিৎ পরে, রাজবাটিতে রাজার নিকটে উপস্থিত থাকায়, তিনি নহিমিয়ের বিষণ্ণভাব অবলোকন করিয়া তাঁহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; আর যখন তিনি জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার স্বদেশের দুর্দ্দশার বিষয় শ্রবণ করিয়া তাঁহার মন বিষণ্ণ হইয়াছে, তখন তিনি তাঁহাকে তাঁহার মনের সমস্ত ভাব ও ইচ্ছা ব্যক্ত করিতে উৎসাহ-দান করিলেন। নহিমিয় প্রার্থনা-শীল লোক ছিলেন, সুতরাং তিনি আপনার সাহায্যার্থে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিলেন। তৎপরে তিনি আপনার প্রভুকে স্পষ্টই বলিলেন যে, যিরূশালেম নগরটী ধ্বংসপ্রায় হইয়াছে; আর তাহা পুনর্নির্ম্মাণ করণার্থে তিনি তাঁহার ভ্রাতৃগণকে উৎসাহ দিতে চাহেন, ও সেইজন্য তথায় যাইতে ইচ্ছা করেন; ইহাই তাঁহার প্রাণের একমাত্র বাসনা।

রাজা অর্তক্ষস্ত তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে যাইবার অনুমতি দান করিলেন, কিন্তু যেন তিনি কোন একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত কাল অনুপস্থিত না থাকেন, কেবল ইহাই তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। অধিকন্তু, তাঁহার উদ্দেশ্য-সাধন-পক্ষে আনুকূল্য করিবার নিমিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন রাজপুরুষদিগের নামে কয়েকখানি পত্রও দিলেন।

শলোমন বলেন, "সদাপ্রভুর হস্তে রাজার অন্তঃকরণ জলপ্রণালীর ন্যায়; তিনি যে দিগে ইচ্ছা, সেই দিগে তাহা ফিরান।" নহিমিয় ইহা জানিতেন, আর সেইজন্য তিনি ঈশ্বরের নিকটে এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন অর্তক্ষস্ত তাঁহার আবেদনে অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন; আর রাজা তাহাই করিয়াছিলেন। আহা! আমাদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য, প্রভুর নিকটে কেবল প্রার্থনা করিলে, অনেক সময় কত বাধাবিঘ্নই দূরীকৃত হইত! নহিমিয়ের ন্যায়, আমাদের প্রার্থনা সংক্ষিপ্ত হইতে পারে; কিন্তু হয় তো তাহাতে অনির্ব্বচনীয় মঙ্গল সাধিত হইতে পারে। নহিমিয় যেমন মনে মনে সংক্ষেপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তেমনি ঈশ্বরের নিকট হইতে আমাদের কোন সাহায্যলাভের আবশ্যক হইলে, সর্ব্বসময়ে তাঁহার কাছে সংক্ষেপে প্রার্থনা করিবার অভ্যাস সংগঠন করা বড়ই উপকারী।

রাজার পত্র, এবং রক্ষার্থে তাঁহার সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া, নহিমিয় অবিলম্বে যাত্রা করিলেন। তাঁহার প্রিয়তম পৈতৃক ভূমিতে পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে, তাঁহাকে বহুকষ্টে অনেক পথ

অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। যিরূশালেমে উপস্থিত হইয়া, তিনি নগরের চতুর্দ্দিক দেখিয়া বেড়ান, এবং গোপনে ভগ্নপ্রাচীর ও ভূপতিত অট্টালিকা সকল পরিদর্শন করেন। তৎপরে নগরের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয় করিয়া, তিনি সাহসপূর্ব্বক তাঁহার স্বদেশীয়দিগকে অবিলম্বে ভগ্নপ্রাচীরাদি সংস্কার করিতে অনুরোধ করেন;—"আইস, আমরা যিরূশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্ম্মাণ করি; তাহাতে আর ধিক্কারের পাত্র থাকিব না।"

অর্তক্ষস্ত ইতিপূর্ব্বে যে সকল বড় লোককে তথায় পাঠাইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রাচীর নির্ম্মাণের কথা শুনিয়া হাসিয়াছিল, এবং কার্য্যটীর দুঃসাধ্যতা, ও তাহা সম্পাদন করণে তাহাদের অক্ষমতার বিষয় উল্লেখ করিয়া হতভাগ্য যিহূদীদিগকে বিদ্রূপ করিয়াছিল। কিন্তু নহিমিয় যে উত্তর করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখ। উহা বিশ্বাসীর উত্তর, সাহসী ঈশ্বর-নির্ভরকারী বিশ্বাসীর উত্তর; "যিনি স্বর্গের ঈশ্বর, তিনিই আমাদিগকে কৃতকার্য্য করিবেন; অতএব তাঁহার দাস যে আমরা, আমরা উঠিয়া গাঁথিব।"

বোধ হইয়াছিল, যেন তিনি উক্ত কার্য্যে কোন দুঃসাধ্যতা দেখিতে পান নাই; কিম্বা যদি পাইয়াও থাকেন, তবে তাহাতে তাঁহার মন বিচলিত হয় নাই। ঈশ্বর তাঁহাদের সহবর্ত্তী থাকিবেন; আর তাহাই যথেষ্ট। তিনি তাঁহাদিগকে সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ করিবেন; তাহাতে সর্ব্ববিষয়েই মঙ্গল হইবে। হাঁ, তিনি একজন সাহসী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সাহসের উৎকৃষ্ট ভিত্তিমূল ছিল। হাঁ, যদি আমরা ঈশ্বরের কার্য্যে ব্যাপৃত হই, এবং আমাদের নিজের সামর্থ্যে নির্ভর না করিয়া,

তাঁহার অনুগ্রহপূর্ণ অঙ্গীকারেই নির্ভর করি, তবে আমরাও সাহসপূর্ব্বক নির্ভয়ে অগ্রসর হইতে পারিব।

সকলকে নিয়মিত পালাবদ্ধ করিয়া নহিমিয় আপনার ভ্রাতৃগণকে কার্য্যে লাগাইয়া দেন। আমি পূর্ব্বে যে পারসীক বড় লোকদের কথা বলিয়াছি, তাহারাই তাঁহাদের প্রধান প্রতিবন্ধক, আর তাহারা অন্যান্য লোকদিগকেও যিহূদীগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছিল। অবজ্ঞাত যিহূদীরা বাস্তবিকই সংখ্যায় অল্প, এবং তাহাদের শত্রুগণের তুলনায় দুর্ব্বল। এতদ্ভিন্ন, তাহাদের শত্রুরা এতদূর বিপক্ষতা করিয়াছিল যে, যিহূদীরা আপনাদিগকে দুই দলে বিভক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যৎকালে কতক কতক লোক প্রাচীরাদি পুনর্নির্ম্মাণ করিতে ব্যাপৃত ছিল, তৎকালেই অন্যান্যকে প্রহরিতা করিয়া অস্ত্রদ্বারা তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। আবার কোন কোন সময়ে, তাহারা এক হস্তে কার্য্য এবং অপর হস্তে অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

এইরূপে তাহারা যুদ্ধ করিতে করতে কার্য্য করিয়াছিল। অবশেষে সমস্ত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও, তাহাদের নিজের যত্ন ও পরিশ্রমে ধ্বংসাবশিষ্ট নগরটী পুনর্নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া সুখী হইল।

কিন্তু নহিমিয় পারস্যদেশে প্রতিগমন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তথাপি তিনি শীঘ্রই আপনার প্রভুর নিকট হইতে যিরূশালেমে ফিরিয়া আসিবার অনুমতিপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আর তথায় উপস্থিত হইলে পর, তিনি নিয়মিতরূপে নগরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

নহিমিয়ের এই নূতন পদে আমরা তাঁহাকে তাঁহার

ভ্রাতৃগণের মঙ্গলার্থে পূর্ব্বের ন্যায় যত্নবান হইতে দেখিতে পাই ; ফলতঃ, তিনি তাহাদের মধ্যে সেই একই উদ্যম ও আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, এবং ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া বিশ্বাসপূর্ব্বক সমস্তই তাঁহার গৌরবের জন্য সম্পাদন করিতে সেই একই ব্যগ্রতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

নগরটী পুনর্নির্ম্মিত হইলে পর, উহার অধিবাসীগণের মঙ্গল বিষয়ে মনোযোগ করা তাঁহার আবশ্যক হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি উৎকৃষ্ট নিয়ম প্রণয়ন করিয়া, অচিরে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন।

যাহাতে লোকেরা নিরাপদে বাস করিতে পারে, তাহার উপায়-বিধান করাই তাঁহার প্রথম কার্য্যকলাপের মধ্যে একটী। তিনি এইরূপ আজ্ঞা করেন যে, একটী নির্দ্দিষ্ট সময়ে নগরের দ্বারসকল বন্ধ এবং প্রাচীর ও বরুজগণের উপর প্রহরিতা করিতে হইবে।

অপর, যাহাতে তাহারা আপনাদের চতুঃপার্শ্বস্থ পৌত্তলিকদের সহিত বিবাহাদি না করিতে পারে, তৎপরে তিনি তাহা নিবারণ করিবার উপায়াবলম্বন করেন, কারণ ঈশ্বরের ব্যবস্থায় ইহা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হইয়াছিল।

তদনন্তর তিনি তাহাদের পর্ব্বসকল পুনঃপ্রচলিত করেন। ইহার এক উপলক্ষে, ইষ্রা (তিনি সম্প্রতি ব্যবস্থাগ্রন্থ লেখা শেষ করিয়াছিলেন) উচ্চৈঃস্বরে লোকদের নিকটে ব্যবস্থাগ্রন্থ পাঠ এবং উহার নানা স্থানের অর্থব্যাখ্যা করেন; আর এই উদ্দেশ্যে তিনি কোন প্রধান রাজপথে একটী প্রচারমঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

অপর, তিনি আপনার ভ্রাতৃগণকে মন্দিরাদি অট্টালিকা-সমূহের জীর্ণসংস্কার ও ঈশ্বরের সেবার্থে বার্ষিক কর দান করিতে লওয়াইয়া, মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহের উপায়-বিধান করেন।

কিন্তু একটী বিষয়ে, অর্থাৎ বিশ্রামবার-পালন সম্বন্ধে, তিনি যিহুদীদিগকে বিশেষরূপে আজ্ঞা করিয়াছিলেন। কারণ তাহাদের ঝঞ্ঝাট-বিপদের সময়, চতুর্থ আজ্ঞাটীর বিস্তর অবহেলা করা হইয়াছিল। কিন্তু নহিমিয় নিজে উহার উপকারিতা ও আবশ্যকতার বিষয় জানিতেন। যৎকালে তিনি শূশন নগরে পৌত্তলিকতায় পরিবেষ্টিত হইয়া কালযাপন করিয়াছিলেন, তৎকালে উক্ত দিনে তাঁহার মনে যে শান্তি ও পবিত্র সচ্চিন্তার উদয় হইত, তাহা তিনি জ্ঞাত ছিলেন। ফলতঃ, ঈশ্বরের প্রাপ্য সম্মান যেন তিনি প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার পবিত্র দিনটী যথাবিহিতরূপে পালিত হয়, সম্প্রতি তিনি তাহাই দেখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

যাঁহারা ঈশ্বরের বিশ্রামবার পালন, এবং তাঁহার ধর্ম্মধামের সম্মান করেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহারাই তাঁহার আশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত হন। কারণ তিনি কি অঙ্গীকার করেন নাই যে, "যাহারা আমাকে গৌরবান্বিত করে, তাহাদিগকে আমি গৌরবান্বিত করিব?"

নহিমিয় একজন বিশ্বাসী লোক ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করিতেন; আর সেইজন্যই তাঁহার এত সাহস। আঃ! যেন আমাদের আরও সরল, শিশুবৎ নির্ভর, আরও সজীব বিশ্বাস থাকে। ঈশ্বর যে তোমাকে সাহায্য করিতে পারেন, ও করিবেন, তাহা বিশ্বাস কর; এবং

তাঁহারই সামর্থ্যে অগ্রসর হও, ও সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহার জন্য কার্য্য কর।

এতদ্ভিন্ন, নহিমিয় প্রার্থনাশীল লোক ছিলেন। আমরা তাঁহাকে সর্ব্বদাই ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করিতে দেখিতে পাই। ঝঞ্ঝাট-বিপদের সময়, ইহাই তাঁহার সাহস-শান্তির, তাঁহার কৃতকার্য্যতালাভের একমাত্র মূল। হে ঈশ্বর, আমাদের উপর "অনুগ্রহ ও বিনতিজনক আত্মা" আরও অধিক পরিমাণে সেচন কর। যেন আমরা যীশুর শক্তিশালী নামের দোহাই দিয়া সর্ব্বদাই তোমার নিকটবর্ত্তী হইতে পারি। তাহা হইলে আমাদের পথ পরিষ্কার হইবে; "বক্র স্থান সরল হইবে, ও উচ্চনীচ ভূমি সমস্থলী হইবে।"

যখন নহিমিয় শূশনে ছিলেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণ যিরূশালেমেই ছিল। উহাই তাঁহার প্রিয়তম নগর; ঐখানেই তিনি বাস করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয়ানেরও একটী অদৃশ্য নগর আছে; সেইখানে তিনি উপনীত হইতে ইচ্ছা করেন; ইহাই তাঁহার প্রাণের নিত্য আকাঙ্ক্ষা।

হামন

বা

অনুগ্রহপাত্রের অধঃপতন।

আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে, যাহারা জগতের বিশেষ অনুগ্রহভাজন হইয়া থাকে, তাহাদের ভাগ্যে দুর্ঘটনা ঘটিলে, একেবারে অধঃপতিত হয়। আমরা সৌভাগ্যে বড়ই গর্ব্বিত হইয়া উঠিতে পারি। উহার মাদকতা সহ্য করিতে পারি না। আমরা অচিরে অহঙ্কারী ও সাংসারিকমনা হইয়া পড়ি। আর তাহা হইলে, আমাদিগকে নিশ্চয়ই দুঃখ-ভোগ করিতে হইবে; কারণ এই কথা লিখিত আছে যে, "বিনাশের পূর্ব্বে অহঙ্কার, ও পদস্খলনের পূর্ব্বে মনের গর্ব্ব হয়।"

হামনের উপর জগতের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। তাহার প্রভু রাজা অক্ষশ্বেরশ্ বারির ন্যায় সতত তাহার উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করিতেন। তিনি তাহাকে একটী উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং পারস্যরাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোক অপেক্ষা তাহাকে সর্ব্বদাই আপনার সম্মুখে আসা যাওয়া করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন।

যদিও অক্ষশ্বেরশ্ পৌত্তলিক ছিলেন বটে, তথাপি ঘটনা-ক্রমে তিনি ইষ্টের নাম্নী জনৈক পিতৃমাতৃহীনা রূপবতী যিহূদী

যুবতীকে বিবাহ করেন। এই কন্যাকে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র মর্দখয় লালনপালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন।

নিত্য নিত্য হামনকে রাজভবনে যাইতে, বা রাজার নিকট হইতে কোন না কোন নূতন অনুগ্রহলাভ করিয়া ফিরিয়া আসিতে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারিত। আর যৎকালে সে রাজপথ দিয়া যাইত, তখন সকলেই তাহাকে প্রণিপাত করিয়া সম্মান করিতে তৎপর হইত।

কিন্তু একটী লোক তাহাকে প্রণাম করিতেন না, তিনি তাহা করিতে পারেন নাই; কারণ তিনি তাহার স্বভাবচরিত্র জানিতেন, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাকে তুচ্ছজ্ঞান করিতেন। ইহাঁর নাম মর্দখয়।

এ অসম্মান হামনের পক্ষে বড়ই মনোদুঃখের কারণ হইয়াছিল। সে ইহা সহ্য করিতে পারে নাই। ইহাতে তাহার অহঙ্কৃত অন্তঃকরণে জ্বালা ধরিয়াছিল। সেইজন্য সে ইহার প্রতিশোধ দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিল।

যে ব্যক্তি কেবল ঐহিক সুখের অন্বেষণ করে, অতি সামান্য বিষয়েই তাহার সে সুখ নষ্ট হইয়া যায়। হামন ধনবান ও সম্মানিত লোক ছিল। সে আজীবন সিদ্ধমনোরথ হইয়াছিল; আর এই সময়ে সে রাজ্যের সর্ব্বোচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিল। কিন্তু হামন সুখী হয় নাই। কি জন্য সে অসুখী হইয়াছিল? সে যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ উপভোগ করে নাই, ইহা বোধ করিয়াই কি অসুখী হইয়াছিল? না, তাহার জন্য সে ভাবিত হয় নাই। সে কি আপনার আত্মার অবস্থা বিবেচনা করিয়া ভীত হইয়াছিল? তাহাকে যে শীঘ্রই আপনার সমস্ত

ধনমান পরিত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে, ইহা ভাবিয়াই কি তাহার মনে অসুখের সঞ্চার হইয়াছিল? না, এরূপ বিষয়ের দ্বারা কোন পরিপক্ক সংসারাসক্ত লোকের মন বড় একটা বিচলিত হয় না। একটা ক্ষুদ্র বিষয়ই তাহার মনোদুঃখের কারণ হইয়াছিল। একজন লোকে তাহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিল, তাহাই তাহার অন্তরে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহাতেই তাহার অহঙ্কারে আঘাত লাগিয়াছিল, এবং অন্তঃকরণ বিষাদে পরিপূর্ণ হইয়াছিল।

একারণ সে মর্দখয়ের উপর ক্রোধে অন্ধ হইয়া উঠিল এবং প্রাণপণে তাঁহার সর্ব্বনাশের পথ দেখিতে লাগিল। এই অহঙ্কারী যিহুদীকে দণ্ড দিতেই হইবে; কিন্তু কিরূপে তাহা দিতে পারা যায়? মর্দখয় তো কোন অপরাধ করেন নাই। তাঁহার সর্ব্বনাশ করিবার কোন সূত্র তো দেখিতে পাওয়া যায় না।

এইরূপ অবস্থায়, সে একটা নিষ্ঠুর ও দূষণীয় উপায় উদ্ভাবন করিল। সে রাজার নিকটে গমন করিয়া, তাঁহাকে জ্ঞাত করিল যে, যিহুদীরা (তাহারা তৎকালে পারস্যরাজ্যে বাস করিতে-ছিল) একটা কদাচারী, বিপজ্জনক ও উচ্ছৃঙ্খল জাতি; অতএব সে রাজাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাহাদের সকলকে বিনাশ করিলে দেশটা নিরাপদ হইবে। রাজাও তাহার এই কুপরামর্শে সম্মত হইয়া যথেষ্ট তুষ্টতা প্রকাশ করিলেন, এবং হামনকে তাহার উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে অনুমতি দিলেন।

আঃ! সমগ্র দেশের মধ্যে কি বিষম ভয়ের সঞ্চার হইল। প্রত্যেক যিহুদী পরিবারমধ্যে কি হৃদয়ভেদী বিলাপ-ধ্বনি ও

আর্ত্তনাদই উত্থিত হইল। মর্দখয় ইহা জ্ঞাত হইলেন; এবং রাজ্ঞী ইষ্টেরকে তাঁহার স্বদেশীয়দের আসন্ন বিপদের বিষয় জানাইবার উপায় করিলেন। তিনি ইষ্টেরকে রাজার নিকটে যাইয়া আপনার স্বজাতির জন্য সাধ্যসাধনা করিতে প্রবৃত্তি দিলেন। একার্য্যের ভার লওয়া বিপজ্জনক; কারণ যদি তিনি গমন করেন, তবে তাঁহার প্রাণ হস্তে করিয়াই যাইতে হইবে। কিন্তু অপরের প্রাণরক্ষা করিবার আশায় তিনি মহতের ন্যায়, আত্ম-বিপদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি মদখয়কে বলিলেন, "তুমি যাইয়া শূশনে উপস্থিত সমস্ত যিহূদি লোককে একত্র করিয়া সকলে আমার নিমিত্তে উপবাস কর, এবং তিন দিবারাত্রি কিছু আহার করিও না ও কিছু পান করিও না, এবং আমি ও আমার দাসীরাও তদ্রূপ উপবাস করিব; তাহা করিলে আমি ব্যবস্থা বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া রাজার নিকটে যাইব; তাহাতে নষ্ট হইতে হয়, হইব।"

এটী উচিত কার্য্যই হইয়াছিল। ইষ্টের বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, বিষয়টী অত্যাবশ্যকীয় এবং বিলম্বসাপেক্ষ নহে; আর এই গুরুতর কার্য্যে ঈশ্বরের নিকট হইতে তাঁহার সামর্থ্য লাভ করা নিতান্ত প্রয়োজন; সেইজন্য তিনি তাহাদিগকে আগ্রহ-সহকারে তাঁহার নিমিত্তে প্রার্থনা ও উপবাস করিতে বলেন। এই সমস্ত করিয়া তিনি সুযোগের অপেক্ষায় থাকিলেন, এবং তৎপরে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

তৎকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল যে, রাজা রাজদণ্ড বিস্তার করিয়া ইঙ্গিতে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ না করিলে, কেহই তাঁহার নিকটবর্ত্তী হইতে পারিত না। এই উপলক্ষে ইষ্টেরকে

দেখিয়া, অভিলষিত ইঙ্গিত দান করায়, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। তৎপরে তিনি এইরূপ অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন যে, পরবর্ত্তী দিবসে তিনি যে একটী ভোজ প্রস্তুত করিবেন, যেন রাজা ও হামন উভয়েই তাহাতে উপস্থিত হন। ইহাতে রাজা সম্মত হইলেন; আর হামনও এই উপস্থিত নূতন সম্মানের বিষয় ভাবিয়া আনন্দে পুলকিত হইল।

হামন আপনার বন্ধুগণের পরামর্শমতে, এই অনুকূল সুযোগটী যথাসাধ্য নিজের কার্য্যে প্রয়োগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। সে রাজাকে মর্দখয়ের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে লওয়াইতে পারিবে বলিয়া এতদূর কৃতনিশ্চয় হইয়াছিল যে, সে একটী ফাঁসিকাষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া, আপনার শত্রুর উপর প্রতিশোধ লইতে অভিলাষী হইয়াছিল।

কিন্তু ঈশ্বর অনেক স্থলে দুষ্টদের দুরভিসন্ধি বিফল করেন। এস্থলেও তিনি তাহাই করিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সে রাত্রে রাজার সুনিদ্রা না হওয়ায়, সময় অতিবাহিত করিবার নিমিত্ত তিনি একখানি পুস্তক গ্রহণ করেন। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল, এই পুস্তকে তাহা লিপিবদ্ধ ছিল। তিনি উহাতে এই কথা পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলেন যে, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে, মর্দখয় নামে জনৈক যিহূদী রাজার প্রাণনাশের একটী ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিয়া দিয়া, তাঁহার জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছিল। প্রাতঃকালে তিনি অনুসন্ধান করিলেন যে, এই মর্দখয় কখন পুরস্কৃত হইয়াছে কি না?

হামন তৎকালে রাজবাটীতে উপস্থিত থাকায়, রাজা তাহাকে আপনার সম্মুখে আসিতে আজ্ঞা করিলেন; আর তাহার সহিত মর্দখয়ের যে কোন শত্রুতা আছে, তাহা জ্ঞাত না থাকায়, তিনি তাহাকে বাহির গিয়া, এই যিহুদী আপনার সদাচার পেযুক্ত যে সম্মানপ্রাপ্ত হওয়ার উপযুক্ত, তাঁহাকে তাহা দিতে আদেশ করিলেন।

বাস্তবিক, ইহা বড়ই কষ্টকর কার্য্য—আপনার পরম শত্রুকে পুরস্কার, এবং প্রকাশ্যরূপে তাহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সুখের কার্য্য নহে। কিন্তু না করিলে তো চলে না। রাজার আজ্ঞা; অমান্য করিবার যো নাই।

অতঃপর রাজ্ঞীর ভোজের সময় উপস্থিত হইল। হামন এমন বিষণ্নমনে আর কখন রাজবাটীতে গমন করে নাই; কারণ একটী ঝটিকা যে উত্থিত হইয়া তাহার কোন অমঙ্গলের উপক্রম হইতেছে, তাহার মনে এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল।

সে ইষ্টের ও তাঁহার স্বামী রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র, রাজ্ঞী তাহার সমস্ত আচরণের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। তাহার দুষ্টতা ও নিষ্ঠুরতার বিষয়—যিহুদীদিগকে তাহার বিনাশ করিবার দুরভিসন্ধি—সৎ ও বিশ্বস্ত মর্দখয়ের বিরুদ্ধে তাহার ষড়যন্ত্র এবং তাঁহার প্রাণদণ্ডের জন্য ফাঁসিকাষ্ঠ পর্য্যন্ত প্রস্তুত করণ ইত্যাদি সমস্তই রাজার কর্ণগোচর করিলেন। ফলতঃ, সে যাহা যাহা করিয়াছিল, তৎসমুদয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িল, সুতরাং হতভাগ্য অপরাধীর স্বপক্ষ-সমর্থনে একটী কথাও বলিবার সাধ্য হইল না।

ইতিপূর্ব্বে যে ব্যক্তি রাজার এত অনুগ্রহের পাত্র ছিল, সে

এক্ষণে প্রকাশ্যে অপমানিত হইল; অধিকন্তু, এইরূপ আজ্ঞা করা হইল যে, সে মর্দখয়ের বিনাশার্থে যে স্থান নির্ণয় করিয়াছিল, সেই স্থানেই তাহাকে ফাঁসি দেওয়া হউক।

এইরূপে সদাপ্রভু আশ্চর্য্যরূপে দুষ্টের দুরভিসন্ধি বিফল করিয়া, আপনার প্রজাগণকে রক্ষা করিলেন। যিহুদীদের বিপদ দূর, মর্দখয় সম্মানিত, এবং হামন আপনার ন্যায্য পুরস্কার-প্রাপ্ত হইল। "সদাপ্রভু আপনার পরিচয় দিয়াছেন; তিনি বিচার সাধন করিয়াছেন, দুর্জন নিজ হস্তের ক্রিয়ারূপ পাশে বদ্ধ হইয়াছে।"

হামন কি সুখী হইয়াছিল? না; সে আপনার সৌভাগ্য সত্ত্বেও সুখী হয় নাই। প্রাতপারই যখন সে আপনার পানপাত্র মুখে দিত, তখনই তাহাতে কিছু না কিছু তিক্তস্বাদ থাকিত; আর ঐহিক সৌভাগ্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ ঐরূপই হইয়া থাকে। সৌভাগ্য আমাদিকে বড় আশা দেয়; কিন্তু যখন আমরা উহা হইতে বিস্তর প্রতীক্ষা করি, তখন উহা আমাদিগকে নিরাশ করে। প্রকৃত সুখশান্তির একটিমাত্র উৎস আছে, আর তাহা কখন নিঃশেষিত হয় না।

মর্দখয় কি সুখী হইয়াছিলেন? তাঁহারও ভাগ্যে নানাবিধ পরীক্ষা, দুঃখের দিন, এবং উৎকণ্ঠার রজনী সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জীবনের সায়ংকালটী উজ্জ্বল ও শান্তিপূর্ণ হইয়াছিল।

ইষ্টের কি সুখী হইয়াছিলেন? তিনি রাজানুগ্রহ উপভোগ এবং তাহা সৎকার্য্যেই প্রয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি ঈশ্বর ও তাঁহার প্রজাগণের বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন, ও তাহাদের

মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্তরে যেন কেহ অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিলেন;—"আমার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতৃগণের মধ্যে একজনের প্রতি যাহা করিয়াছ, তাহা আমারই প্রতি করিয়াছ।"

আমরা কি সুখী? হাঁ, যদি আমরা আমাদের স্বর্গস্থ রাজার অনুগ্রহ উপভোগ করি, তবেই সুখী। ধন্য ঈশ্বর! যাহারা তাঁহাকে প্রেম করে, তিনি তাহাদের দিকে আপনার অনুগ্রহের রাজদণ্ড বিস্তার করিতে সততই প্রস্তুত আছেন। তিনি আমাদিগকে "সাহস পূর্ব্বক" অনুগ্রহ সিংহাসনের সন্নিধানে উপস্থিত হইতে বলিতেছেন, "তাহাতে সময়োপযুক্ত উপকারার্থে আমাদের দয়ালাভ হইবে ও অনুগ্রহ মিলিবে।" আমাদের একটীও আগ্রহপূর্ণ আবেদন কখন অগ্রাহ্য করিবেন না। তিনি আমাদিগকে যে আশ্বাসবাক্য কহিয়াছেন, তাহা এই;—"যাচ্ঞা কর, তাহাতে তোমাদিগকে দত্ত হইবে।" তিনি কখন কোন অন্বেষণকারী, প্রার্থনাশীল ব্যক্তিকে রিক্তহস্তে আপনার সম্মুখ হইতে বিদায় করিয়া দেন না।